বিধির মিলন

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ রায়
প্রণীত।

চতুর্থ সংস্করণ।

মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।

প্রকাশক—শ্রীঅধরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
২৫।৪ তারক চাটার্জ্জির লেন,
কলিকাতা।

দাক্ষায়ণী প্রেসে
শ্রীহরিদাস ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত



মনোরমা ভবানী বাবুকে বললেন, "এখন এস খাবারটা ও ততক্ষণ আমি তোমাকে বাতাস দিই।"

সাধ্বী-স্ত্রী—পৃঃ ২৩

১৮-৩৩

বিধির মিলন

১

কালীঘাটে রামশঙ্কর জ্যোতিষীর নিকট কোষ্ঠী দেখাইতে যাইয়া বিমল সেদিন একটু অবাক্ হইয়া গেল।

শীতের প্রভাত, কুয়াসায় চারিদিক্ ভরিয়া ছিল, কিন্তু তথাপি সেই কুয়াসা-মণ্ডিত প্রত্যূষেই জ্যোতিষী মহাশয়ের বৈঠকখানায় পাড়ার মণ্ডলদের দস্তুর মত একখানি পঞ্চায়তী সভা বসিয়াছে এবং তাহারই মধ্যে দাঁড়াইয়া একটী বর্ষীয়সী রমণী অনুচ্চস্বরে রোদন করিতেছে। রোদন অনেকটা নিঃশব্দ হইলেও রমণীর চোখের ভাবে, অঙ্গ-ভঙ্গীতে এবং আলুথালু বেশভূষায় কাতরতা অত্যন্তই ফুটিয়া উঠিতেছিল।

এক কোণে একটু জায়গা করিয়া বিমল বসিতেই হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে বোমার মত কে একজন উচ্চরবে চেঁচাইয়া উঠিল. "তবে রে বজ্জাত মাগি,, এখনো বল্‌বিনি ? ভাল চাস্‌তো মানে মানে স্বীকার হ্ বল্‌চি, নইলে আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন। মা-মেয়ে দুটোকে এক গারদে পূরবো—তবে আমার নাম পঞ্চানন শর্ম্মা——

বলিতে বলিতে পিছন হইতে লাফাইয়া লোকটা একেবারে সম্মুখে আসিয়া পড়িল। বিমল দেখিল, একটী আসন্ন বার্দ্ধক্য প্রৌঢ়। হাঁ, পঞ্চানন শর্ম্মাই বটে ! মানুষটীর চেহারাটী বিচিত্র ! মাথার সম্মুখে চুল নাই—মধ্যস্থলে একটী চলন-সই রকমের টাক্—পশ্চাতের দিকে যে

কয়গাছি চুল আছে, তাহারই এক গোছা লইয়া একটী দীর্ঘ শিখা গঠিত; উত্তেজনার বশে সপুষ্প সেই টিকিটা এখন আন্দোলিত হইতেছিল।

কথা কহিতে কহিতে বৃদ্ধ কাঁপিতেছিল এবং কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে শীর্ণ দীর্ঘ কায়াটীও এদিক্ ওদিক্ আন্দোলিত হইতেছিল। ভাঙ্গা মুখের কোটরগত ক্ষুদ্র চক্ষু দু'টী ক্রমাগতই ঘুরিতেছিল।

বৃদ্ধের কথার উত্তরে ক্রন্দনশীলা রমণীটী আরও একটু ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া উঠিয়া মিনতিস্বরে কহিল, "ওগো, মার্ত্তে হয়, আমাকেই না হয় মেরে ফেল; কিন্তু দোহাই তোমাদের ও মেয়েটাকে নিয়ে আর টানাটানি করো না। ওগো, বড় দুঃখিনী; জন্মে অবধি একদিনও সুখের মুখ দেখেনি। এমন কোরে মিছিমিছি কলঙ্ক রটিয়ে একটা হতভাগিনীকে মেরে তোমাদের কি লাভ? ওগো——"

রমণী অধীরা হইয়া একবারে ঘরের মেজেতে লুটাইয়া পড়িল। তাহার দরবিগলিত অশ্রুধারায় মাটী ভিজিয়া যাইতে লাগিল।

বিমল অবাক্ হইয়া দেখিল, রমণীর এই অবস্থা দেখিয়াও গৃহের কোন কোণে কোথাও কিছু ব্যথার ভাব জাগিয়া উঠিল না। বরং অনেকের মুখেই একটু-একটু বিরক্তির আভাস পরিস্ফুট হইতেছে।

শ্লেষের সহিত বৃদ্ধ পুনঃ কহিল, "আরে নে, নে, রাখ্—অমন বক্তৃতা ঢের শোনা গেছে। ভালয় ভালয় এখন জিনিসটা বের কোরে দিবি কি না—তাই বল্,—আর অপেক্ষা কর্ত্তে পাচ্ছি না! নিমকহারাম্ বেটী!"

একটু শান্ত অথচ দৃপ্ত স্বরে এইবার রমণী উত্তর করিল, "নিমক-হারাম্ আমি, না তুমি?"

পঞ্চানন সে কথার কোনও উত্তর দিল না; এইবার জনতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া রুষ্টভাবে কহিল, "মশাইরা! শুন্লেন? মাগীর জবাবটা

শুনলেন ? এত কোরে বুঝিয়ে যে বল্লুম, অভয় দিলুম, তা গ্রাহ্য হলো না ; আবার কি না উল্টো ন্যাকামো হচ্চে ! কিন্তু, শুনো ওগো বাছা, ওসব চালে-কালে ফল হবে না। দু'দুশো টাকার হার, আমি অম্নি ছাড়্‌চিনা। পুলিশ ডাক্‌বো, নাড়ির ভাত টেনে বার কর্ব্বো—তবে ছাড়্‌বো ! এ পঞ্চানন শর্ম্মা, আর কেউ নয়, বেশ মনে রেখো"

কথা কয়টা বলিয়া সত্য সত্যই যেন ভয়-প্রদর্শনটা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্যই ঠাকুরটী উঠিয়া দাঁড়াইল কিন্তু কে একজন হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে তাহাকে টানিয়া বসাইয়া দিল।

যে লোকটা টানিয়া বসাইল, সে বলিল, "মশাই ! আপনি বসুন তো, আমি দেখ্‌চি—ও রকমে হবে না।" তারপর রমণীর দিকে চাহিয়া, অপেক্ষাকৃত একটু শান্তস্বরে কহিলেন, "ওগো বাছা, শুন্‌চো ? মিছামিছি কেন জঞ্জাল বাড়াচ্চ বল দেখি ? হার নিয়েছ, সাম্‌লাতে পার্‌লে না, ধরা পড়ে গেলে—ব্যস্‌—এইবার ফিরিয়ে দিয়ে দাও, আপদ চুকে যাক্‌। এর জন্য কেন এত হাঙ্গাম জুটাচ্ছ বল দেখি ? আমরা পাড়ার দশজন রয়েছি, মালটা পাওয়া গেলে মিছিমিছি একটা মাছি হত্যা ক'রে তো হাত কাল্লো কর্ত্তে যাবো না ? এত ভয়টা কিসের ?"

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে রমণী অশ্রুত্যাগ করিয়া কহিল, "মশাই, আপনি তো সব জানেন ? আমরা আজ দশ বচ্ছর এ বাড়ীতে রয়েছি, কখনো কি—"

বাধা দিয়া লোকটী কহিল, আহা, তা আর জানিনে, কি বিপদ ! জানি ওগো সে জানি ; কিন্তু রামশঙ্কর জ্যোতিষীর গোণা—তা ওতো মিছে বল্‌বার যো নেই, কি কর্ব্বে বাছা বল।"

রমণী হতাশ হইয়া পড়িল কিন্তু একটু পরে চোক্‌-মুখ মুছিয়া আবার একটু শান্ত স্বরে মুখ তুলিয়া বলিল, "আচ্ছা জ্যোতিষী মশাই, আপনিও তো জানেন ; বলুনতো, আমার মেয়ে কি তেমন ? অদৃষ্ট দোষে বিপাকে

পড়েছি, পরের দাসীবৃত্তিই না হয় কচ্ছি, কিন্তু তাই ব'লে কি এখুনি আমাদের এত অধঃপতন হয়েছে, ওকাজ কর্ত্তে যাব? এমন দু'দশটা হার যে একদিন আমাদেরও ছিল, জ্যোতিষী মশাই!"

কথাগুলি বলিয়াই রমণী আবার কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। বিমলের মনে সত্যই একটু সহানুভূতির উদ্রেক হইল কিন্তু ঘটনাটা আনুপূর্ব্বিক না শুনিয়া কোন কথাই সে কহিতে পারিতেছিল না; কৌতুহলী চক্ষু দু'টীতে একবার রমণীর দিকেও একবার সেই লোকগুলির দিকে চাহিয়া চাহিয়াই শুধু সে দেখিতে লাগিল।

রামশঙ্কর বিব্রত হইলেন। নস্যের কৌটাটা হইতে ডান হাতের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলিটী দ্বারা একটা টিপ তুলিয়া লইয়া নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট করাইতে করাইতে কহিলেন,—"তা যেন, বুঝলুম কিন্তু গোণা—আমার গোণা—তাই বা মিথ্যা বলি কি ক'রে? জানতো বাছা এ বুড়োর——'

উৎসাহিত পঞ্চানন এইবার জ্যোতিষীর কাণের নিকট আসিয়া আস্তে আস্তে কহিল, "রামুদা, বাঁচাও ভাই। দু'দুশো টাকার হারটা! পাই না-পাই, বখ্‌রা তোমায় দেবোই, এ তুমি নিশ্চয় জেনো; কিন্তু এই হারামজাদী বেটীকে একবার——"

চোখ টিপিয়া রামশঙ্কর পঞ্চাননকে অভয় জানাইয়া মুখে কহিলেন, "আরে রসো রসো, ঘাব্‌রাচ্ছ কেন?—আমার গোণা——"

রমণী আবার দৃঢ়ভাবে কহিল, "জ্যোতিষী মশাই, আপনার গোণায় কি এমনই বলে দেয় যে, কুসুমই আমার এই হার চুরি করেছে? ঠিক ক'রে বলুন দেখি জ্যোতিষী মশাই?"

রামশঙ্কর একটু বিচলিত হইয়া উঠিতেছিলেন; কিন্তু তখনই আত্ম-সম্বরণ করিয়া রুক্ষস্বরে কহিলেন, ঠিক নয়তো কি অঠিক কোরে বল্‌চি গো বাছা? গোণাতে লোকটার যা চেহারা বলে দিচ্ছে, তা তো 'হুবহু'

তার সঙ্গেই মিলে যাচ্ছে ও রকম ফুট্‌ফুটে রং, সুন্দর মুখ, কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো চুল, সতের বচ্ছরের আইবুড়ো মেয়ে এদিকে আর ক'টা দেক্‌চো বল দেখি ?"

কাতরতা জানাইয়া সজল চক্ষে রমণী কহিল, "সঙ্গতি অভাবে বিয়ে হচ্চে না তার জন্যও কি আমরা দায়ী ? তার জন্যই কি মেয়েটাকে এই অপবাদ সৈতে হবে ? আর তার জন্যই কি—"

রমণী আর বলিতে পারিল না—কাঁদিয়া ফেলিল। এই বিপদের সময়েও মেয়ের বয়সের প্রতি কটাক্ষ তাহাকে বিদ্ধ করিয়াছিল। বিব্রত হইয়া জ্যোতিষী কহিলেন, "আপদ কোথাকার! তোর মেয়ের বয়েস হয়েচে তা আমার কি ? সেইজন্যে গোণাও চেপে যেতে হবে নাকি ? গোণায় বল্‌চে ও-রকম চেহারা—ধরা পড়ে যাচ্ছে—আমি কি কর্ব্বো ?"

এইবার রমণীটী ক্ষেপিয়া উঠিল। নাকমুখ কাপড়ে মুছিয়া একটু রুক্ষভাবে কহিল, "ও আমি মানিনে ঠাকুর! ইস, একেবারে বেস্পতি ঠাকুর এলেন আর কি! ভারী তো গোণা—ও সব ভণ্ডামি! ও রকম চেহারা আরো কত লোকের থাক্‌তে পারে—এখানে না থাক্, দেশ বিদেশে আছে—ও সব কিছু নয়। এ কালীঘাট—দুনিয়ার লোক আস্‌ছে যাচ্ছে—কে চুরি ক'রেছে ঠিকানা কি ? আমি বিশ্বাস করিনে—এ গোণা আমি মানিনে—তোমাদের এখানে আর থাক্‌তেও চাইনে—চল্লুম্——"

বলিয়া সত্য সত্যই রমণী চলিয়া যাইতে উদ্যতা হইল। চারিদিকে একটা বিস্ময়ের রোল উঠিল।

রামশঙ্কর হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গেলেন। দেখ আস্পর্দ্ধা! তাঁহার সম্মুখেই তাঁহার গোণাটাকে উড়াইয়া দিবার মতলব! রামশঙ্কর এমন

দুঃসাহস কোনকালে দেখেন নাই। পঞ্চানন উঠিয়া বলিল, "চ'লে যায় যে! ডাকবো নাকি পুলিশ? মালটা নিয়েই না সরে পড়ে?"

একটু চমকিয়া রামশঙ্কর বলিলেন, "পুলিশ? না—না—পুলিশ ডাকতে হবে না! একটা সামান্য মাগী—এই তো? তার জন্যে আবার পুলিশ? একবার রতন বাগ্দীটাকে পেলে হয়——"

সকলেই উৎসাহিত হইয়া উঠিল। একবাক্যে বলিতে লাগিল "হাঁ হাঁ, ওই ভাল, ওই ভাল! কি কর্ব্বে পুলিশে ফুলিশে? রতনের নল-চালা—বাবা—সে সকলের দাদা! একবারে ঠেলে হিঁচড়ে বের কর্ব্বে এখন। দেখ-না মজাটা!" বলিয়াই উঠিয়া কয়েকজন দস্তুর-মত আস্ফালন আরম্ভ করিয়া দিল। ২।১ জন বাগ্দী বেটাকে খবর দিতেও ছুটিল।

ইতিমধ্যে রতনের ক্ষমতা ও কৃতিত্বটা লইয়া আন্দোলন চলিল। রতন-বাগ্দীর সম্বন্ধে যাহার যাহার যাহা অভিজ্ঞতা ছিল একে একে ব্যক্ত হইতে লাগিল। রতন কবে কি অদ্ভুত কাজ করিয়াছিল, কবে কি ভাবে নল-চালা, বাটী-চালা দিয়াছিল, কেমন অদ্ভুত উপায়ে অদ্ভুত শক্তিতে কতবার সত্য সত্যই মালশুদ্ধ চোরকে ধরাইয়া দিয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি গল্পের স্রোত বহিতে লাগিল। গল্প বলিয়া বলিয়া অবশেষে সকলেই মন্তব্য প্রকাশ করিল, "না চোর যেখানেই থাক, রতনের কাছে লুকানো শক্ত! এইবার ধরা পড়বেই—আর চিন্তা নাই।"

পুরো দমেই আন্দোলনটা চলিতেছে, এমন সময় একটী যুবক আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে খবর দিল, "পেয়েছি বাবা, পেয়েছি; বাগ্দী-বেটা এই এসে পৌঁছুল ব'লে। সে তো বল্‌চে, নিশ্চয় চোর ধরিয়ে দিবে। নল নিয়েই আস্‌চে।"

সোৎসাহে পঞ্চানন বলিল, "বলিস্ কিরে? কৈকৈ?"

লাফাইয়া রামশঙ্কর বলিলেন, "ব্যস্' এইবার বোঝা যাবে !" তার পর পঞ্চাননকে সম্বোধন করিয়া আর একটা কি কহিতে যাইতেছেন, এমন সময়েই একজন বিকটাকার পুরুষ দুইটা প্রকাণ্ড নল লইয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই সকলে ভয়ানক চেঁচামিচি করিয়া উঠিল। কৃষ্ণগুম্ফাবৃত প্রকাণ্ড কাল মুখখানির ভিতর হইতে বড় বড় দুই সারি উচু নীচু দাঁত বাহির করিয়া সকলকে দণ্ডবৎ জানাইয়া লোকটা কহিল, "দাদা ঠাকুর কিছু ভেবোনাকো, আমি সব ঠিক করে দেবো; নিশ্চয় চোর ঠেলে বের করবো—এ নল অব্যর্থ ! মোদ্দা বক্‌সিস্‌টা——"

উত্তেজনার বশে পঞ্চানন একেবারে বাগ্দীটার নিকটে যাইয়া পীঠ চাপড়াইয়া কহিল, "বলিস্ কিরে ! সে জন্য তুই ভাবিস্‌নে রতনে ব্যাটা, তোকে নিশ্চয় খুসী করে দেবো। দে বাবা, মালটা কোনরূপে বের করে দে। সর্ব্বস্ব খুইয়ে গিন্নী মাগীর ফরমাইশ জুগিয়ে ছিলুম রে—সব গেল——

রামশঙ্কর মুখভঙ্গী করিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ, গেলো ! যাওয়া একেবারে মুখের কথা আর কি ! আমরা রয়েছি কি জন্যে, চল্ চল্ রতনে আর দেরী নয়—উঠহে পঞ্চানন ভায়া !"

বলিয়াই রামশঙ্কর একখানি উড়ানী গায়ে ফেলিয়া একেবারে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন ! তখন সভাও ভঙ্গ হইল।

লোকগুলি এইবার হৈ হৈ করিয়া পঞ্চাননের বাড়ীর উদ্দেশে ছুটিল। রতন-বাগ্দীর সঙ্গে কি একটু সামান্য বাক্যালাপ করিয়া, রামশঙ্করও রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িতেছেন দেখিয়া বিমল আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল.—"আপনিও ওদের সঙ্গে যাচ্ছেন নাকি ? আমি যে কুষ্ঠী দেখাতে এসেছিলুম !"

রামশঙ্কর মহাব্যস্ত ; এই হুলুস্থুলুর ভিতর তাঁহার গণনার মাহাত্ম্যটা আজ যদি কোনরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, তবে—চাই-কি-দেশে বিদেশে তাঁহার নামটা দু'দিনেই রাষ্ট্র হইয়া যাইবে, তাঁহার নামে চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িবে, দলে দলে লোক রোজ সকাঞ্চন কোষ্ঠী-ঠিকুজী লইয়া তাঁহার মন্দিরে আসা-যাওয়া করিবে—এমন সুযোগটাকে একটা আধটা মক্কেলের খাতিরে আজ রামশঙ্কর হেলায় ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন না, তথাপি চিরবাঞ্ছিত একটা শিকারকেও হঠাৎ ফিরাইয়া দেওয়া শক্ত—বিমলের দিকে এক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া রামশঙ্কর বলিলেন, "নল-চালাটা দেখ্‌তে যাবে না ? এমন ব্যাপার !—সে কি হে ? চল, চল—ফিরে এসে কুষ্ঠী দেখ্‌ব'খন——

বিমলেরও যথেষ্ট কৌতুহল জন্মিয়াছিল, শুধু নিতান্ত অপরিচিত স্থল বলিয়াই এতক্ষণ কোন কথা কহে নাই; এখন নিমন্ত্রণ পাইয়া অল্পেতেই সম্মত হইল। জিজ্ঞাসা করিল—"সে কত দূর ?"

রামশঙ্কর কহিলেন, "দূর ? দূর আর কৈ ? এইতো দু'খানা বাড়ীর পর—ঐ দেক্‌চো না আর একখানা বাড়ী ? ঐ তো পঞ্চাননের ঘর ! এস এস।"

বিমল আর বেশী কিছু আপত্তি না করিয়া জ্যোতিষীর অনুসরণ করিল।

২

কাটা-গঙ্গার ধারে একটা খোলার বাড়ীর ভিতরে একটা আঙ্গিনা। সেই আঙ্গিনার চারি পার্শ্বে খোলারছাদযুক্ত ছোট ছোট মেটে ঘর। এই চারিদিকে-ঘর-বেষ্টিত আঙ্গিনার মধ্যে অসংখ্য লোক জমিয়াছে। তাহাদের মধ্যস্থলে দুইটা বড় বড় নল ও এক পার্শ্বে খানিকটা সিঁদুর ও একমুঠো ধান পড়িয়া আছে।

সকলেরই মুখে একটা কৌতূহলের ছায়া। এখানে-সেখানে লোক দাঁড়াইয়া চেঁচামিচি করিতেছে। কেহ বলিতেছে,—"রতনে বাগ্দী—কের কর্ম্ম নিশ্চয়—আর কেউ নয়।" কেউ বলিতেছে,—'ওরকম গুণী লোক এদিকে আর কৈ হে, কিন্তু চেহারাটা দেখেচ?" একজন চারিদিকে চাহিয়া বলিল,—"লোকটা গেল কোথা?"

বাস্তবিক রতন বাগ্দীকে সেই সময়টা ভিড়ের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে ছিল না। কোনও একটী ঘরের এক কোণে সে তখন রাম-শঙ্করের সম্মুখে তাঁহার কল্কেটীর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। একদল লোক সেইখানেও যাইয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল।

পাশের একখানি ক্ষুদ্র ঘরের স্যাৎস্যাতে মেজেতে এক কোণে দেয়ালে মাথা রাখিয়া একটী বালিকা ভয়-চকিত-নেত্রে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। পূর্ব্বোক্তা বর্ষীয়সী রমণীটী ঘরে প্রবেশ করিতেই সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

মা বলিল, "এত কাঁদিস্ কেন বাছা, ভয় কিসের? এবার তো আর চেহারা নিয়ে কথা নয়; এইবার ঠিক ঠিক লোক ধরিয়ে দিতে

হবে। নির্দ্দোষী মানুষ আমরা—ভয় কি ? এ চেহারার লোক পৃথিবীতে যে আরো থাকতে পারে, এইবার সবাই তা টের পাবে।"

কিন্তু মাতার সান্ত্বনায় পুত্রীর ভয় দূর হইল না। এত লোকের হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকিতে এবং একটা কি অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাহার বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া কাঁপিতে ছিল। সে মাকে আক্‌ড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার বক্ষে মুখ লুকাইয়া আশ্রয় পাইতে চাহিল।

পঞ্চানন হঠাৎ সে কক্ষে প্রবেশ করিয়া সরোষে কহিল, "বেরিয়ে আয় বল্‌চি।"

মাতা চুপ করিয়া রহিল, কন্যা তাহাকে আকড়াইয়া ধরিয়া রহিল। ব্যাপার দেখিয়া রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে পঞ্চানন বাহির হইয়া গেল। একটু পরে রতন বাগ্দীও সেই দিক্ দিয়া হাঁটিয়া গেল।

নল-চালা আরম্ভ হইল। রতন বাগ্দী কোমর বাঁধিয়া, গায়ে কিছু ধুলা মাখিয়া, একেবারে যাইয়া আঙ্গিনার মাঝখানে জাকাইয়া বসিল ও বিড়্ বিড়্ করিয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিল। চারিদিক হইতে লোকেরা মুগ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছুই অপরূপ বা অদ্ভুত দেখা গেল না। দুইটা নলই এতক্ষণ যেমনি পড়িয়া ছিল, তেমনি দুই পাশে পড়িয়া রহিল —কেবল তাহাদের উপর রতন মধ্যে মধ্যে একটু একটু ধূলি ও সিঁদূর বৃষ্টি করিতে লাগিল। প্রায় মিনিট পাঁচেক পরে রতন একবার চারিদিক ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। বিমল নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল রতনেরদৃষ্টির অনুসরণ করিয়া সেও একবার চারিদিকে চাহিতে লাগিল এবং সেই জনসঙ্ঘের এক কোণে দৃষ্টি পড়ায় তাহার চক্ষু আর ফিরিতে চাহিল না।

বিমল দেখিল, সেই একান্ত কৌতূহলী মানব মণ্ডলীর মধ্যে এক

কোণে একটী সুন্দর মুখ অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে এবং এতগুলি স্থির দৃষ্টির মধ্যে তাহার একটী মাত্র চঞ্চল দৃষ্টি কেমন খাপছাড়া দেখাইতেছে। মুখখানি একটী বালিকার। তেমন সুন্দর মুখ বুঝি খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়—কিন্তু সে সৌন্দর্য্য দেখিবার অবসর তখন অপরের ছিল না। সেই সুন্দর মুখে যে কেবল একটা অব্যক্ত ও অপূর্ব্ব করুণ আশঙ্কার ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহাই বিমলকে হঠাৎ সেইদিকে আকর্ষণ করিয়া ফেলিল। বিমল আর সব ছাড়িয়া এখন সেই মুখখানার দিকেই একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু হঠাৎ একটা উচ্চ চীৎকার শব্দে বিমলের মোহ ভাঙ্গিয়া গেল জনসঙ্ঘের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বিমল দেখিল, রতনের হাতে নল দুইটা অসম্ভব রকম ঘুরিতেছে, আর রতন উঠিয়া রীতিমত লম্ফ ঝম্ফ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। তাহার মুখ দিয়া মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বাজে কথাও অনেক বজ্র-গম্ভীর-নাদে শব্দিত হইতেছিল। নল দু'টো কখন যে মাটী ছাড়িয়া রতনের হাতে যাইয়া উঠিল এবং কখন যে মন্ত্রের চোটে উহারা নিশ্চল হইতে সজীব অবস্থায় পৌঁছিয়া গেল, তাহা বিমল একটুকুও টের পায় নাই। তাই একেবারেই এ অবস্থাটা দেখিয়া কৌতূহলী হইয়া পুনঃ নলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল—বালিকার দিকে আর চাহিবার অবসর হইল না।

রতন ক্রমে বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়া দিল। এতক্ষণ সে এক স্থানেই দাঁড়াইয়া আস্ফালন করিতেছিল কিন্তু এখন নল দু'টো লইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি আরম্ভ করিল। একবার সে ডাইনে যায়, একবার বাঁয়ে সরিয়া আসে, একবার সম্মুখে অগ্রসর হয়, আবার কখন কখনও বা পিছাইয়া পড়ে। লোকগুলি কৌতুক দেখিতেছে, রতন ক্রমে সরিয়া সরিয়া যাইয়া ভিড়ের ভিতর ঢুকিল।

তখন একটা সোরগোল পড়িয়া গেল, —"চলেছে ? চলেছে ?" "ওরে, এইদিকেই আস্‌চে যে রে ?" ও মাগো, কেমন ছুটেছে দেখ ?" —ইত্যাদি ইত্যাদি আরও অনেক উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তিসূচক ধ্বনি সর্ব্বত্র শোনা যাইতে লাগিল। বিমল দেখিল, যদিও নল দু'টো রতনকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে—ভাবটা এইরূপ বটে, কিন্তু তথাপি সত্য সত্যই যে রতন না চলিয়া নলটা চলিতেছে, তাহারও কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। রতনের হাতেই নলটা ছিল, সুতরাং নল রতনকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল কি রতন নলকে ঠেলিয়া অগ্রসর হইতেছিল, তাহা রতন এবং একমাত্র ভগবান ভিন্ন অন্যের সঠিক বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না। বিমল নির্ণিমেষ নয়নে দেখিতে লাগিল।

হঠাৎ সকলে চমকাইয়া উঠিল। নলটা কতক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরিয়া একবারে যাইয়া সেই নিরীহ ভয়-চকিতা বালিকাটীরই গ্রীবার উপরে পড়িয়াছে এবং দুইদিক হইতে সাংঘাতিক রকমে তাহার গলাটী টিপিয়া ধরিয়া একেবারে তাহাকে রুদ্ধশ্বাস করিয়া তুলিয়াছে। যাতনায় বালিকার চক্ষু ললাটের দিকে উঠিল এবং অস্পষ্ট একটা গোঁ গোঁ শব্দ কণ্ঠ হইতে কষ্টে বহির্গত হইতে লাগিল।

চারিদিকে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। এই গোলযোগের মধ্যে বালিকার মাতা যে সু-উচ্চ ধ্বনি করিয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িল, সে ধ্বনিও একেবারে ডুবিয়া গেল।

বিমলের গায়ের ভিতর দিয়া একটা তড়িৎপ্রবাহ যেন অকস্মাৎ সঞ্চরিত হইয়া গেল। সর্ব্বনাশ! মেয়েটাকে পশুটা মারিয়া ফেলিবে না কি? যে-একটা নিরীহ বেদনা-কাতর-দৃষ্টি ক্ষণপূর্ব্বে তাহার হৃদয়ে কি এক অব্যক্ত করুণার উৎস জাগাইয়া তুলিয়াছিল, এখন তাহাকে এইভাবে রূপান্তরিত হইতে দেখিয়া বিমল হৃদয়ে একটা গুরুতর ব্যথা

অনুভব না করিয়া পারিল না। আপনারও অজ্ঞাতে কেমন এক উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় সে একবারে সম্মুখের দিকে খানিকটা অগ্রসর হইয়া গেল।

গোলমালটা তখন আরও জমিয়া উঠিয়াছে। পঞ্চানন ও তাহার ছেলে অতুল—রতনকে যে লইয়া আসিয়াছিল—সম্মুখে আসিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিয়া দিল; এবং বালিকা প্রায় হতচেতন হইয়াই রতনের উপরে ঢলিয়া পড়িল।

অতুল হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "এইবার বেটীকে বাঁধ। যা'র খাচ্ছে বেটী তা'রই সর্ব্বনাশ কচ্ছে—এইবার পুলিশে দেব, তবে ছাড়বো। হার তোর কোন নাগরকে দিয়েছিস এইবার বল ?"

মা এতক্ষণ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এই কথা শুনিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় চীৎকার করিয়া বলিল,—সাবধান অৎলে ! ফের অমন কথা মুখে আন্‌বি তো ও মুখ ভেঙ্গে দেব। পাজি বিট্‌লে বামুন, যত বড় মুখ নয় তত——"

"কি ? আমার ভাত খেয়ে আমার ছেলেকেই গালাগাল ?—তবে রে হারামজাদী !—বলিয়া হঠাৎ পঞ্চানন অগ্রসর হইয়া ধাঁ করিয়া সেই কন্যা-শোকাতুরাকে নির্ব্বিকারে পৃষ্ঠে এক লাথি বসাইয়া দিল তখন 'ও মাগো' বলিয়া বৃদ্ধা মাটীতে পড়িয়া গেল।

বিমলের আর সহ্য হইল না। সে পঞ্চাননের নিকটে যাইয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল,—তুমি বামুন না চাড়াল হে ? স্ত্রীলোকের উপর হাত তুল্‌লে যে?

পঞ্চানন এই অসম্ভাবিত বাধা প্রাপ্ত হইয়া ক্ষণকাল বিস্মিত হইয়া থাকিয়া বলিল, কে হে বাপু তুমি ? তোমাকে ত চিনিনি। তোমায় কে ডেকে আন্‌লে, শুনি ?"

বিমল কহিল,—ভগবান ! নিরীহ বেচারাদের উপর অত্যাচার কল্লে, তাঁর হৃদয় কেঁদে উঠে ; তিনিই তো তা'দের রক্ষার ব্যবস্থা করেন,

বলি, বামুন হ'য়ে একথাটা কি আজও জানোনা ? ও দুটোকে ছেড়ে দাও বলছি, ওরা নির্দ্দোষ !"

কেন যে বিমল তাহাদিগকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিল তাহা অবশ্য আমরাও বোঝাইতে পারিব না কিন্তু পঞ্চানন সে কথা কাণে তুলিল না, পরন্তু ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলিল,—"ওঃ বটে হয়েচে তবে, তুমিই সেই নাগর ?—নৈলে এত ব্যথা কার ? আচ্ছা রসো—ব্যবস্থা কচ্চি। অতুলে কোথায় রে, বাড়ী ঢুকে কেমন কেলেঙ্কারী কর্ত্তে আসে, দে দেখি বেটাকে ঘাড়ে ধরে বার ক'রে——"

গোঁয়ার-গোবিন্দ অতুল হুকুমের আধখানা পাইয়াই ছুটিয়া হুকুম তামিল করিতে যায়, তাড়াতাড়ি মধ্যে পড়িয়া রামশঙ্কর গোল মিটাইয়া দিতে আসিলেন। রামশঙ্কর বলিলেন, আরে"থামো থামো আমি মিটিয়ে দিচ্ছি।—তারপর বিমলের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—তোমার এ কি খেয়াল, বলতো বাপু ? চোরের উপর এ মায়াদয়াটা কেন ?"

বিমল কহিল,—এরা যে সত্যি চোর, তার প্রমাণ কৈ ? নল-চালা একটা প্রমাণ নাকি ?"

বিস্মিত হইয়া জ্যোতিষী কহিলেন,—কিন্তু আমার গোণাটা ? সেটাও কি মিথ্যা বল্‌তে চাও ?—

বিমল কহিল,—আমি তাও মানিনে—ও সব বুজরুকি !"

জ্যোতিষী আকাশ হইতে পড়িলেন ! রাগতঃ প্রশ্ন করিলেন, তুমিই আজ সকালে আমার এখানে এসেছিলে না ?—

বিমল কহিল,—এতকাল একটু আধটু বিশ্বাস ছিল, তাই এসেছিলুম, কিন্তু আজ সে টুকুও গেছে। আর আস্‌বো না।"

জ্যোতিষীর আরো রাগ বাড়িয়া গেল। বলিলেন, ব'য়ে গেলো ! না এস, না-ই আস্‌বে, তাতে রামশঙ্কর জ্যোতিষীর কিছু ভাত মারা

যাবে না কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,কথাটা কি বল দেখি, এইমাত্র এত আস্থাছিল আর এক ঘণ্টার মধ্যেই সব ফাঁক ! একটা নিগূঢ় কারণ আছে নিশ্চয় !"

পাশ হইতে কে হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—একখানি সুন্দর মুখ গো, একখানি সুন্দর মুখ !"

বিমল ফিরিয়া দেখিল অতুল। বলিল,—হাঁ, মিথ্যা কি ? একখানা সুন্দর মুখই বটে। চোক্ যদি থাক্‌তো অমন মুখের অমন দৃষ্টি দেখে তোমাদেরও এ ধারণাটা হ'ত—

নিতান্ত আমোদ অনুভব করিয়া কতকগুলি লোক বিমলের চারিপাশে আসিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইল ! এই শেষ কথাগুলি শুনিয়া অনেকেই বিদ্রূপের হাসি হাসিতে লাগিল।

বিমল জ্বলিয়া গেল। ব্যঙ্গ করিয়া অতুল আবার কহিল,—ঠিক বলেছো বাবা ! কথাটা সত্যি ! কিন্তু লোকটা কি বাহাদুর দেখেছ, কখনও নজরে পড়েনি !'

অতুল কিসের ঈঙ্গিত করিল, বিমলের বুঝিতে কষ্ট হইল না।

হঠাৎ সে,—"মা বোন্‌কে অপমান কর্‌বার এই ফল" বলিয়া কথাটা শেষ করিতে না করিতেই আস্তিন গুটাইয়া বিরাশী সিক্কায় অতুলের গালে এক চড় বসাইয়া দিল ! পড়িতে পড়িতে অতুল রহিয়া গেল।

তখন চারিদিকে তুমুল গোলযোগ আর রকম রকমের প্রশ্ন ! হাঁ— হাঁ—মাল্লে নাকি মাল্লে নাকি ?—লোকটা কে হে ?—"ভারী আস্পর্দ্ধা তো ;—মার শালাকে জুতো——" ইত্যাদি ইত্যাদি।

পঞ্চানন দৌড়িয়া যাইয়া একটা লাঠিই লইয়া আসিল। রকম দেখিয়া জ্যোতিষী বলিলেন,—দেখ্‌চো কি, বাপু ? সরে পড়, সরে পড় নৈলে মার খেয়েই প্রাণটা যাবে বল্‌চি। মিছি মিছি এ ঝঞ্চাটটা কেন বাধাতে গেলে বল তো ?'

কিন্তু বিমল নড়িল না। স্থির হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়াই একবার হত-চেতনা বালিকাটীর দিকে ও একবার তাহার মাতার দিকে চাহিতে লাগিল। তারপর কিছুকাল পরে পঞ্চাননের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া স্থির করিয়া রাখিল। তাহার আশে পাশে যে কতকগুলি লোক তর্জ্জনগর্জ্জন ও আস্ফালন করিয়া মরিতেছিল তাহা সে কিছুমাত্র নজরে আনিল না। লোকগুলি ইহাতে আরও ক্ষেপিয়া গেল। পঞ্চাননকে উৎসাহিত করিয়া তাহারা বলিতে লাগিল,—হাঁ হাঁ, জুতো ফুতোর কর্ম্ম নয়—যে গোঁয়ার-গোবিন্দ ষণ্ডা, মাথাটাই ফাটিয়ে দাও একেবারে। আর পারতো থানায় নিয়ে যাও—আমারা সাক্ষ্য দিয়ে বাছাধনকে জেল খাটিয়ে আনছি।—

একজন আসিয়া বিমলের হাত ধরিয়া বলিল,—একটু মাথা গরম নাকি হে? মধ্যমনারায়ণ-টারায়ণ চাই?—

"আজ্ঞে না, উত্তম-মধ্যম দু'টী নারায়ণই আমার হাতের মুঠোতে, 'আসুন নেবেন' বলিয়া তাহাকেও নিমিষে এক চড় মারিয়া বিমল তাড়াইল। গোলযোগ আরও জমিয়া উঠিল।

বিমল দেখিল, এবার সত্য সত্যই আক্রমণের একটা উদ্যোগ হইতেছে বটে। সে তখন এক লম্ফে রতন বাগ্দীটার উপরে যাইয়া পড়িয়া দুই টানে তাহার হাতের নল দু'টা কাড়িয়া লইয়া তাহার দাড়িটা ধরিয়া খুব কয়েকটা কষিয়া টান দিল।

বাগ্দী ব্যাটা নল চালাইতে চালাইতে এইআকস্মিক বিভ্রাট দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল এবং দাড়ির যন্ত্রণায় মুখে হাত দিয়া এক পাশে সরিয়া যাইয়া এক্ষনি ফিরিয়া আসিয়া যে ইহার ভীষণ প্রতিশোধ লইবে এইরূপ শাসাইতে লাগিল। উত্তরে বিমল ও চীৎকার করিয়া জানাইয়া দিল যে যেই তাহারা সম্মুখে আসিবার ধৃষ্টতা করিবে, তাহাকেই সে নাকে মুখে

খোঁচা দিয়া, হয় চোক, না হয় গাল, না হয় কাণ, একটা না- একটা কিছু থেতো করিয়া দিবেই। অন্ততঃ একজনের এ অবস্থা না করিয়া কিছুতেই সে ক্ষান্ত হইবে না। সে বলিয়াই নল দু'টা উঁচু করিয়া ধরিয়া উদ্যত করিয়া রাখিল।

এখন নাক, চোখ এবং গালের মায়া সহজে পরিত্যাগ করা বড় শক্ত ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। এ উহার দিকে চাহিতে লাগিল কিন্তু সাহস করিয়া কেহই আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। এমন কি অতুল, রতন এবং পঞ্চানন, ইহারা পর্য্যন্ত দমিয়া গেল।

তখন বুদ্ধি করিয়া পঞ্চানন পুলিশ আনিতে দৌড়িল কিন্তু পুলিশের নাম শুনিয়া সর্ব্বাগ্রেই আস্তে আস্তে রতন সরিয়া পড়িল। একটু পরে রামশঙ্কর জ্যোতিষীও—"তাই তো হে অনেকটাই যে বেলা হয়ে গেল—মরুক গে ছাই!" বলিয়া এখন ব্যাপারটীর প্রতি নিতান্তই অরুচি জানাইয়া—এক পা দুই পা করিয়া গৃহের দিকে চলিলেন। দর্শকদিগের মধ্যেও দস্তুর মত ভাটা পড়িতে লাগিল।

গোলযোগ আর বড় নাই দেখিয়া বিমল তখন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকটীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মা, ওঁর জ্ঞান হল কি? এইবার ঘরে যান। এখানে আর থাক্‌বেন না। বুঝ্‌তে পেরেছি নিতান্ত হতভাগ্য আপনারা কিন্তু কি কর্ব্বেন, সহ্য কর্ত্তে হবে তো! ভগবান আছেন—তিনিই দেখ্‌বেন।

উত্তরে বৃদ্ধাটী কহিল, 'এ অনাথাদের জন্য আজ নিজেকে এমন কোরে বিপন্ন কল্লে, কে বাবা তুমি? কিন্তু কল্লেই যদি তবে আর একটু করে যাও—এ হতভাগিনীদের একটা শেষ গতি করে যাও—রাক্ষসের হাতে অমন কোরে ফেলে দিয়ে যেয়োনা!"

বিমল বলিল,"এখন যে আর কিছু কর্ব্বার আমার উপায় নাই মা!

যা করেছি, তাহাতেই হয়ত তোমাদের অনেকটা সহ্য কর্ত্তে হবে। যদি পারি, এর পর যা হয় কর্ব্বো—আজ যাই।" বলিয়া উভয়ের প্রতি আর একবার ভাল করিয়া চাহিয়া, চারিদিকে আর একটু লক্ষ্য করিয়াই বিমল ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। পুলিশের ভয় তাহারও বোধ হয় কিঞ্চিৎ হইয়া থাকিবে; নিরর্থক সেখানে থাকিয়া বৃথা গোলযোগ বাধাইবার ইচ্ছা হইল না।

৩

চাঁপাতলার নিকটে কোন একটী ক্ষুদ্রগলিতে বিমলের ঘর। সংসারে বৃদ্ধ মাতা, দুইটী বিধবা ভ্রাতৃ-বধূ এবং একটী শিশু পুত্র ব্যতীত তাহার আর অপর আত্মীয় ছিল না। দুই বৎসর পূর্ব্বে বিমলের পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল—আর সে বিবাহ করে নাই। বিবাহ সে কোনওকালে করিবে, তেমনও ইচ্ছা ছিল না। তবে কে একজন সহপাঠী নাকি তাহার হাত দেখিয়া বলিয়াছিল যে, বিবাহ তাহার আর একটী হইবেই—ইচ্ছা থাক্ আর না-ই থাক্;—কিছুতেই সে তাহা এড়াইতে পারিবে না! তাই সে একটু দ্বিধায় পড়িয়া গিয়াছিল এবং সে সম্বন্ধেই একটা চূড়ান্ত জ্ঞানলাভ করিবার জন্য সেদিন কালীঘাটের প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী রামশঙ্করের মন্দিরে যাইয়া দর্শন দিয়াছিল কিন্তু ফলে একটা বিভ্রাট ঘটীয়া গেল। বিমল গিয়াছিল জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর অগাধ বিশ্বাস লইয়া—কিন্তু ফিরিয়া আসিল উহার উপর অনেকখানিই ঘৃণা ও অবজ্ঞার সহিত!

বাড়ীতে ফিরিয়া বিমল সেদিন বড়ই অন্যমনস্ক। ঘুরিয়া ফিরিয়া

সেই প্রাতঃকালের কথাটাই বার বার তাহার মনে পড়িতে লাগিল। না-জানি ব্যাপারটার শেষ কি দাঁড়াইয়াছে! একএকবার তাহার সন্দেহ হইতে লাগিল, বোধ হয় সেদিন সেই দুইটী অবলা রমণীকে এমনভাবে ব্যাঘ্র-বিবরে ফেলিয়া আসিয়া সে ভাল করে নাই' হয়তো এটা বাস্তবিকই একটা দারুণ কাপুরুষতার কার্য্য হইয়াছে! কিন্তু তাহা না করিয়াই সে করে কি? অন্য আর সে কি করিতে পারিত? সে একা, বিপক্ষ দলে অসংখ্য লোক। পুলিশই হউক, বাজে লোকই হউক, এত লোকের কথা ফেলিয়া কে তাহার কথা গ্রাহ্য করিবে? বিমল একটু সান্ত্বনা অনুভব করিল; কিন্তু অনুতাপের হাত হইতে মুক্তি পাইলেও ব্যথা এবং সমবেদনার হাত হইতে সে সহজে নিষ্কৃতি পাইল না। থাকিয়া থাকিয়া একটা কন্যা-বৎসলা উপায়হীনা প্রাচীনার ও একটা নিরীহ ভীরু বালিকার কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি বিমল প্রায় অনিদ্রায় কাটাইল।

পরদিন প্রাতে মা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, কি বল্লে জ্যোতিষী? স্থির করেছিস্ কিছু?"

কোন দিনই মাতার এ প্রশ্নটার উত্তরে বিমল কিছু পাকা কথা দিতে পারে নাই কিন্তু আজ অচঞ্চল স্থির কণ্ঠেই কহিল, "না, বিবাহ আর কর্ত্তে পার্ব্বো না মা,—অনুরোধ টনুরোধ আর করো না—জ্যোতিষ-ফোতিষ—ও কিছু নয়।"

শুনিয়া মা নীরবে কিয়ৎক্ষণ তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন; পরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতে উদ্যতা হইলেন কিন্তু বিমল ডাকিয়া ফিরাইল।

বিমল কহিল, "মা, তোমার অত্যন্তই কষ্ট হচ্চে—বুঝ্‌তে পাচ্ছি! কিন্তু আমারও কম কষ্ট নয়, তুমিও বুঝ্‌তে পাচ্ছ! আমায় ক্ষমা কর।"

মা অশ্রুবর্ষণ করিলেন। কহিলেন, "আমার জন্য ভাবিস্‌নে বাছা, যা কিছু কষ্ট তো তোরই জন্য। শেষকালে এই জন্য আবার অনুতাপ কর্ত্তে না হয়, তাই ভাব্‌ছি। আমি আর ক,দিন ?"

কথাটা বিমলকে বিদ্ধ করিল। বিশেষত: কণ্ঠের সেই করুণ স্বরটী আহা, গর্ভধারিণীর এ দারুণ ব্যথা সে আজ কি করিয়া দূর করে ? পুত্রের ভবিষ্যৎ অশান্তি ও দুঃখ-কষ্টের ভাবনায় পীড়িতা জননীকে সে কি বলিয়াই আজ সান্ত্বনা দেয় ?

মা চলিয়া গেলেন। বিমল বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ ভাবিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে মনে হইতে লাগিল, বুঝি কার্য্যটা স্বার্থপরের মতই হইল। যে চলিয়া গিয়াছে, সে তো এখন সকল সুখ-দুঃখের অতীত ! কিন্তু যে আছে, তাহার সুখ -দুঃখ সে নষ্ট করে কোন্ অধিকারে শুধু তাহারই একটু অশান্তি ও মনোবেদনার জন্য নয় কি ? স্বার্থপরতা ভিন্ন তবে আর এটাকে কি বলা চলে? বিমল ভাল বুঝিতে পারিল না—কিন্তু তাহার মনের মধ্যে আজ একটা দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল।

আফিস হইতে ফিরিবার সময় পরদিন বিমল কি ভাবিয়া, কোথায় যাইবে শ্যামবাজারে, না একবারে কালীঘাটের ট্রামেই চাপিয়া বসিল ! টালিগঞ্জের রাস্তার নিকটে ট্রাম হইতে নামিয়া সে আবার বরাবর সেই পঞ্চানন শর্ম্মার বাড়ীর দিকে চলিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে ; রাজপথের ধারে ধারে গ্যাসের লণ্ঠন জ্বলিয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু কালীঘাটের অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন পল্লীগুলিতে তখনও স্থানে স্থানে জমাট অন্ধকার। সেই অন্ধকারে আত্ম-গোপন করিয়া পঞ্চাননের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া বিমল চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

সদর দরজা খোলা পড়িয়াছিল কিন্তু বাহিরে বা ভিতরে কোথাও

সাড়া-শব্দ নাই। বাড়ীতে কেহ আছে কি-না তাহাও জানা যাইতেছে না। বিমল ভাবিতে লাগিল,—এখন কি করা উচিত? ঢুকিবে কি বাহিরে দাঁড়াইয়াই কতককাল অপেক্ষা করিবে।

ক্ষণ পরে দুইজন বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিল। একটা গাছের নীচে সরিয়া যাইয়া বিমল নিঃশব্দে লক্ষ্য করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে একজন দেখিল, অতুল অপরের বেশভূষার পারিপাট্যতা দেখিয়া সে কিছুটা বিস্মিত হইল। তেমন সুসজ্জিত সুপুরুষ এমন খোলার বাড়ীতে কেন, তাহা ভাবনার বিষয় বটে। একটু কৌতুহলী হইয়া সে তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিবার প্রয়াস পাইল।

লোক দুইটা একবার ঠিক তাহার পার্শ্বেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সশঙ্কভাবে গাছের গোড়ায় বসিয়া পড়িতেই বিমল শুনিল, অপরিচিত লোকটী কহিতেছে "ওহে, জেল খাটবে—তবু মাথা পাত্‌তে চায় না; কি করা যায় বলতো? চাই-ই যে ওটাকে আমার!"

অতুল বলিল, "করি কি বলুন? বাবা ও আমি তো চেষ্টার ক্রটী করিনি, কিন্তু শালীর বেটীরা কথা শুনে কৈ! ভয় দেখালুম—ভয় পেলেনা। বুঝিয়ে বল্লুম, কথাই কয় না। বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেব বল্লুম, জবাব দেয় কি না দু'জনেই তা'হলে এক সঙ্গে চলে যাবে! কিন্তু বুড়ীটাকে ছাড়্‌লে তো আমাদের চলে না? কি হয়?"

লোকটী বলিল, "তাইতো, মহা মুস্কিল দেকৃচি যে।" তারপর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

অতুল কতক্ষণ পরে আবার বলিল, "এখন একমাত্র চিকিৎসা—পুলিশ! তা'ও খবর দিয়ে রেখেছি বটে—ইচ্ছে কল্লেই জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু কার্য্যসিদ্ধি না হলে ওতেই লাভ কি?"

সঙ্গীটি বলিল, "না না, ওতে লাভ নেই? আমি তা'কে জেলে দিতে

চাইনে। ভয় দেখিয়ে যতটা সম্ভব কাজ হাসিল করা। আচ্ছা, এক কাজ কল্লে হয় না ?"

বাবুটী উৎসুক দৃষ্টিতে অতুলের দিকে চাহিয়া রহিল।

অতুল বলিল, "কি ?"

"পুলিশকে দিয়ে একটা খানাতল্লাসী করিয়ে মালটা শুদ্ধ ধরিয়ে দিলে ?"

অতুল হঠাৎ কথাটা বুঝিতে পারিল না। বলিল, "কি বল্লেন ?"

বাবুটী হাসিয়া কহিল, "ওহে, মালটা শুদ্ধ ধরিয়ে দিয়ে আর একটা চাল চেলে দেখ্‌তে চাচ্ছি। তারপর বুঝ্‌লে না, পুলিশ যে আমাদেরই হাতে।"

এইবার অতুল কথাটা কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারিয়া 'তোফা—তোফা' বলিয়া হাসিয়া উঠিল। কিন্তু একটু পরে আবার একটু দ্বিধার সঙ্গে বলিল, "কিন্তু তা হ'লে যে হারটা যায় মশাই। জানেন তো—ওটার ইতিহাস সবটা বাবা জানেন না ? ওটা সম্পূর্ণই আমার নিজের ভাগের !'

"ওঃ !" বলিয়া বাবুটীও একটু হাসিল কিন্তু তখনই উত্তর করিল, "কিন্তু তাতে কি ? কাজটা হাসিল হ'লে এমন কত হার তোমার ঘরে আসবে অতুল ! সে জন্যে ভেবো না।"

অতুল বলিল, "না না, ভাব্‌চিনি। সেতো জানা কথা। আপনার মত সদাশয় লোক দুনিয়াতে ক'টা হয় ? কিন্তু বল্‌ছিলাম কি; কাজটা যদি অন্যোপায়ে হ'য়ে যায়, না হয় গরীব ব্রাহ্মণের ভাগ্যে আর একটা সামগ্রী অতিরিক্তই পড়্‌ছে বলিয়া অতুল মিটিমিটি হাসিতে লাগিল।"

বাবুটী একটু চিন্তা করিয়া কহিল, "কিন্তু আর উপায় কিছু যে ভেবে পাচ্ছি না, নতুবা তুমি দু'পয়সা এতে পাও তাতে কি আমার অসাধ ?"

সুযোগ বুঝিয়া অতুল বলিল, "তা—হা—আপনি যা ভাল বুঝেন করুন গে, আমি আর কি বল্‌বো? কিন্তু আপাততঃ আজ কিছু হাতটান পড়েছে—বলতে হলো।"

বাবুটী হঠাৎ একটু গম্ভীর হইয়া কহিল "কিন্তু এখন তো আমার সঙ্গে কিছু নেই অতুল! আর কাজটাও যে নিশ্চয়ই হবে—তারই বা ভরসা কোথায়?"

অতুল এবার বুক ফুলাইয়া বলিল, "সে কি মশাই? অতুলশর্ম্মা পিছনে লেগেছে, আর কাজটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে—এই কি সত্যি আপনার বিশ্বাস? আমার উপর তাহ'লে আপনার মোটে আস্থা নেই বলুন—যদি-বা থাকে সেটা নিতান্তই দীনহীন!"

বাবুটী বলিয়া উঠিলেন, "না না, সে কি হে? সেরূপ ধারণা থাক্‌লে, কখন কি আমি এমন গুরুতর কার্য্যের ভার তোমার উপর দি? না, এমন সব গোপনীয় কথাই তোমায় ভেঙ্গে বলি? ওসব নয়। তবে কি জান, কাজ হ'লেই দাম—এই হ'ল ব্যবসার নিয়ম! বুঝ্‌লে কি না? তাই বলি কি—" হঠাৎ বাবুটী চুপ করিয়া গেল।

শুনিতে শুনিতে উৎসাহের টানে বিমলের মাথাটা বুঝি কিছুটা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল এবং হাত পা গুলিও বোধ হয় অপরিমিত নাড়িয়াছিল, হঠাৎ তাহাকে দেখিতে পাইয়া বাবুটী অতুলকে গা টিপিয়া দিয়া মুহূর্ত্তেক নিঃশব্দে থাকার পর দৌড়িয়া যাইয়া ধা করিয়া বৃক্ষের নীচে লোকটাকে ধরিয়া ফেলিল এবং বলিল, "বলি কি হে? রাত্রিকালে চোরের মত এমন কোরে এখানে দাঁড়িয়ে যে—ব্যাপারখানা কি?"

এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য বিমল প্রস্তুত ছিল না, প্রথমটা ভয় পাইয়া গেল; কিন্তু মুহূর্ত্তেই অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া হাত টানিয়া লইয়া কহিল, "ছাড়ুন, ছাড়ুন। চোর আমি নই—চোরতো আপনারা!

আপনাদের কথাবার্ত্তাতেই তা' টের পাওয়া গেছে। এখন আমার সঙ্গেও যে একটা রফা কর্ত্তে হয় ; সেজন্য প্রস্তুত হউন।"

অতুলও এতক্ষণ সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চেঁচাইয়া কহিল, "ওরে, এ যে সেই শালা! কাল সকাল বেলা এতগুলি লোককে ফাঁকি দিয়ে চম্পট মেরেছিল, আজ আবার গুণ্ডাটা এখানে এসে হুম্‌কি দিয়ে আছে! মার শালাকে জুতো!"

অতুলের পায়ে জুতো ছিল না। কোনদিন সে জুতা ব্যবহার করিয়াছে কি না, সেটাও সন্দেহের বিষয়। বাবুর পায় বেশ চক্‌চকে বিলাতী জুতাই ছিল কিন্তু বাবুটী উহা খুলিবার কোন লক্ষণ দেখাইল না। পরন্তু অতুলকে ধরিয়া বলিল, "রাখ, রাখ, আমি দেক্‌চি।" তার-পর ক্ষিপ্রগতিতে বিমলের দিকে ফিরিয়া কহিল, "কথাটা কি বলুন দেখি মশাই? কে আপনি? এসব ব্যাপারের মধ্যে আপনি কেন? এদের সঙ্গে আপনার কি সম্বন্ধ?"

অতুল বলিল, "সম্বন্ধ আর কি, বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না—আপনাকেই ফাঁকি দেওয়ার মতলব! মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে যাচ্ছেন; তাইতেই তো উন্মাদ হয়ে এ বাড়ীর পাশে ঘুরে ঘুরে মর্‌ছে! না বাবা গুণ্ডা?"

বাবুটী 'বটে?' বলিয়া এইবার অধর দংশন করিল। অন্ধকার মধ্যে কার্য্যটী দেখিতে না পাইলেও বিমল বেশই বুঝিল, লোকটা আহত হইয়াছে কিন্তু বাবুটীর দিকে তখন তাহার নজর নয়, নজর অতুলের ওই মস্তকটীর উপরে! আর একটী চাপড়ে আজ আবার সেই মস্তকটীকে গুঁড়া করিয়া দেওয়া সম্ভব কিনা সেই কথাটারই বিচার করিতে করিতে বিমল উত্তর করিল, "এত শিগ্‌গির কাল্‌কের লাঞ্ছনাটা ভুলে গেলে? খুব ছোট লোকের হাড় দেক্‌চি তো! কিন্তু এবার পুলিসের গুঁতোটাও উপরি আছে, বলে দিচ্ছি—একটু মুখ সাম্‌লে কথা বলো।"

অবস্থাটা বাবুটী কতক কতক বুঝিতে পারিতেছিল, তাই মূর্খ অতুলকে কোন প্রকারে শান্ত করিয়া, রাগ না করিয়া কহিল, "চটেন কেন মশাই ? মূর্খ লোক ও আমার সঙ্গে কথা কন্। অনেক কথাই আপনি জেনেছেন দেকৃচি। এখন উদ্দেশ্যটা কি বলুন। ঝগড়া না ক'রে উভয় পক্ষেরই স্বার্থসিদ্ধি হয়—এমন কিছু কর্ত্তে চান কি ?"

বিমল বলিল, "চাবো না কেন ? ঝগড়া করবার মত আমার অবস্থাও নয়—ঝগড়া করবার ইচ্ছেও নেই। এখন এ ব্যাপারে আপনি কি উদ্দেশ্যে নেবেছেন, সেইটে আগে শোনা দরকার।"

বাবুটী নিতান্ত বন্ধুভাবে বলিল, "সকলই জেনেছেন—প্রশ্ন আর কেন ? আমি মেয়েটাকেই চাই।"

বিমল রাগিয়া অথচ সে ভাব কিছুমাত্র মুখে না প্রকাশ করিয়া ধীর-ভাবে বলিল, "কিন্তু এ কার্য্যটীতেই যে ঠিক আমি আপনাকে বাধা দিতে চাই। ও মূর্খটার কথায় কোনও কুৎসিৎ ভাব মনে আন্‌বেন না। একটা দীনা হীনা অবলাকে পেয়ে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমন কোরে আপনারা অত্যাচার কর্ব্বেন—সেইটেই আমি হ'তে দিতে পারি না।"

অন্ধকারের মধ্যে বাবুটী আবার অধর দংশন করিয়া উত্তর করিল, "তা, এখন আমি কতকটা আপনার হাতের মুঠোতে বটে। আপনি যাই বল্‌বেন, আমাকে তাই শুন্‌তে হবে। কিন্তু কেন যে আপনি আমার পথে দাঁড়ালেন এবং এদের জন্যই বা এত মাথা ব্যথা আপনার কেন—সেইটী বুঝ্‌তে শক্ত। যা হক্—অবস্থা বিবেচনায় তবু আমি রাজী হলুম—কুসুমের আশা ছাড়্‌লুম। কিন্তু আপনি কথাটা গোপনে রাখ্‌বেন ?"

বিমল কহিল, "আমি পুলিস নই মশাই ! পরের জালিয়াতি, জুয়াচুরি নিয়ে মাথা ঘামানো আমার কার্য্য নয়, সে সব অভিপ্রায় নেই।

মেয়েটাকে দেখে সহায়হীনা বলে একটু কষ্ট হচ্ছিল, তাই একটু খবর নিচ্ছিলাম। আপনি তা'কে রেহাই দিলে, আমি কোন কথা প্রকাশ কর্ব্বো না।"

"বেশ বেশ—তবেই হলো।" বলিয়া বাবুটী এইবার বেশ আনন্দিত-ভাবে এবং উৎসাহের সহিতই বিমলের পৃষ্ঠে দুইটী চাপড় বসাইয়া দিল অতুল চুপ্ করিয়া গেল। বাবুটী বলিল, "তবে আর গোল নেই, এই আমাদের পাকা রফা মশাই। কাল হ'তে আর আমি এ মুখো হচ্ছিনে—আপনি খবর নিবেন। কিন্তু দেখ্‌বেন—সুনামটাও না যায়।"

সুনামের কথায় বিমলের হাসি পাইতেছিল। কিন্তু কষ্টে সে হাসি চাপিয়া বিমল এখন, এত শীঘ্র যে এই ভাবে ব্যাপারটার কেনারা হইয়া গেল, সেইজন্যই জগদীশ্বরকে মনে মনে ধন্যবাদ দিতে লাগিল এবং প্রকাশ্যে লোকটীকে বলিল, "আমার দ্বারা আর আপনার কোন অনিষ্ট হবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি এখুনি চল্লুম।" বলিয়াই আর কোন প্রকার সম্ভাষণ না করিয়া বিমল ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতে লাগিল। "আসুন আসুন" বলিয়া সহৃদয় ভাবেই বাবুটী তাহাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইল। কিন্তু বিমল চলিয়া যাইতেই তাহার চেহারাটা বদলাইয়া গেল। তাড়াতাড়ি অতুলের কাঁধের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কাণে কাণে বলিল, "এইবার শিগ্‌গির যাও অতুল, লোকটাকে অনুসরণ করে ওর বাড়ীটা ভালরূপ জেনে এস। আমি ঘরে চল্লুম। আগে এ পাপটাকে বিদায় করি—তার পর অন্য কাজ!"

অতুল বাবুটীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া হাসিয়া কহিল, তাইতো, আমাকে যে একেবারে অবাক্ করে দিয়েছিলেন আপনি! আমি বলি কি, রাজশেখর বাবু এত আহম্মক! একটা বিট্‌লে ছোঁড়ার ভয়ে এমন শিকারটা হাতছাড়া কল্লেন! ভিতরে ভিতরে যে এত মৎলব—তা

কেমন করে জান্‌বো! তা, এই যাচ্ছি কিন্তু মনে থাকে যেন, দস্তর মত ছোঁড়াটাকে শিক্ষা দিতে হবে—কালকার চড়টা—উঃ! এখনও লঙ্কা বাটা জ্বল্‌ছে!"

বলিয়া তিন লম্ফে অতুল, যেদিকে বিমল গিয়াছিল, সেই দিকে লাফাইতে লাফাইতে প্রস্থান করিল!

"বাবা, রাজশেখর শর্ম্মার সঙ্গে পাল্লা!" বলিয়া বাবুটীও এইবার শীষ দিতে দিতে উল্টোদিকে যাইতে লাগিল।

৪

সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে বাস্তবিক বিমলের মায়ের মত দুঃখী লোক জগতে খুব অল্পই ছিল। বিমলের পিতা যখন মরিয়া যায় তখন সদ্যঃ-বিধবা তিনটী নিরাশ্রয় শিশু লইয়া অতি বিপদেই পড়ে। সাংসারিক অবস্থা ভাল ছিল না। বিমলের পিতা জীবিতাবস্থায় একটী ভাল চাকুরীই করিতেন এবং কিছু জমাইয়া একখানি বাড়ী কলিকাতায় ক্রয় করিয়াছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার বিধবা পত্নী শিশু-সন্তান গুলিকে লইয়া মহাকষ্টে পড়িলেন। বিমলের পিতা নগদ কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই; সুতরাং বাড়ীখানি ভাড়া দেওয়া ব্যতীত আর গত্যন্তর ছিল না। ভাড়ার টাকা কয়েকটীর উপর নির্ভর করিয়া বিধবা অসীম সাহস ও বিচক্ষণতার সহিত এই বিপজ্জালের মধ্যে দিয়াও দিন অতিবাহিত করিয়া ক্রমে তিনটী ছেলেকে বড় করিয়া তুলিলেন। ভগবানের কৃপায় তখন কয়েকদিনের জন্য একটু সুবিধা দেখা দিল। জ্যেষ্ঠ ছেলে দুইটী উপার্জ্জনক্ষম হইল। সংসার একরূপ

চলিতে লাগিল কিন্তু সে অতি অল্প কালের কথা। এই সুবিধাটুকুর পরেই ছেলে দু'টিকে মহাকাল আসিয়া গ্রাস করিল; বিধবার বুক ভাঙ্গিয়া পড়িল। অনেকদিন পর্য্যন্ত আর তাঁহার মুখে হাসি কেহ দেখে নাই। তারপর কয়েক বৎসর পরে আবার একটু পরিবর্ত্তন। কালের মাহাত্ম্যে, আবার পাঁচ বৎসর পরে বিমল বড় হইল, বিবাহ করিল, উপার্জ্জন করিতেও লাগিল; বিমলের মায়ের দুঃখ কতকটা দূর হইল কিন্তু মহাকাল আরও একটা সুযোগের অপেক্ষায় বসিয়া ছিল। এই ঘটনার বছর তিনেক পরে সে আবার আসিয়া দেখা দিল। বিমলের স্ত্রী বিয়োগ হইল। একমাত্র শিশু পুত্রকে লইয়া বিমল ভারী বিব্রত হইয়া পড়িল।

বিমলের স্ত্রী বিয়োগ হইলে সকলের সঙ্গে সঙ্গে বিধবা মাও ধরিয়া পড়িলেন, "অন্ততঃ ছেলেটার জন্যে আর একটা বিবাহ করিতে হইবে বাছা।" কিন্তু বিমল ভীষ্মের মত মন স্থির করিয়া দৃঢ়ভাবে বলিল, "না মা, তা হবার উপায় নেই। বিবাহ আর কিছুতেই কর্ব্বো না।" তারপর অনেক সাধ্য সাধনা, অনেক অনুরোধ-উপরোধ কিন্তু তবুও যখন বিমলের সঙ্কল্প একটুকু টলিল না, তখন আর এ সংসারে বিধবার কোন আশা ভরসাই রহিল না। দুইটী বিধবা পুত্রবধু, বিপত্নীক পুত্র, মাতৃহারা শিশু!—চারিদিকেই এই শোকের ছবি, দেখিয়া দেখিয়া তাহার বুকটা ছারখার হইয়া যাইবার উপক্রম হইল।

পত্নী বিয়োগের কিছুকাল পরই বিমলের বেতন বৃদ্ধি হয়। বিবাহের কথাটা তখন আর একবার উঠে। সংসার স্বচ্ছল, অথচ ভোগ করিবার লোক নাই দেখিয়া মা আর একবার ধন্না দিয়া পড়িলেন, "বাবা, এত উপার্জ্জন কচ্ছিস্, পরিশ্রম কচ্ছিস্, কিন্তু দেখবার-শোনবার লোক নেই—আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে, আর একবার ভেবে দেখ।

খোকাকে একটা আশ্রয় এনে দে।" কিন্তু তবু বিমল অটল। সে মাকে এই কথার উত্তরে মেজ-বৌকে দেখাইয়া দিল। ছোটবৌয়ের মৃত্যুর পরে মেজবোই খোকার ভার লইয়াছিল; বিমল বলিল, "মেজ-বৌএর চাইতে খোকাকে যে আর কে বেশী ভালবাসতে পার্ব্বে, তা আমি বুঝি না। তুমি এখন ভুল বুঝ না মা"

খোকার ভার যে তাহার মাতার মৃত্যুর পর বড়বৌএর হাতে না পড়িয়া মেজবৌএর হাতে পড়িয়াছিল, তাহার একটু কারণছিল। মেজ-বৌএর বাপের বাড়ীর অবস্থা ছিল স্বচ্ছল। বাপের বাড়ী হইতে একটী ঝি তাহার সেবাশুশ্রূষার জন্য অনেককাল এইখানেছিল। মেজবৌই তাহার খরচ দিত। ছোটবৌএর মৃত্যু হইলে বিমলের মা বলিয়াছিলেন, "মেজবৌমা, তোমার তো বাছা একটী ঝি রয়েছে, তুমিই খোকাকে মানুষ কর; তুমিই এখন তা,র মা।" সেই হইতে মেজবৌয়েরই ওই ভার। ঝি কবে চলিয়া গিয়াছে কিন্তু মেজবৌএর দায় যায় নাই।

বড়বৌএর নামটী মোহিনী, মেজবৌএর নাম কিরণ। উভয়েই দেখিতে চলনসই রকমের কিন্তু উভয়ের মেজাজে অত্যন্ত তফাৎ। মেজ ছিল একটু শিষ্ট শান্ত, আর বড় ছিল একটু রাগী ও চট্পটে। মেজ রাগিয়া কথা কহিতে বড় একটা জানিত না, বড়বৌ কথা না উঠিতেই অভিমান করিয়া বসিত কিন্তু তবু উভয়েই বিমলকে সহোদরের তুল্য ভালবাসিত।

কালীঘাট হইতে ফিরিয়া যে দিন মায়ের তৃতীয় অনুরোধটাও বিমল উপেক্ষা করিয়া আফিসে চলিয়া গেল, সেদিন মধ্যাহ্নে মোহিনী আস্তে আস্তে শাশুড়ীর ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, তিনি চুপ করিয়া বিনা স্নান-আহ্নিকেই বিছানায় শুইয়া আছেন। মোহিনী ডাকিল "মা, স্নানাহ্নিক করবে এসো, অনেক বেলা হয়ে গেল যে!"

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া শাশুড়ী বলিলেন, "যাক্ মা! যত শিগ্‌গির শিগ্‌গির দিন কেটে যায়, ততই মঙ্গল। দিনে আর কি হবে?,,

মোহিনী বলিল "ও আবার তুমি কি নূতন আরম্ভ কল্লে মা? পুরাণো কথা! পুরণোকথা নিয়ে এত কেন—"

শাশুরী গর্জ্জিয়া কহিলেন, "ও পুরণো হয়না রে বড়বৌ, ও শোক পুরণো হয় না! প্রাণপণ জোরে কত ক'রে চেপে রাখি, তাই তোরা দেখতে পাসনে। যদি ঠিক্ ঠিক্ দেখতিস্, তবে বুঝতিস্—যেদিন থেকে শমন প্রথম আমার ঘরে ঢুকেছে, সেদিন থেকেই সুখ-শান্তি জন্মের মত হারায়েছি, সেদিন থেকে প্রাণটা আমার নিয়ত রাবণের চিতের মত হু হু করে জ্বলছে। সে জ্বলুনি আজও সেই রকমই রয়েছে রে, আজও সেই রকমই রয়েছে। শুধু আজ শেষ আশাটুকু ভগবান আজ কেড়ে নিলেন। তাই ভাব্‌চি।"

মোহিনী কতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর ঠাকুর-পো যে কি বোঝাই বুঝ্‌লে" বলিয়া একটু দুঃখ প্রকাশ করিয়া, অনেক সাধ্যসাধনার পর শাশুড়ীকে তুলিয়া স্নানহার করাইতে লইয়া গেল।

সেইদিন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মোহিনী অবশেষে এক ফন্দী আঁটিল।

বড়বৌএর উপর খোকার ভার ছিল না বটে, কিন্তু এতদ্ব্যতীত সংসারের যাবতীয় কাজ-কর্ম্ম তাহাকেই করিতে হইত। সেইদিন ইচ্ছাকরিয়াই মোহিনী বিকাল বেলাটা সকল কাজকর্ম্ম ফেলিয়া রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মোহিনী মেজবৌকে অবশ্য চিনিত। তাই "সন্ধ্যাবেলায় সেদিন তুলসীতলায় আলটী পর্য্যন্ত পড়িল না দেখিয়া যখন সে তাহার সম্মুখে

আসিয়া দাঁড়াইল, তখন কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই মোহিনী বলিয়া উঠিল, "আমিতো আর কারো বাঁদী দাসী নই যে—রাত-দিন খাট্‌বো ; তোরা কি করিস্ !"

মেজ বলিল, "তাকি তুমি জান না, যে আবার নেকীর মত জিজ্ঞাসা কল্লে ? ছেলে দেখে কে দিদি ?"

মোহিনী বলিল, "ওঃ, ভারি কাজ সেতো ! অমন ছেলে দেখা দশটা আমি কর্ত্তে পারি, যদি এই কাজ-কর্ম্মগুলোর বোঝাটা কেউ ঘাড়ে করে ! দেখ্ মেজবৌ আজ আমার কিছু ভাল লাগ্‌চে না, আজ তুই সব কর্ ।"

মেজ বলিল, "তুমি ছেলে রাখ তা' হ'লে।"

বড় বলিল, "ভাল লাগ্‌ছে না বল্‌ছি, আবার ছেলে রাখ্‌বো কি ? আজ আমি কিছু পার্ব্বোনা।"

একটু বিস্মিত হইয়া মেজ কৌতুক করিয়া বলিল, "তবে আমিও পার্ব্বোনা বল্‌ছি দিদি।" তারপর কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াই চলিয়া যায় দেখিয়া বড়বৌ হঠাৎ তাহাকে টানিয়া বসাইয়া কহিল, "দেখ, কিছু মনে করিস্ নি ; আমি তোকে ঠাট্টা কচ্ছিলাম। একটা কথা আছে, শোন্। মতলব একটা করেছি, যদি তুই একটু সাহায্য করিস্ ?"

মেজ বলিল, "সাহায্যটা কিসের শুনি ? কিছু জান্‌লুম না, শুন্‌লুম না——"

বড় বলিল, "ঠাকুরপোর বিয়ের ! আজ যে মা কি কান্নাটাই কেঁদেছে, তা আর তোকে কি বল্‌বো। একটা মানুষের স্বার্থপরতায় সবাই আমরা এত কষ্ট পাব, বল্‌তো এটা কত বড় অন্যায় ? তাই ভাব্‌ছি লোকটাকে একটু জব্দ কর্ব্ব ! জব্দ কর্ব্ব অথচ কাজও হাসিল কর্ব্ব ! কি বলিস্ ?"

মেজো হাসিয়া কহিল, "বল্লে ত অনর্গল জলের মত কিন্তু কাজটা যে কত শক্ত!"

বড়বৌ বলিল, "হোক শক্ত! জেনে শুনে, ওজন করেই তবে মতলবটা আঁটা গেছে, তুই এখন পার্ব্বি কিনা বল?"

মেজবৌ বলিল, "কি কর্ত্তে হবে আগে বলো।"

"কি আর এমন, একটু ঝগড়া।"

"ঝগড়া! কার সঙ্গে?"

"ঠাকুরপোর সঙ্গে!"

"ও মাগো!" বলিয়া মেজবৌ খানিকটা পিছাইয়া গেল। হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইয়া বড়বৌ বলিল, "পালাস্ কেন? ও-মাগো কল্লেই চল্‌বে না! কর্ত্তেই হবে এ নতুবা মা যায়। এমন শক্ত কথা কি?"

মেজ বলিল, "শক্তই নয় যদি, তবে তুমি পারো। আমার উপর এ ভার কেন ফেল্‌ছো বল দেখি?"

বড়বৌ বলিল, "নেকী কোথাকার! আমার দ্বারাই যদি হতো, তবে আর তোকে খোসামোদ কর্ত্তে আস্‌তুম্? আমি নিজেই সব কর্ত্তুম কিন্তু শোন্, আমার দ্বারা এইটে হবার নয়।"

মেজ বলিল, "কেন?"

বড় বলিল, "তা ও বুঝিয়ে বল্‌ছি কিন্তু এখানে নয়, কে আবার শুনতে পাবে, চল—তোর ঘরে চল।"

* * * *

সেইদিন অনেক রাত্রিতে ফিরিয়া বিমল দেখিল, সমস্তটা বাড়ী অন্ধকার! না আছে কোথাও একটা আলো, না আছে কোথাও একটু সাড়া-শব্দ! বিমল বিস্মিত হইয়া গেল।

প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, "মা?"

মা তখন ঘুমাইতেছিলেন, উত্তর না পাইয়া আস্তে আস্তে বিমল মেজবৌএর ঘরের কাছে গিয়া ডাকিল—"খোকা, ঘুমেয়েছিস্ রে ?"

মেজবৌ জাগিয়াছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল, "এত রাত্রি কোথা হ'তে ঠাকুর-পো, কি হ'য়েছিল ?"

"একটু আফিসের কাজ ছিল, আলো টালো নাই কেন ?"

মেজবৌ মাটীর দিকে চাহিয়া একটু ঢোগ গিলিয়া বলিল, "থাক্‌বে কি, হাত পাটা ধুয়ে এস, বল্‌চি সব। অনেক কথা ?"

বিমল নীরবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেজবৌএর দিকে চাহিয়া প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। তাহার অন্তরটা কেমন দূর দূর কাঁপিয়া উঠিল। কোন অমঙ্গল হয় নাই তো।

দেশালাই খুঁজিয়া, নিজের ঘরে ল্যাম্পটী জ্বালিয়া, বাহিরে চৌবাচ্চার নিকটে রাখিয়া আসিয়া মেজবৌ আবার গাম্‌ছা, ঘটি ইত্যাদি সব লইয়া গেল! বিমল তখন হাত-মুখ ধুইয়া কোন প্রকারে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বল এইবার কি হ'য়েছে ?"

মেজবৌ তখন কোন উত্তর না করিয়া খাটের তলা হইতে টানিয়া একটা থালা বাহির করিল। তাহার পর উহার উপর হইতে ঢাকুনিটা উঠাইয়া লইয়া বলিল, "আগে খেতে বসো। তারপর বল্‌ছি !"

বিমল দেখিল, বাজারের মিষ্টান্ন ! বলিল, "ও কি ? আজ বাজারের খাবার কেন ?"

"রান্না হয় নি।"

"রান্না হয় নি ?—সে কি, কেন ?"

বিমলের দুশ্চিন্তা বাড়িয়া গেল। ব্যস্তভাবে কহিল, "কি হ'য়েছে মেজ-বৌ, ভেঙ্গে বল আগে, আমি বড় ভয় পেয়ে গেচি। ব্যাপারটা না শুন্‌লে কিছুতেই খাবারগুলো গিল্‌তে পার্ব্বো না। তোমরা সব ভাল তো ?"

একটু রাগত স্বরে মেজবৌ কহিল, "ভাল আর কি করে হবে? তোমাকে তো আর বলিনে,সংসারটা আমাদের ছারখারে যেতে বসেছে। আমি তো ছেলে নিয়েই অস্থির! খোকার কাজ-কর্ম্ম, তত্ত্ব-তালাস্ সব বজায় রেখে আর কতই বা পার্ব্বো—ক'দিকেই বা দৃষ্টি কর্ব্বো! কিন্তু সে কথা বোঝে কে? সংসারে কাজ-কর্ম্ম রান্নাবান্না বড়বৌকেই সব কর্ত্তে হয়, তাই তাঁর রাগ! আজ তিনি জবাব দিয়েছেন!"

বলিয়া মেজবৌ একটু চুপ করিল। বিমল নিতান্ত বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। শান্ত শিষ্ট সরলতার প্রতিমা মেজ-বৌয়ের মুখে এমন কথা তিনি আর কখনও শোনেন নাই। কতক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, বিমলের দিকে চাহিয়া আবার মেজবৌ বলিতে লাগিল, "সে বলে, 'সংসারের কাজ-কর্ম্ম সবই আমি কর্ব্বো. এত কি? আমি এত পার্ব্ব না। চিরকালই যদি এভাবে কাটাবো, তবে পরকালের কাজ-কর্ম্ম কর্ব্বো কখন? ঠাকুরপো কিছু উপায় করে করুক, নয়তো এই শেস! আর আমি কিছু কর্ত্তে পার্ব্বনা। কত বুঝিয়ে বল্লুম, কত অনুরোধ কল্লুম কিন্তু আজ কিছুতেই তাকে রান্না ঘরে ঢুকাতে পাল্লুম না। অনেক দিন হ'তেই এই সব কথা বল্‌ছে কিন্তু আজের পণটা যেন ভীষ্মের পণ।

এইবার বিমল মাথা গুজিয়া খাইতে লাগিল, কোন কথা কহিল না। মেজবৌ কতক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া আবার বলিল,আর আমিই বা কি কর্ব্বো বলে দাও ঠাকুর-পো! হয় ছেলে রাখ্‌তে পারি, নয়তো রান্নাবান্না কর্ত্তে পারি। রান্না কর্ত্তে গেলে, অযত্নে ছেলেটা মারা যায়, আবার ছেলে রাখ্‌তে গেলেও ছেলের ভাতটাই বা আসে কোথা থেকে? ঠাকুর-পো এইবার সত্যি একটা উপায় কর।

বিমল আহারে এখন নিতান্তই মন দিয়া ফেলিয়াছে, মেজবউএর

কথাগুলো ভাল শুনিতে পাইল কি না তাহাই বোঝা গেল না; কথার উত্তরে একটা 'হাঁ' 'না' ও না পাইয়া মেজবউ আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল ঠাকুর-পো ?"

এবার একটু মাথা তুলিয়া বিমল বলিল, "হাঁ' ?" কিন্তু তার পরই পূর্ব্ববৎ খাইয়া যাইতে লাগিল। যেন সব গোলমালটা সেইখানেই মিটিয়া গেল।

মেজবৌ কহিতে লাগিল, "নিজেদের জন্য তত ভাবনা ছিল না, না হয় উপোস করেই থাকতুম ? এ পোড়া প্রাণের আবার এত মায়া কি ? কিন্তু খোকার জন্য ও মায়ের জন্যই যত ভাবনা ! খোকা ও মা, এ গোল-যোগে পড়ে, না খেতে পেয়ে মারা না যায়—তাই ভাবছি।"

কয়েকগ্রাস আহার্য্য তাড়াতাড়ি মুখের মধ্যে পুরিয়া দিয়া কোন প্রকারে সেগুলি গলাধঃকরণ করিয়া বিমল উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। মেজবৌ অবাক্ হইয়া রহিল।

আঁচাইয়া বিমল নিজের ঘরে চলিয়া গেল, অন্ধকারের মধ্য হইতে একটী স্ত্রীলোক হঠাৎ মেজবৌএর ঘরে প্রবেশ করিয়া উৎকণ্ঠিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কি হলো রে মেজবৌ ? মেজবৌ গুম্ হইয়া বসিয়া ছিল, মোহিনীকে দেখিয়া বলিল, "কিছু না ! তোমার এত সাধের ফন্দি, সব পণ্ড।

চিন্তিতভাবে বড়বৌ বলিল, "কিছু বোঝা গেল না, বলেনি তো কিছু ! আচ্ছা, ছাড়া হ'বে না। আবার কাল !"

মেজবৌ ভয় পাইয়া গিয়া বলিল, "সে কি ? কালও তুমি সবাইকে উপোস করে রাখ্‌বে নাকি ? না—না—"

বড়বৌ বলিল, "তা কেন ? সবাইকে উপোস্ করাতে যাবো কেন। কিন্তু যার জন্য এত সব হ'চ্ছে—"

"ঠাকুরপোকে ?"

"নিশ্চয় ।"

"কালও মুড়ি মুড়্কি খাওয়াবে ?"

'একটী বেলা ।"

"দোহাই তোমার !" বলিয়া মেজ চেঁচাইয়া উঠিল ।

ভ্রূকুটী করিয়া বড়বৌ কহিল, "তুই বুঝিস্ কি ? চুপ্ ক'রে থাক্ । চিরটাকাল মা না খেয়ে খেয়ে মারা যেতে পার্ব্বে, আর একটা জোয়ান-মদ্দ মানুষ—দু'চার দিন মুড়ি-মুড়কি খেয়ে কাটাতে পার্ব্বে না । ভারি তো ? কাল তুই আমার নামে আরও যত পারিস্ বল্‌বি—বুঝ্‌লি ।"

মেজবৌ হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা তো বল্লুম্ কিন্তু ভাব্‌চি, এতে বিশেষ ফল দাঁড়াবে কি ? দেখ্‌লে তো লক্ষণটা । ভরসা পাচ্ছ কিছু ? দু'চার দিন উপোস-টুপোসের এ কর্ম্ম নয় । আর কিছু বুদ্ধি থাকে তো খরচ কর ।"

বড়বৌ বলিলেন,"তুই বুঝিস্ নে । যতই দেখিস্ না কেন, পুরুষেরা বড় স্বার্থপর ! সংসার কোন রকমে চলে যাচ্ছে, বিশেষ কিছুতে আট-কাচ্ছে না, এরূপটা দেখ্‌লে তারা কিছুটা বীরত্ব দেখাতে পারে বটে কিন্তু খাবার-পরবার অসুবিধা হলেই একেবারে ত্রাহি মাং— বিশেষতঃ ছেলেপিলের কষ্টটা তারা মোটেই সহ্য কর্ত্তে পারে না ।"

বড়বৌএর এই কথাটা সেইদিন খুব ভাল করিয়া বিশ্বাস করিতে না পারিলেও মেজবৌ পরদিন এই কথাটার সার্থকতাটা কিছু কিছু বুঝিতে পারিল । পরদিন আফিস হইতে আসিয়া মায়ের নিকটে বসিয়া বিমল বলিল, "খোকাকে নিয়ে তোমাদের বড্ডই অসুবিধা হ'চ্চে, না মা ? আচ্ছা, আমি একজন ঝি রেখে দিচ্ছি ?"

মা বলিলেন, "ঝি ! ঝি কেনরে ?"

বিমল বলিলেন, "তোমাদের যে কষ্ট হচ্ছে মা, অমত করো না। একটা ভাল লোকের সন্ধান পাওয়া গেচে। বলতো কালই হাজির করি।"

মা একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমার জন্যে কিছু কর্ত্তে হবে না; যে কয়দিন আছি কোন রকমে দিন ক'টা কাটিয়ে যেতে পাল্লেই হলো! বৌএরা কিছু বলেছি বুঝি?"

বিমল বলিল, "না, না, তা'রা কি বল্‌বে? আমি নিজেই বুঝ্‌তে পাচ্ছি। আমি কি আর দেখতে পাইনে? তারা খুব ভাল লোক কিন্তু মা! মাইনে টাইনে কিছু লাগবে না। শুধু দু'জনের খোরাক!"

"দু'জন?"

হাঁ মা! মা ও মেয়ে! ভারি দুঃখী তারা! আশ্রয় দিলে একটা পুণ্যও আছে! বড় গরীব!" বলিয়া বিমল সেই কালীঘাটের কাহিনীটা একটু একটু করিয়া মাতার নিকটে ব্যক্ত করিতে লাগিল। শুনিয়া মা অবাক্ হইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ্ করিয়া রহিলেন।

কতক্ষণ পরে মা বলিলেন, "বাবা, বল্লেতো, কিন্তু সমত্তো মেয়ে! কোন্ সাহসে ঘরে আনি। গরীবের মেয়ে—বিয়ে-থা দিতেও যে বড় কষ্ট! যদি——"

বিমল কহিল, "সেজন্য ভেবোনা! ও মেয়ের বিয়ে হবে—কোন অসুবিধা হবে না। যা তা'র রূপ, আর যা তা'র স্বভাব, তা'তে বিনা পণে অনেকেই তা'কে পুত্রবধু কর্‌তে সম্মত হবেন।

তিন দিন যাবতই পঞ্চানন গজ্‌ গজ্‌ করিতেছিল কিন্তু আজ তাহার একটু বাড়াবাড়ি হইল। সেই নল-চালার দিন হইতে কুসুমের অসুখ! গলার চাপুনিটা এমনই সাংঘাতিক হইয়াছিল যে সেই হইতে জলটুকুও সে গলাধঃকরণ করিতে পারে নাই। কাল হইতে আবার একটু জ্বর-জ্বরও করিতেছে কিন্তু তথাপি আজ পঞ্চানন আসিয়া শাসাইয়া কহিল, "বলি; কি ঠিক কল্লে, শুনি? জিনিসটা মানে মানে বের করে দেবে, না গলা—ধাক্কা খেয়েই বিদায় হবে! ত্রিকুলেত' একটা কাক পক্ষীও আশ্রয় দাতা দেকৃচি না। দাঁড়াবে কোথা শুনি?"

কুসুমের মা কহিল, "সে ভাবনা তোমায় ভাবতে—হবে না ঠাকুর গতর আছে, অন্ন জল কোথাও না কোথাও মিল্‌বেই মিল্‌বে। মিছে কেন আত্মীয়তা জানাতে এসেচ?"

রাগিয়া পঞ্চানন কহিল, "বটে-বটে? তা এখন বেশ তেজ আছে যে দেখ্‌চি! আচ্ছা, বলি—বলি, এত যে লম্বা লম্বা কথা ঝাড়্‌চো, সেই দিনই না হয় একটা লোক জুটেছিল কিন্তু আজ? আজ আরতো কোন ব্যাটাকে সাম্‌নে দেখ্‌চি না। অপমান করেই যদি বের ক'রে দি, বাঁচায় কে?"

বিধবাটী রাগিতেছিল, অম্লানবদনে বলিল, "ভগবান্‌!" 'ছি', ছি' করিয়া পঞ্চানন হাসিয়া কহিল, 'আহা কি ভক্তি গো!" মরে যাই আর কি! বল্লে,—

'মরা মালঞ্চে ফুট্‌লো ফুল, টেকো মাথায় উঠ্‌লো চুল!—
আচ্ছা তোর ভগবানের প্রতাপটা তা হ'লে একবার দেখতে হলো! তা' হ'লে বেরো আজ বল্‌ছি আমার বাড়ী হ'তে। ভগবান তো

আছেনই, তবে আর চিন্তা কি ?—ভগবানই আজ তোদের আশ্রয় জুটিয়ে দিন।

তারপর পঞ্চানন কতক্ষণ চুপ থাকিয়া আবার গজ গজ করিয়া বলিতে লাগিল, "আহা ! ভগবান আর স্থান পেলেন না, বেছে বেছে শেষটা এই চোর ডাকাতের পাল্লায় এসে পল্লেন। মরণ নেই !"

বিধবা কহিল, "তা ভগবান তো সবারই ; চোরের তিনি, সাধুরও তিনি ! অত বড়াই কচ্ছ কেন ? আর যাবার কথা যা বোল্‌ছো, তাও আমরা প্রস্তুত আছি : কিন্তু—"

বিদ্রূপ করিয়া পঞ্চানন বলিল,আবার একটা কিন্তু কেন ? বলি কিন্তু টিন্তুতে আর দরকার নেই ; ওসব আমি মোটে ভালবাসিনে ; চোর ডাকাত নিয়ে বাস কর্ত্তেও আমি চাইনে—সত্যি .বলচি এখুনি তোমরা এ বাড়ী হ'তে বেরিয়ে যাও। নতুবা অপমান——"

রাগিয়া বিধবা তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, "বলি ব্যাপারটা কিহে ? কথায় কথায় যে মান-অপমানের কথা তোল ব্যাপারটা কি ? কি অপমানটা কর্ব্বে শুনি ? চোর আমরা, না চোর তুমি ? বাপ-বেটায় মিলে গয়নাগুলি যে আত্মসাৎ কল্লে, নগদ টাকা, পয়সা, যা এনেছিলাম, তাও যে সব নিয়েছ, সে সব মনে আছে ? চোর কে, মনে মনে একবার বেশ কোরে বুঝে দেখ—"

কথা শেষ হইল না। পঞ্চানন হঠাৎ মহা ক্ষেপিয়া উঠিয়া ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, "ওসব বক্তৃতা শুন্‌তে চাইনে। এক্ষুনি বেরুবি কিনা বল্।"

বিধবা বলিল, "যাবোনা কেন, যাবো ? টাকা কড়ি, গহনা পত্র, যা রেখেছিলাম সব আগে নিয়ে, তবে যাবো। গতর খাটাতে পাল্লে জায়গার ভাবনা ? উঃ ভারী ভয় দেখাতে এলেন।"

—বলিয়া বৃদ্ধা দাঁড়াইয়াছিল হঠাৎ পা ছড়াইয়া আবার মেয়ের

বিছানার উপরে বসিয়া পড়িল। পঞ্চানন গজ গজ' করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

শীতের সন্ধ্যা। সেদিন শীতটা অসম্ভব রকমই ঘনাইয়া আসিয়াছিল। ময়লা লেপখানির নীচে হইতে কাঁপিতে কাঁপিতে কুসুম বলিল, 'মা, কি হবে? বেরই যদি করে দেয়!"

অভয় দিয়া মা বলিল, "মগের মুল্লুক আর কি? ডাকাতি করে সব নিয়ে নিলেন আবার এখন বের করে দেবেন। ইস্!"

কন্যা কহিল, আমার গা কাঁপছে। যদি একটু ভাল থাকতুম্, তবু যা হয় হ'তো। এখন তাড়িয়ে দিলে, যাবো কোথা?"

মা বলিল, "তুই ভাবিস্ নে? আমি থাকৃতে——"

বৃদ্ধার মুখের কথা মুখেই রহিল হঠাৎ পঞ্চানন সেইখানে আসিয়া আবার বলিল, "বলি বড় যে বড়াই ক'চ্ছ—ব্যাপার খানা কি শুনি? যাবে না? তাড়াতে পার্ব্বো না ভাবচো? আচ্ছা, রসো—রসো—"

হঠাৎ পঞ্চানন জোর করিয়া ঘর হইতে কুসুমদের জিনিসপত্রগুলি টানিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিতে লাগিল। রমণী দু'টী বিস্মিতস্তব্ধ দৃষ্টিতে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

বাজে জিনিসপত্রগুলি সব ফেলিয়া দিয়া পঞ্চানন অবশেষে কুসুমের বিছানাটীতেও আসিয়া টান দিল। কুসুমকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "ওঠ্!"

ভয়ে কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছে, ক্ষীণকণ্ঠে কুসুম বলিল, "দাদাঠাকুর আর দু'টো দিন সবুর কর। বড্ড দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েচি, কথা বল্‌তেও পাচ্ছিনা কি না, এ অবস্থায় যেতে পার্ব্ব না; একটু ভাল হ'লেই—"

কর্কশকণ্ঠে পঞ্চানন কহিল, "অত নাকে কান্নায় আর কাজ নাই! গণ্ডায় গণ্ডায় ইয়ার জুটাতে পেরেছিস্, আর একটা আশ্রয় স্থান খুঁজে

নিতে পার্ব্বিনা ? ওসব ন্যাকামী রাখ্! বলি সেই গুণ্ডাটা! গেল কোথায় ? এখন একবার ডাক্না!"

বলিতে বলিতেই লেপটা হঠাৎ পঞ্চানন টানিয়া লইল। কুসুম কষ্টে স্বষ্টে উঠিয়া বসিল।

বৃদ্ধা চেঁচাইয়া বলিল, "পঞ্চা, পঞ্চা, ন্যাখ্ ধর্ম্মে সইবে না—অত অত্যাচার ধর্ম্মে সয় না। আমার সোমত্ত মেয়ে, তা'র গায় তুই হাত তুলিস্ কোন্ সাহসে রে ? ও হাত খসে পড়্বে না ? ও আঙ্গুল গলে যাবে না ?" তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া করযোড়ে কহিতে লাগিল, "হে মা কালী, হে মা জগদম্বা, তুমি এর বিচার করো—হে মা কালীঘাটের জাগ্রত কালী—"

ক্রোধে পঞ্চানন আরক্ত হইয়া জিনিসগুলি আরও জোরে জোরে টানিয়া ফেলিতে লাগিল। তখন বিধবা আরও নানাবিধ কটুক্তি করিয়া আরও আর্ত্তনাদ করিতে করিতে কন্যার হাতটী ধরিয়া গৃহ হইতে বাহির হইল।

উঠানে বিক্ষিপ্ত জিনিসপত্রগুলি কুড়াইয়া একস্থানে জমা করিতে করিতে বিধবা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছে, এমনি সময়ে অতুল সেইখানে আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়া কহিল,—"কি গা, কি হয়েছে ?

বিধবা কোনও উত্তর দিল না কিন্তু পঞ্চানন আসিয়া কহিল, "কি আবার হবে—বের করে দিয়েচি! হারামজাদি বেটিদের কি স্পর্দ্ধা হয়েছে দেখ—"

অতুল বলিল, "কেন, করেছে কি আজ ?—"

পঞ্চানন কহিল, "আজ আর কাল কি, বরাবরই ক'চ্ছে! জানিস্না ন্যাকা ? এ বাড়ীতে আর ওদের স্থান নেই!"

একটু গম্ভীর মুখে অতুল কি ভাবিতে লাগিল। বিমলের সহিত সাক্ষাতের কথাটা মনে হইল। কহিল, "তা—তা—এখনই এতটার দরকার কি? যাক্‌না আজ বাবা! কাল যা হয়—"

বিস্মিত হইয়া পঞ্চানন অতুলের মুখে দিকে চাহিয়া কহিল, "তুই বলিস্ কি অতুলে? এই সব চোর ডাকাতের সঙ্গে—"

অতুল কহিল, "আর এতদিনই গেছে, কোন রকমে আর একটা দিন বাবা—"

পঞ্চানন কহিল, "যা-যা! তুই যা ভাল বুঝিস্ কর্‌গে বাপু! আমি আর ও সবের মধ্যে নেই!"

বলিয়া লম্ফঝম্ফ করিয়া পিতা চলিয়া গেল। ছেলে আসিয়া তখন কুসুমের মায়ের নিকট দাঁড়াইয়া বলিল, "ওগো—ওঠো গো বাছা, আমি সব কুড়িয়ে দিচ্চি—"

কুসুমের মা বলিল, "থাক্ থাক্—আর দরকার নেই। আমরাই পার্ব্বো। কালীবাড়ী যাচ্ছি।"

অতুল বলিল, "সে কি? আবার কালীবাড়ী কেন গো? আমি যে বাবাকে বল্লুম!"

কুসুমের মা বলিল, "বলেছ, বেস্ করেছ ভাই; এইবার পথটা ছেড়ে দিয়ে আর একটু অনুগ্রহ কর—তা' হ'লেই হলো! আর এ বাড়ীর ত্রিসীমানায় নয়—"

অতুল বলিল, "কুসুমের মা, রাগ কচ্ছিস্ কেন? আমি যে তোদের শুভাকাঙ্ক্ষী! এতদিন এত কর্কশ কথা বলেছি, এত দৌরাত্ম্য করেছি, কিন্তু সে সব কেন জানিস্? তোদেরই ভালর জন্যে! মেয়েটাকে এত বড় করেছিস্. লোকে নানা কথা বল্‌চে, নানা দুর্নাম রটনা কচ্ছে; তাই ভেবে ভেবে ঠিক কল্লুম, ভয় দেখিয়ে হৌক, রাগ করে হৌক, যদি পারি

লোকের ও-মুখটা বন্ধ করে দেবো ; তোদের স্থ নামটা বাঁচিয়ে দিব। কিন্তু তোরা তো দিলিনে। কাজেই ক্ষান্ত হ'তে হ'লো। কিন্তু এখন বুঝলি তো, কতখানি নিরাশ্রয়, কতখানি পরের গলগ্রহ তোরা ? এখন বুঝ্‌তে পারিস্‌তো, সে রকম একটা হ'লেই——"

এমন সময় সেই মুক্ত অঙ্গনের মধ্যে কুসুম বসিয়া শীতে ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতেছিল, হঠাৎ শক্তিহীন হইয়া একখানি বস্ত্রের উপরই গা ঢালিয়া দিয়া শুইয়া পড়িল। মা দেখিয়া কহিল, "ওকি ?"

কুসুম কহিল, "আর থাক্‌তে পাচ্ছি না মা, শরীর অবশ হ'য়ে আস্‌চে একটু শুই !"

বিব্রত হইয়া মা কহিল, "এখানে তো শুলে চল্‌বে না মা ; আর একটু ধৈর্য্য ধরে থাক্‌। আমি উঠ্‌চি।"

বলিয়াই জিনিসপত্রগুলি ফেলিয়া প্রাচীনা এইবার উঠিয়া দাঁড়াইল। অতুল হঠাৎ বাড়ীর সদরে যাইয়া বসিল ! অতুল বলিল, "এ অবস্থায় তোমাদের আমি ছেড়ে দিতে পারিনে, কিছুতেই পার্ব্বনা কুসুমের মা।"

কুসুমের মা বলিল, "ওকি কচ্ছিস্‌, যেতে দে অতুল।"

অতুল বলিল, দেখ, কাল তোমরা যেখানে ইচ্ছা যেয়ো ; আমি বাধা দেব না কিন্তু আজ—আজকের রাতটা শুধু এখানে তোমাদের থেকে যেতেই হবে, নতুবা মেয়েটা মারা যাবে ! বিশেষ একটা দরকারী কথা রয়েছে।"

গোঙাইতে গোঙাইতে কুসুম বলিল, "মা, আজ তবে থাক্‌।"

মেয়ের কণ্ঠস্বরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মা তখন কি করে একটু নরম হইয়া গেল। সেই অবসরে অতুল আসিয়া তাড়াতাড়ি বারান্দায় একটা বিছানা ফেলিয়া কুসুমকে যাইয়া সেইখানে শুইবার জন্য অনুরোধ করিল। কুসুম উঠিয়া কোনওরূপে একটু হাঁটিয়া উহার উপরে যাইয়াই

শুইয়া পড়িল। মেয়ের শরীরের অবস্থা দেখিয়া মা অগত্যা চুপ করিয়া গেল।

সেইদিন অতুলের ভক্তিটায় যেন পূর্ণিমার জোয়ার আসিয়া দেখা দিল। · কুসুমের আহারেরও কোন বন্দোবস্ত নাই দেখিয়া অতুল জিজ্ঞাসা করিল "কিছু খাবে না?'

কুসুমের মা বলিল. "এখানে আর কি খাবো? ওর জ্বর; আর আমি তো এ বাড়ীতে জলস্পর্শ কর্ব্বোনা প্রতিজ্ঞাই ক'রেছি। পারিতো কাল কোথাও একটা ঠাঁই ক'রে নিয়ে তবে যা পারি কিছু মুখে দেব, তার আগে———!'

অতুল বলিল, "ক্ষেপ্‌লে? তাও হয়? গেরস্ত বাড়ী! এতকাল থেকে শেষটা আমাদের অকল্যাণ করে যাবে! যখন যাবে তখন সে কথা! যতক্ষণ আছ, ততক্ষণ উপোস্ থাক্‌তে পাচ্ছ না!—একটু শান্ত হও! আর দেখ, মনটা একটু স্থির ক'রে আজ রাত্রিতে ও কথাটা আবার একটু ভাল ক'রে ভেবে দেখ, ভবানীপুরের সেই বাবুটীর কথা! আজও তিনি এসেছিলেন। তুমি রাজী হ'লেই চাই কি, হাজার বারোশ টাকা কালই হাত ক'রে ফেলা যায়! আর কেই বা জান্‌বে? সেই তো তোমরা চলে যাচ্ছো? না হয়, তার বাড়ীতে গিয়ে রইলে! কে আর খবর নিতে যাচ্ছে! দেখ তোমাদের ভালর জন্যই বল্‌চি, মান-ইজ্জৎ মান-ইজ্জৎ বলে যে বড় চেঁচাচ্ছ, বলি তা রইল? অর্থ না থাক্‌লে, তা থাকে না দিদি, অর্থ থাক্‌লে সবই থাকে। আচ্ছা, দেখই না একবার আমার কথাটা পরখ করে? সে তো স্পষ্টই বলে গেল, তুমি স্বীকৃত হ'লে, তোমার মেয়ের বিয়ের দায়ও তার! সেজন্যে তোমায় একটুকুও ভাব্‌তে হবে না; তিনিই সব ক'রে দেবেন বরং স্বীকার না হলেই মুস্কিল। যে মান-ইজ্জৎটার জন্য চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মল্লে,

এতগুলো টাকা ছেড়ে দিলে, তা আর কিছুতেই রাখ্‌তে পার্ব্বে না। কুসুমকে তিনি নিজেই বিয়ে কর্ত্তে রাজী ছিলেন,—কিন্তু কি জানো, তিনি হ'লেন ব্রাহ্মণ——"

বিছানার মধ্যে মাথা গুঁজিয়া কথাগুলি কুসুম শুনিতেছিলেন। তাহার গণ্ডস্থল আরক্ত হইয়া উঠিল। একবার মাত্র সেদিকে লক্ষ্য করিয়াই মা কহিলেন; "অৎলে, আবার ঐ সব কথা! তবে চল্লুম এখনই, যেতে না পারে, মেয়েটাকে তাহলে আজ টেনে হিঁচড়েই নিয়ে যাবো, তবু——,

ভয় পাইয়া অতুল কহিল, কি আশ্চর্য্য! জোরে কচ্ছি কি তা যা ভাল বুঝ্‌লুম, বল্লুম, শোনা না শোনা তো এখন তোমাদের হাত। তা এত ক্ষেপ্‌লে কেন? থাক্ তা হলে! আচ্ছা, খাবারটাই তাহলে নিয়ে আস্‌চি এখন! বলি, ঘরে যাবে না?

কুসুমের মা বলিলেন, "কি হবে আর ঘরে গিয়ে? একটা রাত্রি এই খানেই চলে যাবে। একটু শীত! তা হোক্‌গে। কাল কোথায় থাক্‌বো ঠিক নেই!" বলিয়া মাতা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কাতরস্বরে মা জগদম্বাকে একবার স্মরণ করিলেন।

অতুল চলিয়া গেল কিন্তু একটু পরে আর একজন লোক হঠাৎ কোথা হইতে সেইখানে আসিয়া একবারে কুসুমের মায়ের পায়ের দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "একটু ধুলো দিন্—চিন্‌তে পারেন?"

লোকটার মুখের দিকে চাহিয়াই প্রাচীনা একেবারে চেঁচাইয়া উঠিল

"ওরে কুসুম, দেখ্ দেখ্ ছাখ্ সেই এসেচে, ওরে সেই! আহা! বাছা, কোত্থেকে এলে বলতো? ভাল আছতো? বেচে থাক বাছা বেঁচে থাক! আহা তোমার ঋণ——"

বিমল তাড়াতাড়ি ইসারা করিয়া তাহাকে অত উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইতে

মানা করিয়া দিল। তারপর বলিল, "আমি অনেকক্ষণই এখানে এসেচি মা। একটু দূরে থেকে আপনাদের অবস্থাটা দেক্‌ছিলাম! শিগ্‌গির আমার সঙ্গে বেরিয়ে আস্থন——"

কুস্থমের মা অবাক্ হইয়া কহিল, "কেন বাবা, কোথায় নিয়ে যাবে আমাদের ?"

বিমল বলিল, "আমাদের বাড়ী। এখানে আর আপনাদের থাকা সম্ভব নয়।"

এখানে যে আর থাকা সম্ভব নয়, তাহা কুস্থমের মা অনেক দিনই বুঝিয়াছিল, কিন্তু তবু বিমলের সঙ্গে যাওয়াটাও উচিত কি না; তাহাই ভাবিতে লাগিল।

বিমল বলিল, "ভাব্‌চেন কি ? আমি আপনাদের ছেলে। সঙ্কট সময়ে অপরিচিতের নিকটেও লজ্জা নেই। বোন্‌টীকে নিয়ে উঠে আস্থন।"

একটু লজ্জিত হইয়া বৃদ্ধা কহিল, "ও যে উঠ্‌তে পার্‌বে, তা তো বোধ হয় না বাবা, বড্ড অস্থখ!"

বিমল কহিল, "ধরে তুলে আস্থন। দেরী কল্লে চল্‌বে না। লোকটা ফিরে এলে বড়ই গোলমাল বাধিয়ে তুল্‌বে কিন্তু ও না আস্‌তে আস্‌তে আমাদের বেরুনো চাই। আমি যে আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি, তা কাকেও জান্‌তে দিতে চাই না।"

এবার বৃদ্ধা একটু সাহস করিয়া দৃঢ় কণ্ঠেই কহিল, "আচ্ছা বাছা তাই। তোমার সঙ্গে যেতে আমাদের ভয় নেই।" কুস্থমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "কুস্থম, কুস্থম, ওরে শুন্‌চিস্! ওঠ্!'

এতক্ষণ কুস্থম তাহাদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কথাবার্ত্তা শুনিতে ছিল, মাতা ডাকিতেই উঠিয়া বসিল। বিমল কহিল, "এই এইটুকু যেয়েই গাড়ী। একটু কষ্ট ক'রে আমার সঙ্গে এসতো বোন্।

বিছানাপত্র কুসুম ও তাহার মা গুটাইতে আরম্ভ করিল দেখিয়া, বিমল কহিল, "ও থাক্‌, সঙ্গে কিছু নিতে হবে না ও সব রেখে এস।" ক্ষান্ত হইয়া তাহারা শুধু হাতেই তাহাকে অনুসরণ করিয়া চলিল। বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কালীবাড়ীর নিকটে যাইয়া তাহারা একখানি গাড়ী ঠিক করিল।

গাড়ীতে উঠিতে উঠিতে তাড়াতাড়ি কুসুম মাকে বলিল, "মা একবার মাকে দর্শন ক'রে, প্রণাম ক'রে গেলে হয় না?"

মা বলিল, "পার্ব্বি?"

কুসুম কহিল, "পার্ব্বো।

মা বিমলের দিকে চাহিল। বিমল কহিল, "এমন দুর্ব্বল শরীর—ভয় কচ্ছে যে!"

মা কহিল, "মা-কালী আছেন! তখন তিনজনেই কালীবাড়ী যাইয়া দেবদর্শনার্থে ঢুকিল। কুসুমের গায়ে সত্য সত্যই যেন মায়ের কৃপায় বল আসিয়া গেল। এখন সে অনেকটাই স্বচ্ছন্দভাবে চলিয়া যাইতে লাগিল। কালী-দর্শন করিয়া ফিরিয়া তাহারা পুনরায় গাড়ীর দিকে যাইতেছে, এমন সময়ে পথের মাঝখানে—সর্ব্বনাশ!—ও কে? সম্মুখে অতুল!

কুসুম ও কুসুমের মাকে কালীবাড়ীর রাস্তায় হাঁটিয়া বেড়াইতে দেখিয়া অতুল হঠাৎ নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না কিন্তু অবিশ্বাসও অধিকক্ষণ রহিল না! সে-দিনকার সন্ধ্যার কথাটা স্মরণ করিয়া এবং সঙ্গে বিমলকেও দেখিয়া সে নিমেষেই ব্যাপারটা বুঝিয়া লইল এবং দুই লম্ফে তাহাদের সমীপে যাইয়া দাঁড়াইল।

কুসুমের মা গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছে, এমন সময়ে অতুল আসিয়া কহিল, কি গা, হ'চ্ছে কি? কোথায় যাওয়াটা হ'চ্ছে শুনি?

কুসুমের মা একটু স্থির হইয়া থাকিয়া একটুখানি মৃদু হাসিয়া বলিল,

"অতুল, রাগ করো না ভাই ; ভগবান আশ্রয় দিয়েছেন, তাই সেইখানে যাচ্ছি। তোমার বাপকে বলো, তিনি কিছুতেই বিশ্বাস কচ্ছিলেন না—কিন্তু ভগবান আছেন !

রাগ করিয়া অতুল বলিল, "কিন্তু এই খাবারগুলো ?—কুসুমের মা আবার একটু হাসিয়া উত্তর করিল, আমি তো নিষেধ করেছিলুম অতুল—

"ছাই করেছিলে ! মশাই, শেষটা এই আপনার মনে ছিল ? কিন্তু কৈ আমরা তো আপনার কোন ক্ষতি করেছি বলে মনে পড়ে না !—বলিয়াই অতুল রাগে কাঁপিতে লাগিল।

বিমল কহিল, আপনি কি বল্ছেন, কিছুই বুঝ্তে পাচ্ছিনি। আমিই কি আপনার কিছু ক্ষতি করেছি——

করেন নি ? আবার জিজ্ঞাসা কচ্ছেন ? সেদিন তো যা কর্ব্বার করেছেন, তা যাক্—কিন্তু আজ আবার দু-দুটো লোককে ভাগিয়ে নিতে এসেছেন কেন ? এ কেমন বলুন তো ?

বিমল হাসিয়া কহিল, কিন্তু এটা যে আপনাদের সত্যিই একটা ক্ষতি তাতো এইমাত্র শুন্লুম। যাকে হারালে ক্ষতি হয় তাকে লোকে বাড়ী হতে তাড়িয়ে দেয় না। আপনার বাবা আজ এদের তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন ?

অতুল বলিল বাবা দিচ্ছিলেন কিন্তু আমিতো দিই নি ?

বিমল হাসিয়া কহিলেন একটু ঠাণ্ডা হয়ে কথাটা চিন্তা করুন্‌গে মশাই। লোভে পড়ে একবারে অন্ধ হবেন না। বাড়ী আপনার না আপনার বাবার ?

বিমল গাড়ী চালাইতে কোচ্‌ম্যানকে ইঙ্গিৎ করিল। তখনই গাড়ী ছুটিয়া চলিল।

অতুল রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে বাড়ী যাইয়া পিতাকেই এই অনর্থের মূল ভাবিয়া ডাকিল, "বাবা, বাবা, জেগে আছো ?"

পঞ্চানন তখনও ঘুমায় নাই, কিন্তু ছেলের সহিত রাগ করিয়া আসিয়াছিল, প্রথমটা উত্তর দিল না। কিন্তু পুত্র বার বার চেঁচামিচি করিয়া ডাকিতে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া কহিল, "কি ? গাধার মত অত চেঁচাচ্ছিস্ কেন ?

অতুল হাসিয়া কহিল, "চেঁচাচ্ছি কি আর সাধে ? পাখী উড়েছে ! বড় যে বাহাদুরী ক'রেছিলে, বড় গলা ক'রে তাদের তাড়িয়ে দিচ্ছিলে, এখন একবার সংসারের কাজ কর্ম্মটা করগে যাও ? বউতো কালই বাপের বাড়ী চলে যাবে বল্‌ছে। তারপর সংসার রাখে কে এইবারটী দেখা যাক্ ! আর বাস্তবিক তা'রা তো আর কারুর বাঁদীও নয়—"

বিস্মিত হইয়া পঞ্চানন কহিল, "বলিস্ কিরে ? তারা সত্যি গিয়েছে নাকি ? গেল কোথায় ?" তারপর তখনই আবার একটু নিশ্চিন্ত হইয়া কহিল, "হ্যা, যাবে ! যাওয়া অম্নি মুখের কথা কিনা ? রাত্রিকাল, নিশ্চয় কোথায়ও গা ঢাকা দিয়ে আছে। খানিক বাদেই আবার এসে উপস্থিত হবে এখন ! জানি জানি যা যা—"

অতুল কহিল, "অত ভরসা আর কোরো না বাবা ! এবার সে গুড়ে বালি ! ঐ সেদিনকার সেই গুণ্ডাটার কথা মনে আছে তো ? সে আবার আজ এসেছিল। সেই তাদের নিয়ে গেলো—"

পঞ্চানন একেবারে আকাশ হইতে পড়িল। বলিল, "কি, কি—সেই ব্যাটা—সেই ব্যাটা এসেছিল—কে তোকে বল্লে—"

"কে আর বল্‌বে ? আমি স্বচক্ষে দেখলুম্।"

"দেখলি আট্‌কালি না কেন—তবে আট্‌কালি না কেন ?"

হ্যাঁ ! আটকালি না কেন ! বল্লেতো ! কিন্তু কাজটা যে কত

শক্ত! কালীঘাটের রাস্তা, লোক গিস্ গিস্ ক'চ্ছে—কি ক'রে বলতো?

"তা কেন, তা কেন, সেখানে কেন? এখানে আটকালেই হ'ত? নির্ব্বোধ কোথাকার——"

অতুল তখন সকলটা ব্যাপার ভাঙ্গিয়া বলিল; শুনিয়া পঞ্চানন চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু সংবাদটাতে পঞ্চানন যতটা ক্ষুব্ধ হইবে বলিয়া অতুল আশা করিয়াছিল ততটা যেন হইল না। কথাটা ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া পঞ্চানন বরং একটু আরামই অনুভব করিতে লাগিল। পঞ্চানন দিব্য চক্ষে দেখিতে লাগিল, এই দুটী রমণীর সঙ্গে সঙ্গে আজ একটা প্রকাণ্ড গঞ্জনা, প্রকাণ্ড দাবী ও ভয়ের কারণ তাহাকে মুক্তি দিয়া গিয়াছে।

অনেকক্ষণ পিতাকে এইরূপ চুপ করিয়া ভাবিতে দেখিয়া তাহাকে আবার একটু রাগাইবার জন্য অতুল কহিল, "বাবা, কুসুমের মা শেষটা কি বলে গেল জানো? বল্লে অতুল, তোর বাবাকে বলিস্, সে বিশ্বাস কচ্ছিল না, কিন্তু ভগবান আছেন।" বলিয়াই অতুল হাসিতে হাসিতে সেইখান হইতে চলিয়া গেল, পঞ্চানন ভাল্লুকের মত তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

৬

সেইদিন রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত বিমল বাসায় ফিরিল না দেখিয়া মোহিনী আলো নিবাইয়া আপনার ঘরে চলিয়া যাইবে এমন সময় হঠাৎ বাড়ীর দরজায় একখানা গাড়ী আসিয়া থামিয়াছে।

বিমলের আত্মীয়-স্বজন বড় কেহ ছিল না। অনেককাল ঘোড়ার গাড়ী তাহাদের বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়ায় নাই, সুতরাং একটু আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া মোহিনী মেজবৌকে কহিল, "কিরণ দেখতো রে, কে এলো?"

সদরে যাইয়া কিরণ তাড়াতাড়ি তখনই আবার ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "দিদি, ওগো দেখগে, ঠাকুর-পো বুঝি বিয়ে করে, একটা বউ, আর একটা ঝি না-কি, সঙ্গে নিয়ে এসেছে!"

মোহিনী ও তা'র শাশুড়ী উভয়েই কথাটা শুনিতে পাইয়া চমকিত হইয়া তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া আসিয়া একেবারে সদর দরজার নিকটে দাঁড়াইল। উৎসাহে মোহিনীর বেশভূষা আলুথালু হইয়া পড়িতেছিল, কিন্তু একটু পরে ছেলে ও মায়ের মধ্যে দু'টো কথা শুনিতেই তাহার সকল উৎসাহ ও সকল আনন্দ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। ক্ষোভে রোষে নিজ কক্ষে যাইয়া সে কপাট দিয়া শুইয়া পড়িল।

শাশুড়ী আসিয়া ডাকিলেন, 'বড়বৌ! বড়বৌ বাড়ীতে যে অতিথি এসেছে, ওঠ; রান্না চড়াতে হবে, একটু বেরিয়ে এস মা।"

মোহিনী ডাকিয়া বলিল, "আমি পার্ব্বনা মা, আমার বড্ড পেট্ ব্যথা ক'চ্ছে। কিরণকে বলগে, আর তা না হয়তো যারা এসেছে তা'দেরই—"

শাশুড়ী ধমকাইয়া কহিলেন, "সে কিরে, অধর্ম্মের কথা।"

মোহিনী কহিল, "অধর্ম্ম কেন হবে ? আর ঠাকুরপো তো নিজেরই লোক ! না হয়, তা'কে দিয়েই ধর্ম্মটা আজ বজায় রাখো। আমার মা শক্তি নেই—"

শ্বাশুড়ী বড়বৌকে চিনিতেন। আর বাক্য ব্যয় না করিয়া তখনই সেইখান হইতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে বিমল আসিয়া আবার ডাকিল,—

"বৌদি, বৌদি,—একটু দরজাটা খুল্‌বে ?

মোহিনী একেবারেই বলিল, "না ঠাকুর-পো—বড় অসুখ, আজ পার্ব্বো না !"

"সে কি ? হ'য়েছে কি ?"

"যাও, যাও আর দরকার নেই।"

বিমল বুঝিল। বলিল, "কেন, শুনিই না ?"

"অত দরদে কাজ কি—আমি অত লোকের পিণ্ডি যোগাতে পার্ব্বো না !"

বিমল হাসিয়া কহিল, "সেইজন্যে ? কিন্তু বৌদি, তুমি ভুল বুঝ্‌ছো। তোমাদের জন্যই ওদের আনা ! তোমরা ওদের যোগাবে কি, তোমাদের যোগাবার জন্যই ওরা এসেছে ?"

"আচ্ছা, যাও।"

"বিশ্বাস্ কচ্ছো না ?"

"আমার পিণ্ডি যোগাতে এসেচে বুঝি ?"

"বৌদি, পায়ে পড়ি একটু দরজাটা খোল। মেয়েটা অসুখে ভুগ্‌ছে একটা বিছানাও চাই।"

"বিছানা ? তার আমি কি জানি ? তোমার নিজেরটা দেওগে।"

উপায়ান্তর না দেখিয়া বিমল অতঃপর কিরণের দরজায় যাইয়া হাজির

হইল। কহিল "মেজবৌদি! বড়বৌদি আমার উপর খুব খেপেছে; কিছুতেই দরজা খুল্‌লে না। এখন কি করি বলতো? তোমাকেই আজ তবে কষ্টটা সইতে হবে?"

কিরণ বলিল, "করি ক্ষেতি নাই ঠাকুরপো, কিন্তু দেখ, দিদিকেও দোষ দেওয়া যায় না। একবারটী ভেবে দেখ, তুমি কি স্বার্থপর! আমাদের এ রকম কোরে সর্ব্বদা জ্বালাতনটা কর্ব্বে, অথচ নিজের একটীকে কিছুতেই আনবে না।"

"নিজের একটী। সে কি?—"

"ওগো—বউ!—বউ!—তাও বুঝ্‌তে পারো না? আচ্ছা লেখাপড়া শিখেছ যা হ'ক।"

"বৌ কোথা পাবো, বৌদি?"

ন্যাকা আর কি? কমলবনে! আচ্ছা বলনা কেন, আমরাই না হয় খুঁজে দেখি। ঠাকুর-পো, সত্যিই আজ তুমি কি নিরাশটাই আমাদের কল্লে! দিদি কি আর সাধে রাগ করেছে? তার কতখানি আশায় যে আজ ছাই ঢেলে দিয়েছ, তা তুমি বুঝ্‌বে না?"

বিমল কহিল, "সে কি বৌদি?"

কিরণ তাড়াতাড়ি রান্না ঘরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বলিল, "থাক্ থাক্—কাল শুনো সে কথা। আজ আর নয়! এখন কি কর্ত্তে হবে তাই বলে দাও!" বলিয়া কিরণ বিমলের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল। সেইদিন কিরণকেই আগন্তুকদের সমস্ত তত্ত্বতালাস লইতে হইল।

পরদিন শয্যা পরিত্যাগের পূর্ব্বেই কিরণ আসিয়া দরজায় ধাক্কাধাক্কি আরম্ভ করিয়া দিলে মোহিনী তাহাকে ঘরের মধ্যে লইয়া যাইয়াবলিল, "কি রে?"

"অতিথিদের দেখেছ ?"

মোহিনী কহিল; "ঈশ্বর না করুন! আমি ওদের ঝাঁটা মেরে বিদেয় কচ্চি দেখ্ না! ঠাকুর-পো আমার যে অপমানটা ক'রেছে! তুই তো জানিস আমি কি রান্নার ভয় করি? কেবল খোকার একটা মা আন্‌বে বলেই তো এত কাণ্ডটা করা। তা ঠাকুর পো কি না, শেষটা দু' দুটো ঝি নিয়ে এলো—"

কিরণ কহিল, "ছোটটাকে দেখেচ? বড়টারই মেয়ে, তার নামটী কুসুম। এত বড় আইবুড়ো মেয়ে—মাগো! কিন্তু দেখ্‌তে দিদি বল্‌তে কি, সত্যি যেন একটা ফুল! মেয়েটার রূপ দেখে কিন্তু আমার বড়ই ভয় লেগে গেছে দিদি। জানা নেই, শোনা নেই অপরিচিত ভদ্রলোকের বাড়ী—এত বড় একটা আগুণের মত টুকটুকে মেয়ে। লোকে কি বল্‌বে?"

মোহিনী বিছানায় উঠিয়া বসিল। সে কাল ভাল করিয়া অতিথিদের দেখে নাই। শ্বাশুড়ীর নিকটে বিমলের কথা কয়েকটী শুনিয়াই জ্বলিয়া পুড়িয়া একবারে নিজ ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। এখন তাহাদের বিস্তারিত বর্ণনাটা শুনিয়া কেমন হতভম্ব হইয়া গেল।

কতক্ষণ পরে মোহিনী কহিল, "দেখ্ কিরণ, ব্যাপারটা কি বল দিখিনি? ঠাকুর-পো ঝি আন্‌বে, তা এমনতর ঝি-ই কোত্থেকে নিয়ে এলো, আমার তো ভারী সন্দেহ হচ্চে! এর মধ্যে কিছু একটা কথা আছে নিশ্চয়। হয়ত মেয়েটাকে ঠাকুর-পো লোভে পড়েই কোথা-হ'তে নিয়ে এসেছে! প্রেমের লক্ষণ-টক্ষণ কিছু দেখ্‌লি?"

কিন্তু কিরণ তাহাকে এক কথাতে ঠাণ্ডা করিয়া দিল। কহিল, "না গো, না, যা ভাব্‌ছো তা নয়। সে রকম লোকই কি না? তা হ'লে আর ভাবনা ছিল কি? প্রেম নয়—প্রেম নয়; ওর নাম কি জানো?—

দয়া—দয়া !—বড়ই প্রাণে লেগেছে কিনা, মেয়েটা অসুখে ভুগ্‌ছে, তাই দয়া লেগে গেচে।

মোহিনী কহিল, "জাতটা কি কিছু শুনেছিস্ ?

কিরণ কহিল, "শুন্‌ছি তো কায়েত-ই নাকি, কিন্তু খুব ছোট কায়েত বোধ হ'চ্ছে। তা' চল না—একবার নিজেই বাজিয়ে দেখ্‌বে চল না!

বলিয়াই কিরণ উঠিল। তখন মোহিনীও "চল যাচ্ছি! বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল। উভয় জা'তে যাইয়া আগন্তুকদের ঘরে উপস্থিত। বিমলের মা সেইখানে বসিয়া কুসুমের অসুখের বিষয় তাহার মাকে প্রশ্নাদি করিতেছিলেন, এমন সময় বড়বৌকে দেখাইয়া হঠাৎ কহিলেন, "এইটীই আমার বড়বৌ, ভাই! নামটী মোহিনী—বড় ভাল মেয়ে কিন্তু দেখছতো বড় অভাগিনী——

কুসুমের মা তাড়াতাড়ি উঠিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল, "এসো মা এসো তোমাদের আশ্রয়ে এসেছি—পরিচয়টা করে নি। কাল্‌কে তোমায় দেখিনি তো মা ?——

মোহিনীর উষ্ণ মেজাজ আরও উষ্ণ হইয়া উঠিল। আহা, কি কুটুম গা! সাত জন্মের কত কি! আবার সারা রাত্রি জেগে তাঁ'র জন্য বসে থাকৃতে হবে! মরণ কাকে বলে ? মোহিনীর ইচ্ছা হইল তখনই সেই খান হইতে সে চলিয়া যায়, কিন্তু একটা উত্তর দিয়ে যাওয়া উচিত, তাই কি বলিবে ভাবিতেছে, এমন সময় সেইখানে খোকাবাবু আসিয়া তাহাকে বিপন্মুক্ত করিয়া দিল।

খোকা ঘুম হইতে উঠিয়া কিরণের উদ্দেশ্যে এদিক-ওদিক করিতেছিল, হঠাৎ মোহিনীকে দেখিয়া দৌড়িয়া আসিয়া তাহার কোলের উপর ঝাপাইয়া পড়িয়া কহিল, "জেঠাই মা!" মোহিনী বলিল, "কেনরে দুষ্ট, জামা পরাতে হবে বুঝি ? এমন দৌড়ে আসা হয়েছে কেন!" বলিয়াই

তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু একটু বেলাতে কুসুমকে পথ্য করাবার সময় সাবুর বাটীটা হাতে করিয়া আসিয়া আর সহজে ফিরিয়া যাইবার পথ খুঁজিয়া পাইল না। কুসুম কিছুতেই সাবু খাইতে চায় না দেখিয়া মোহিনী বলিল," একটা লেবু এনে দেবো ? তুমি বুঝি সাবু খেতে ভয় পাও ?

মৃদু হাসিয়া কুসুম কহিল, "হাঁ, কিন্তু থাক্, আপনাকে যেতে হবে না। কষ্টেসৃষ্টে অম্নি একরকম কোরে গিলে ফেল্‌বো এখন।" বাটীটা কুসুম আর একবার মুখের নিকটে তুলিয়া লইয়া চেষ্টা করিয়া দেখিল। মোহিনী চাহিয়া রহিল।

বার দুই ঢোক গিলিয়া বাটীটা ফেলিয়া দিয়া কুসুম দুই হাতে তাড়াতাড়ি মুখ চাপিয়া ধরিল,কিন্তু কিছুতেই উদ্গার দমন করিয়া রাখিতে পারিল না। দু'তিনবার বাধা পাইয়া পাইয়া তাহার পেটের জল-পিত্ত গুলি ফিরিয়া এইবার যেন দারুণ আক্রোশেই সোডাওয়াটারের জলের মত নাক মুখ দিয়া ছিট্‌কাইয়া বাহির হইয়া গেল। কুসুম তারপর উদ্গারের পর উদ্গারের জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিল ; কিছুতেই বিরাম নাই।

কুসুমের মা সেই সময় মুখ ধুইতে না কি করিতে গিয়াছিল, আসিতে দেরী হইতেছিল। মোহিনী কি করে, তাড়াতাড়ি একখানা পাখা লইয়া আসিয়া বাতাস করিতে লাগিয়া গেল কিন্তু কুসুম বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছিল, বিছানার অর্দ্ধেকটা ভিজিয়া গিয়াছিল, নাকে মুখে তখনও ফেনার রেখা—মোহিনী একটু পরেই দ্বিধা না করিয়া হঠাৎ তাহার মস্তকটী নিজের ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া বসিল।

সেই অস্থির অবস্থার মধ্যেও কুসুম আপত্তি জানাইয়া ইসারায় কি বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু মোহিনী গ্রাহ্য করিল না। চেষ্টা করিয়াও আর কুসুম জোর করিয়া তাহাকে সরাইয়া দিতে পারিল না।

এই সময় মোহিনীর কেমন একটা আশ্চর্য্য অনুভূতি হইতে লাগিল। তাহার কোলের মধ্যে একটা অতি আশ্চর্য্য মুখ—কোমলতায়, লাবণ্যে ও দৃষ্টির মাধুর্য্যে তাহাকে কেমন অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে; একটা সহায়-সম্পদহীনা বালিকা—রোগে শীর্ণা, নিজের অবস্থাস্মরণে ভয়চকিতা দৈন্যের পরিচয়ে সংক্ষুব্ধা—এই নিরুপায় অবস্থায় তাহার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িয়াছে; সেই পীড়া-ক্লিষ্ট মুখমণ্ডল হইতে একটা কি অসম্ভব করুণ ছবি ব্যক্ত হইয়া তাহাকে বিহ্বল করিয়া তুলিতেছে; দেখিয়া দেখিয়া মোহিনী ভাবিল, একি অদ্ভুত ব্যাপার? সামান্য ঝি-বালিকার এত রূপ, গোবরে পদ্মফুল? কি করিয়া কোথা হইতে ঠাকুর-পো এমন একটা ফুল আজ কুড়াইয়া লইয়া আসিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই কুসুম শান্ত হইল। ধীরে ধীরে তখন আপনার মস্তকটী মোহিনীর কোল হইতে নামাইয়া লইয়া সে করুণ স্বরে কহিল, "বড় কষ্ট দিলুম আপনাকে, এখন ছেড়ে দিন, একটু পরেই আমি সব পরিষ্কার করে নেবো, রাগ কর্ব্বেন না!

মোহিনীর এতক্ষণ রাগ হয় নাই, কিন্তু এইবার একটু হইল। সে কি এমনিই অধম যে এ অবস্থায়ও তাহার প্রতি রাগ করিবে—এই তাহার বিশ্বাস? কুসুমের মা আসিয়া ততক্ষণে উপস্থিত হইয়াছিল, মোহিনী তাহাকে সেইখানে রাখিয়া নিজ কাজে চলিয়া গেল।

দুই তিন দিনের মধ্যেই মেজবৌ ও বিমলের মা আশ্চর্য্য হইয়া গেল—বড়বৌএর মতি গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। মোহিনী যে দু'বেলা সেই লোকগুলির কেবলমাত্র পিণ্ডিই যোগাইতেছে, তাহা নয়, আগন্তুকদের উপরে দস্তুরমত সে প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। কুসুম পীড়িত, সে তো কোন কাজ-কর্ম্মই করিতে পারে না কিন্তু তাহার মাকেও মোহিনী কোন কাজ করিতে দেয় না। কুসুম মাকে বলে, "মা! যাও যাও

বসে বসে এ বাড়ীতে দু'দুটো লোক খাচ্চি, কোন কাজ কচ্ছি না, ভাল দেখায় না। যা পার, কিছু কিছু ক'রে এসো।" মা সেই কথা শুনিয়া গৃহস্থলী কার্য্যে গৃহিণী ও মোহিনীকে সাহায্য করিতে যায় কিন্তু মোহিনী রাগিয়া উঠে। তুমি বাছা আবার মেয়ে ফেলে কি কর্ত্তে এলে? যখন তোমরা ছিলে না, আমরা কি উপোস্ করে ছিলুম্? আগে মেয়ে তোমার ভাল হোক্, তারপর যা হয় করো! বাড়াবাড়ি বাছা, আমার ভাল লাগে না।" বলিয়া মোহিনী গালি দেয়। কুসুমের মা ভয়ে পলাইয়া আসে।

আর একটা ব্যাপার মোহিনী করে। বিমলের তত সময় নাই; সকাল বেলাটাই সে যে বাড়ীতে থাকে, দুপুর বেলাটা আফিসে ও সন্ধ্যা বেলাটা ভ্রমণে কাটায়। কিন্তু আজকাল মোহিনী উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে—বলে, 'অত বেড়ানো ভাল নয়।" একদিন সে বিমলকে ধরিয়া পড়িল, ঠাকুর-পো, তুমিতো লোক দু'টাকে বাড়ীতে এনে দিয়েই খালাস কিন্তু কি করে যে তা'দের রক্ষা হয়, কি করে অসুখ-বিসুখ তা'দের দূর হবে, তা একবারটী চোখ্ মেলে দেখেছ? আমাদেরই সব কর্ত্তে হবে, না, তুমিও কিছু কর্ব্বে? অত আর পারিনে বাপু!"

বিমল বলে, "কেন বৌ-দি, আমায় আবার তুমি কি কর্ত্তে বলো?" মোহিনী রাগিয়া উত্তর করে, 'কর্ত্তে আবার বল্‌বো কি? সময় সময় লোকগুলির কাছে যেয়ে একটু আধটু দেখ্‌লে-শুন্‌লেই হলো। একটু আধটু জিজ্ঞাসাপড়া ক'ল্লেই হলো। সন্ধ্যা বেলাটা অত ঘুরে ফিরে বেড়ানোরই বা দরকার কি? ঘরে রোগী—"

আগন্তুকদের প্রতি বৌদিদির এই নূতন শ্রদ্ধা দেখিয়া বিমল বিস্মিত হইয়া যায় কিন্তু মোহিনীর রাগ পড়ে না।

একদিন দুপুর বেলা কুসুমের ঘরে একলাটী বসিয়া বসিয়া কুসুমের মা পাহারা দিতেছে, এমন সময় সেইখানে আসিয়া মোহিনী উপস্থিত।

কুসুমের বিছানাটীর একপ্রান্তে বসিয়া পড়িয়া মোহিনী জিজ্ঞাসা করিল "কুসুম, আজ কেমন আছিস্ রে ?"

কুসুম উত্তর করিল, "একটু ভাল আছি মা !"

মোহিনী ধম্‌কাইয়া কহিল, "আমি তোর্ মা হতে গেলুম্ কেন ? খবরদার ? আমায় দিদি বলে ডাকবি ! বুঝ্‌লি হাবা মেয়ে ? আমি বোন্ ভালবাসি !"

একটা ছোট দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া কুসুমের মা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা ক'ভাই বোন্ বড়বৌ ?"

বড়বৌও একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "ছিলুঁম তো চার ভাই বোনই,—কিন্তু ভগবান্ রাখ্‌লেন কৈ ? বোন দু'টীর মধ্যে একটী এই সেবার হঠাৎ অসুখে মারা গেল। তাকে আমি বড় ভালই বাসতুম্ ; এই কুসুমের মতই অত বড়টী ছিল। ছিল—ঠিক—"

কুসুমের মা অত জানেনা, মোহিনীর এই নির্জ্জলা কাহিনীটাই বিশ্বাস করিয়া বলিল—"আহা !—"

সহানুভূতির এই উচ্ছ্বাসটির আর কোন প্রতিধ্বনি না তুলিয়া মোহিনী এইবার সুযোগ বুঝিয়া মতলব সিদ্ধির ফাঁদ পাতিল। জিজ্ঞাসা করিল 'হাঁ গা তোমাদের দেশটা কোন্ দিকে ? চিরকালটা কি এই কালীঘাটেই বাস কর্ত্তে—না—"

কুসুমের মা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া এইবার কুসুমের মাথার চুলগুলি সরাইয়া দিতে দিতে আস্তে আস্তে কহিল, "না বাছা, কালীঘাটে আমরাতো আজ দশ বচ্ছর। তার আগে বর্দ্ধমানে ছিলুম। সহরে নয় গ্রামে—সেইখানেই আমার শ্বশুরের ঘর——"

"এখন সেখানে নেই কেউ ?"

"কৈ আর আছে বাছা ? আছেন এক রাধামাধব, আর তাঁর একটী পুরোহিত ! আর যদি বল, ওই একরত্তি দেবোত্তর সম্পত্তি ! তাই দিয়ে ঠাকুরের সেবা কষ্টে স্বষ্টে চলে, তা আমাদের হবে কি ?"

মোহিনীর মুখ-চোখ অসম্ভব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিল, "তোমা-দের নিজের রাধামাধব ?"

কুসুমের মা বলিল, "একদিন তো তাই জানতুম্ মা !"

মোহিনী কহিল, "তবে তোমরা কালে বড় মানুস ছিলে ?"

হঠাৎ কুসুম মায়ের গা-টিপিয়া দিল। মা তৎক্ষণাৎ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সংযত হইয়া চুপ করিয়া গেল। আর বেশী কিছু ব্যক্ত করিল না। মোহিনী বুঝিতে পারিয়া কুসুমের উপর চটিয়া মটিয়া রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

সেইদিন সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া বিমল নিজ কক্ষে গিয়াছে, এমন সময় মোহিনীও যাইয়া সেইখানে ঢুকিল। কহিল, "ঠাকুর-পো কুসুমদের কথা কিছু শুনেছ ? তা'রা কালে বড় মানুষ ছিল ! মেয়েটীর চেহারা দেখ্লেও তাই মনে হয় বটে ! দেশে নাকি এখনও তাদের ঠাকুর-দেবতা রয়েছে, একটু খবর নেবে ?"

বিমল আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "তাই নাকি ? আশ্চর্য্য তো ! কিন্তু তুমি কি ক'রে জান্লে বৌদি ?"

মোহিনী কহিল, "সে পরে হবে এখন। আগে, তুমি এটার একটু খবর নেবে কি না, সেই কথা বল।"

বিমল কহিল, "খবর নিয়ে কি হবে ?"

মোহিনী কহিল, "হবে আবার কি ? বাড়ীতে লোকগুলো রয়েছে ; কি লোক, কেমন লোক, ভাল কি মন্দ—জান্তে নেই।"

বিমল বাধা দিয়া কহিল, "দেখ, ও সব না জানাই বোধ হয় ভাল। খুঁজিতে গেলে কিসে কি বেরিয়ে পড়ে তার স্থিরতা নেই। দুটো ঝি যা-ও জুটিয়ে নিয়ে এলুম, তা-ও হয়তো শেষটা হারিয়ে বস্‌বো! সে তোমাদেরই কষ্ট!"

মোহিনী কহিল, "তুমি যে কিসে কি বল ঠাকুর-পো ঠিক নেই। কুসুমের মাকেই না হয় তুমি চিরকালটা ধরে রাখ্‌লে কিন্তু কুসুমকে তো আর তা পার্ব্বে না। সমস্ত মেয়ে, যখন এনেছ, বিয়ে-থাও একটা জুটিয়ে দিতে হবে। কুল শীল না জান্‌লে কি করে কি কর্ব্বে?"

বিমল কহিল, "কুল শীল আর কি? কায়েত—বাস—ঐ পর্য্যন্ত ওকে যে কোন ভাল জাতের হিন্দু বিয়ে কর্ব্বে, তাতো বোধ হয় না। বরঞ্চ ভাব্‌ছি, একটা ব্রাহ্ম-টাহ্মই জুটিয়ে দেব—তাতে উভয়দিকেরই সুবিধে—"

মোহিনী যেমন বিমলের কথা শুনিয়া ক্ষেপিল, তেমনই ব্রাহ্মণের নাম শুনিয়াও চটিয়া গেল। বলিল, "ছাই হবে! যেমন তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি! কেন, কোন ভাল লোকের ছেলে তাকে নেবে না কেন, শুনি? যদি সত্যি ভাল জাতের মেয়ে হয়—"

বিমল কহিল, "তবু না?"

মোহিনী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "এই সব কাজ কচ্ছে বলে? কিন্তু ইচ্ছে কল্লেইতো তুমি তা——"

বিমল কহিল, "কেবল তাই নয় বৌদিদি! অবশ্য আমি বিশ্বাস করিনে কিন্তু এই চুরির কাহিনীটা এবং আরো সব কি কথা পঞ্চানন কালীঘাটে রটিয়েছে। সত্য হৌক, মিথ্যা হৌক, জেনে শুনে কে একটা দুর্নাম ঘরে নিতে চায়?"

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কথাটা শুনিয়া মোহিনী গম্ভীর হইয়া রহিল।

তাহার বহুকষ্টে রচিত একটা প্রকাণ্ড সুখস্বপ্ন যে একটা নিষ্ঠুর আঘাতে ভঙ্গ হইয়া যাইতেছে, তাহা কে বুঝিবে? সেইখান হইতে মেজবৌএর ঘরের দিকে যাইতে যাইতে অনেক কথা মোহিনী ভাবিতে লাগিল। মেজাজটা তাহার ক্রমে রুক্ষ হইয়া উঠিতে লাগিল।

মেজবৌ জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় গেছিলে দিদি?"

মোহিনী রাগতঃ কহিল, "মরুক্‌গে! আমি কি আর তত জানি! মাগীদের এত ডেমাক্! দুটো কথা জিজ্ঞাসা কল্লুম, তা উত্তর দিলে না! বয়ে গেল! আর যাচ্ছি না!"

কিরণ হাসিয়া বলিল, "তোমার যে কিসে রাগ হয়, কিসে রাগ পড়ে তাই বুঝ্‌তে পারি নৈ দিদি। এই এত ভক্তি—আবার এই—"

অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া মোহিনী বলিল, "তুই আবার এত ভক্তি দেখ্‌লি কিসে রে? তা'দেরই উপকারের জন্য দেখ্‌তে গিয়েছিলুম—তা—দেখিস্ আর যাবোনা! ওরে কিরণ, একটা মজার কথা শুনেছিস্? ও মা, কি লজ্জার কথা! আমিতো হেসেই বাঁচিনা। ওই পুটুকে মেয়েটাই নাকি আবার শিগ্‌গীর মেম হবে! ঠাকুর-পো ব্রাহ্মদের সঙ্গে ওর বিয়ে দেবার কথা ক'চ্ছে! মরণ আর কি!"

কিরণও অবাক্ হইয়া গেল। কহিল, "বল কি দিদি? সত্যি নাকি? ঠাকুর-পো দেখছি, তাহ'লে একটা ঢলাঢলি না ক'রে আর ছাড়্‌লে না! ছি, ছি, তুমি মানা করো——"

মোহিনী রাগিয়া বলিল, "বয়ে গেছে! আমার তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই! আমি ওসব পার্ব্বনা।" বলিয়া যেমন করিয়া রাগিয়া আসিয়াছিল, আবার তেমনি করিয়াই রাগিয়া মোহিনী চলিয়া গেল। কিরণ আস্তে আস্তে এইবার ঘুমাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল—দিদিকে সে তো চিনিত।

৭

পরদিন সকাল বেলা সবে মাত্র উঠিয়া বিমল মুখ, হাত, ধুইয়া খোকাকে ডাকিতেছে, এমন সময় হঠাৎ সদরে ভয়ানক কড়ার শব্দ!

এত সকালে কে আসিল, ভাবিতে ভাবিতে যাইয়া দরজা খুলিতেই বিমল দেখিল, তাহার সম্মুখে একজন অর্দ্ধ বয়সী খর্ব্বাকৃতি ভদ্রলোক এবং তাহার পিছনে অন্যূন অর্দ্ধ ডজন লাল পাগড়ীওয়ালা পুলিশ!

পুলিশ দেখিয়া বিমল হঠাৎ চমকাইয়া গেল। এত সকালে তাহার বাড়ীতেই পুলিশ!—ব্যাপার কি? বিমল কি জিজ্ঞাসা করিবে তাহাই ভাবিতেছে; এমন সময় ভদ্রলোকটী নিজেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশাই, আপনারই কি নাম বিমল রায়?" বিমল বলিল, আজ্ঞে হাঁ, আপনাদের প্রয়োজন?"

লোকটী এইবার যেন একটু ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, "তা যথেষ্ট! আপাততঃ বাড়ীর মেয়েদের একটু সরে যেতে বলুন, আমরা খানা তল্লাসী কর্ব্ব। এই দেখুন ওয়ারেণ্ট!"

বলিয়া বাবুটী একখানি কাগজ বাহির করিয়া বিমলের সম্মুখে ধরিয়া দিলেন। বিমল হতভম্ব হইয়া রহিল।

ওয়ারেণ্ট খানি একটু স্থির হইয়া পড়িয়া বিমল আরও আশ্চর্য্য হইয়া গেল—অভিযোগটা চুরির! বিমল বলিল, "এ কি ব্যাপার ম'শায়? কিছুই তো বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে! চুরি? কে চুরি ক'রেছে? কি চুরি বলুন তো?"

ভদ্রলোকটী বলিলেন, "অত কৈফিয়ৎ দেওয়ার কোন প্রয়োজন দেখছি না। পুলিশের লোক আমরা, সরকারের আদেশে হুকুম তামিল

কর্ত্তে এসেছি, ঐ পর্য্যন্ত! বাকীটা পুলিশ কোর্টে কি থানায় গিয়ে জানবেন। আপাততঃ, যা বল্লুম তাই অনুগ্রহ ক'রে ক'রে দিন, আমরা খুব অধিকক্ষণ দাঁড়াতে পাচ্ছি না।" বলিয়া দারোগা বাবু আর অপেক্ষা না করিয়া তখনই একবারে গৃহে প্রবেশের উপক্রম করিয়া দিলেন। অগত্যা বিমল যাইয়া তাহার মাকে ও বৌদিদিদিগকে একটু ওপাশে সরিয়া যাইতে বলিল।

দারোগা মহাশয়, "রামদিন্,—এধার আও" বলিয়া তখন একটা ঘরে যাইয়া ঢুকিলেন। বিমলের তাহার মায়ের ও ভ্রাতৃবধূদিগের ঘরে দারোগা বাবু ততটা বেশী অপেক্ষা করিলেন না! এই ঘরগুলিতে একটু একটু অনুসন্ধান করিয়াই তিনি সদলবলে কুসুমেরা যে ঘরে ছিল সেই ঘরে যাইয়া উপস্থিত। কুসুম তখনও ঘুমাইতেছিল, দূর হইতে বিমল তাহাকে ইসারা করিতে সে-ও উঠিয়া চলিয়া গেল। বাহিরে যাইয়া কুসুমের মা ভয়ে ভয়ে বিমলকে জিজ্ঞাসা করিল, এসব কি বাবা? পুলিশ কেন?

বিমল একটু তাচ্ছিল্যের স্বরেই উত্তর করিল, কি জানি, কি ছেরাদ্দ তাদের, ভগবান জানেন!

কিন্তু এই সময়ে ঘরের ভিতরে একটা মহা হৈ চৈ শব্দ। সকলে চমকিত হইয়া সেই দিকে চাহিতে প্রথমেই যে দৃশ্যটা দেখিল তাহাতে একবারে আরষ্ট হইয়া গেল!

বিমল দেখিল স্বয়ং দারোগাবাবু হাসিতে হাসিতে একটা সোণার হার হাতে করিয়া বিজয়-গর্ব্বে তাহাদেরই দিকে দ্রুত চলিয়া আসিতেছেন, আর তাঁহার লোকজনেরা পেছনে পেছনে সেই রুগ্না, পীড়িতা, একান্ত শীর্ণা কুসুমকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া আসিতেছে!

দৃশ্যটা দেখিয়া কুসুমের মা হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল; বিমলও

এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া ব্যাপারটা কি হঠাৎ দারোগাবাবুর সম্মুখে যাইয়া তাহার লোকজনকে বাধা দিতে চেষ্টা করিল।

দারোগাবাবু একটু রুষ্টস্বরে কহিলেন, "কি মশাই, এ কি ? চুরির পরে ডাকাতির মতলব আঁট্‌ছেন নাকি ? সাবধান ! গোলযোগ কর্বেন না বল্‌ছি !"

বিমল কহিল ব্যাপারটা কি শুনি ? ও মেয়েটাকে অমন ক'রে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন কেন ? ও করেছে কি ? আজ কয়দিন ও অসুখে ভুগ্‌ছে জানেন ? ওকে নিয়ে আপনাদের দরকার ?"

হাসিতে হাসিতে দারোগা কহিলেন, "চোরকে নিয়ে আমাদের কি দরকার ? হা-হা-হা—বেশতো ! এত বড়টী হ'য়েছেন এখনও ওটী জানেন না ? আচ্ছা ! না জানুন বেশ, এইবার চলুন, আপনাকেও তা'হলে একবার থানায় যেতে হবে ! স্বচক্ষেই দেখ্‌তে পাবেন সব। ওরে লছ্‌মন, গাড়ীতে নে তোল না ব্যাটা—"

বলিয়া দারোগা বাবু বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় বিমল আবার তাহাকে বাধা দিয়া কহিল, "না-না, ও কিছুতে হবে না। আপনি পুলিশের লোকই হৌন, আর যাই হৌন, আমরাও কিছু আইন-কানুন না জানি তা নয়, এমন একটা অসুস্থা ও পীড়িতা আসামীকে প্রাণ সঙ্কটাপন্ন ক'রে থানায় নে যাবার আপনার কোন অধিকার নেই। ইচ্ছা হয়, বরং এইখানে আপনি পুলিশ পাহারা রেখে যান। নয়তো, আমাদের জামিন নিয়ে যান। একটা লোককে জেনে শুনে এভাবে মারা যেতে দিতে পারিনে।"

বিমলের কথা শুনিয়া দারোগা মহা ক্রুদ্ধ হইয়া ফিরিয়া বলিলেন "আপনি কে মশাই, যে সরকারের কাজ পালন কর্ত্তে দিতে পারেন কি না পারেন, তাই বল্‌ছেন ! এখনও পথ ছেড়ে দিন বল্‌ছি।

বিমলও ক্রমে ক্রুদ্ধ হইতেছিল, কহিল—কখনও না। আপনার মত সত্তর আশী টাকার একটা দারোগাকে ভয় করে আমি ভগবানের আদেশ লঙ্ঘন কর্ত্তে পার্ব্বো না। এ মেয়েটী এখন আমার আশ্রয়াধীনে, একে আমি রক্ষা কর্ব্বোই।"

বিদ্রূপ করিয়া দারোগা কহিলেন,—এক দলেরই লোক বোধ হয়! হবেনা কেন? এ হারটা তবে আপনিও চেনেন?"

বিমল একটু খানি মনে মনে কি চিন্তা করিয়া হঠাৎ পাথরের মত শক্ত হইয়া কহিল,—হাঁ চিনি? বেশ চিনি। চিনি বৈকি? বেশ! আমাকেই আপনারা নিয়ে চলুন! স্বীকার কচ্ছি, এ-হার আমি চুরি ক'রেছি। ও ওর কিছুই জানে না। ওকে ছেড়ে দিন—শুন্‌ছেন?

দারোগা অবাক্ হইয়া গেলেন। কহিলেন,—কি বল্‌লেন? আপনিই এ হার চুরি করেছেন? নিজ মুখে স্বীকার?

বিমল দৃঢ়ভাবে কহিল,—আজ্ঞে হাঁ, আমিই এ হার চুরি ক'রেছি, নিজেই স্বীকার ক'চ্ছি! নিয়ে চলুন থানায়! কিন্তু ওরে রেখে যান; আমি সব প্রকাশ করে বল্‌বো!

দারোগা বিস্মিত দৃষ্টিতে বিমলের মুখের প্রতি বার বার চাহিতে লাগিলেন। বিমল দৃঢ়ভাবেই পুনঃ পুনঃ তাহাকে সেই একই কথা বুঝাইতে লাগিল।

এদিকে বিমলের কথাবার্ত্তা শুনিয়া এবং এই সব গোলযোগ দেখিয়া বিমলের মাতা ও বৌদিদিদের চীৎকারে বাড়ী ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল, খোকা তাহাদিগের মুখেরদিকে চাহিয়া কাঁদিতেছে, কুসুমের মাও মহা হৈ চৈ করিতেছে; স্বয়ং কুসুম অচৈতন্য প্রায়! একটা কনেষ্টবলের উপরেই সে প্রায় ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম! দেখিয়া বিমল তাহাদের সকলকেই যাইয়া দু'একটা কথায় শান্ত করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিল।

মায়ের নিকট যাইয়া বিমল কহিল,—মা, তুমি ভেবো না। মিথ্যা অভিযোগ এ! নিশ্চয়ই আমি সকলের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ ক'রে শীঘ্র ফিরে আস্‌বো। একটু খানি ধৈর্য্য ধরে থাক! বৌদিদিদিগকে কহিল—তোমরাই যদি অত ভয় পাবে বৌদিদি,তবে খোকাকে ও মাকে সান্ত্বনা করে কে? আমি চল্লুম, দেখো সবাই এখন তোমাদের হাতে। পুলিশের কথা বলা যায় না, ফিরে আস্‌তে যদি দেরী হয়, ঈশ্বর না করুন যদি কিছু অমঙ্গল ঘটে, মাকে খোকাকে ও এই দু'টী অতিথিকে আজ হ'তে তোমাদেরই দেখ্‌তে হবে। ছি! কেঁদনা! ভয় কি? এ অপরাধে ফাঁসি আর হ'তে পারে না। শীঘ্রই আবার ফিরে আসবো—জেনো!

বলিয়া বিমল কুসুমের মায়ের নিকট আসিয়াও ঐরূপ ২।৪টা কথা কহিল। কিন্তু কুসুমের মা তখন এক প্রকার অপ্রকৃতিস্থ; সব কথা বুঝিতে পারিল না। অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলিতে শেষটা সে বিমলের পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িয়া নিতান্ত কাতর ভাবে কহিল, 'ওগো, আমার কুসুমকে একবার আমার কাছে দিয়ে যাও, ওগো, একবার বলে যাও, সে আমার আছে—মরেনি—'

মোহিনী কাঁদিতে কাঁদিতেই কুসুমের মার এই কান্না শুনিয়া কিরণকে সম্বোধন করিয়া কহিল, দেখ্‌লি মেজোবৌ দেখ্‌লি। বেটীর আক্কেলটা দেখ্‌লি। ঠাকুরপোকে নিয়ে যাচ্ছে, আর ও বেটী মেয়ের জন্যেই কেঁদে খুন! কালই আমি ওদের এ বাড়ী থেকে তাড়াবো—তবে আমার নাম—কিন্তু মোহিনী আর বেশী বলিতে পারিল না। এই সময় বিমলকে লইয়া পুলিশের লোক বাহির হইয়া যায়, মোহিনীর রাগ আবার কান্নায় পরিণত হইল, বাড়ীময় একটা শোকোচ্ছ্বাস উঠিল।

৮

ইহার পর কয়েকদিনের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। এই কয়েকদিনে, অনেক ভাবনা চিন্তা, অনেক অশ্রু, অনেক দুঃখ কষ্টের ছড়াছড়িই হইয়া গেল, কিন্তু ঘটনা খুব কম ঘটিল। কিন্তু একটা যাহা ঘটিল, সেটা সাংঘাতিক।

বিমল হার-চুরির সকলটা ভার নিজের মাথায় লইতে যাইয়া ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ হইল, এবং মাসখানেকের মধ্যেই হাজৎ হইতে একেবারে ৬ মাসের জন্য জেলে চলিয়া গেল।

এমনটা যে হইবে, এটা সে নিজেও বুঝিতে পারে নাই। বিচারালয়ে সকলটা ব্যাপার প্রকাশিত করিয়া দিলে, সত্য নিশ্চয়ই আবিষ্কৃত হইয়া পড়িবে এবং মিথ্যা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে,—এইরূপই ছিল তাহার বিশ্বাস! কিন্তু কার্য্যতঃ ঘটনাটা হইল বিপরীত। রাজশেখর বাবুর টাকার সাহায্যে অতুল, পঞ্চানন এবং কালীঘাটের অনেক লোক-জন সাক্ষ্য দিয়া প্রমাণ করিল, এই বিমলই একদিন পঞ্চাননের বাড়ীতে যাইয়া দিন দুপুর বেলায় সকলকে মারিয়া ধরিয়া, জিনিসপত্র লুট-পাট করিয়া লইয়া আসিয়াছিল এবং এ লোকটাই মধ্যে মধ্যে কুসুমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া রাত্রির অন্ধকারে বাড়ীর সাম্‌নে ছুম্‌কি দিয়া থাকিত।

বিমলের পক্ষে উকিল মোক্তার বা লোকজন বিশেষ একটা ছিল না, বিশেষতঃ নিজেই বিমল একবার পুলিশের নিকট দোষ স্বীকার করিয়াছে, হাকিম ঘটনাটা আংশিক বিশ্বাস না করিয়া পারিলেন না। আসামীকে তিনি শাস্তি দিলেন। বিমলের তিন মাসের জন্য জেল ও হাজার টাকা জরিমানা হইল; জরিমানার অভাবে আরও তিন মাসের

জন্য অতিরিক্ত জেল খাটিতে হইবে হুকুমটা এইরূপ। বিমল জরিমানা না দিয়া ছয় মাসের জন্যই কারাগারে গেল।

যখন এই ঘটনাটী ঘটিল, কুসুমের তখন ভয়ানক জ্বর। বিমলের গ্রেপ্তারের দিন হইতে তাহার অসুখটা ভয়ঙ্কর রকম বাড়িয়া গিয়াছে। বিমলের জেলে যাওয়ার পরেও দু'মাস কাল সে বিছানায় পড়িয়া কাটাইল। সংসারের শোকতাপের মধ্যে এ কয়মাস তাহার প্রতি কেহই একটুকু সহানুভূতিও দেখাইল না। সময়ে পথ্য, সময়ে শুশ্রূষা ঘটিয়া উঠিত না; একমাত্র মাতা ভিক্ষা-শিক্ষা করিয়া কায়ক্লেশে যাহা পাইত তাহাতেই কোনরূপে দিন চালাইত। কিন্তু বাঁচন-মরণ ভগবানের হাত! তিনিই এত কষ্টের মধ্যে, এত অনিয়মের মধ্যেও অবশেষে তাহাকে আরোগ্য করিয়া তুলিলেন। তিন চার মাসের দারুণ জ্বর-ভোগের পর শেষটা একদিন সে উঠিয়া ঘরের বারান্দায় আসিয়া বসিল।

রোগের শেষ সময়টায় বিছানায় শুইয়া শুইয়া সে লক্ষ্য করিত, সে-সংসারে আর যেন তাহাদের সে-স্থান নাই। এ বাড়ীতে যখন তাহারা প্রথম আসিয়াছিল, তাহার রুগ্নশয্যার পার্শ্বে সকলেই আসিয়া রোজ অন্ততঃ এক-আধবারটীও জিজ্ঞাসাবাদ করিত। কিন্তু এবার জ্ঞান হওয়ার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত কুসুম একজনেরও সাক্ষাৎ পায় নাই। যখনই চক্ষু মেলিয়াছে, তখনই শুধু দেখিয়াছে, তাহার দুঃখিনী মাতার সেই পরিচিত কাতর চক্ষু দু'টী তাহার মুখের উপরে অতুল স্নেহরাশি লইয়া ন্যস্ত হইয়া আছে! বাড়ীর অন্যান্য লোক এখানে-সেখানে যাইতেছে, একথা-সে-কথা কহিতেছে, এ-কাজ সে-কাজ করিতেছে; কিন্তু তাহার নিকটে আসিতেছে না; একজনও তাহার কথা কহিতেছে না; তাহার নামও কেহ মুখে আনিতেছে না! আকারে-ইঙ্গিতে কুসুম ব্যাপারটী অনেকটা বুঝিতে পারিয়া, লজ্জায় মরিয়া যাইতে চাহিল।

অনেকবারই সে ভাবিল, হায়! যদি এই রোগে সে মরিয়া যাইত, তবে বুঝি সকল আপদই চুকিয়া যাইত। পরিবারের লোকগুলিও তাহা হইলে রক্ষা পাইতেন আর সে নিজেও বাঁচিত।

মায়ের নিকট হইতে কুসুম ক্রমে ক্রমে প্রায় সব কথাই শুনিয়াছিল। একটা দারুণ লজ্জা ও সন্তাপে তাহার হৃদয়টা পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতে লাগিল। বিমল যে কি জন্য নিজে দোষ স্বীকার করিয়া এই ভাবে জেলে গিয়াছে, কুসুম এখন তাহাও কিছু কিছু বুঝিল। সকলটা ব্যথার মধ্যেও কি একটু আনন্দ, কি একটু পুলকের ভাব তাহার হৃদয়ে অমৃত বৃষ্টি করিল। বিমলের গৃহের অবস্থা এই অসুখে পড়িয়া থাকিয়া থাকিয়াও কুসুম অনেকটাই জানিয়াছিল, তাই একটা নিতান্ত দুরাকাঙ্খার মাদকতা তাহার সকলখানি ব্যথিতচিত্তের উপরে ছড়াইয়া পড়িতে চাহিলে কুসুম এখন তাহাকে বাধা দিতে পারিল না। আজ বারান্দায় বসিয়া বসিয়া সেই সব কথাই কুসুম চিন্তা করিতেছে, এমন সময় মেজবৌ তাহার সম্মুখ দিয়া ছেলে কোলে করিয়া রান্নাঘরের দিকে গেল।

আজ সে প্রথম দিন ঘরের বাহিরে আসিয়াছে, এমন অবস্থায় একটা নিতান্ত অনাত্মীয় লোকও দু' একটা কুশল প্রশ্ন ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু মেজবৌ তাহার দিকে চাহিয়া সে টুকুও করিল না, ঘোম্‌টা টানিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল এবং কেবল খোকা তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ একটু হাত নাচাইয়া কি দেখাইল!—কুসুমের মনটা কেমন বিলোড়িত হইয়া উঠিল।

এই নিরানন্দ নিঃসঙ্গ পুরীতে খোকার এই একটুখানি হাসি ও দুর্ব্বোধ, সম্ভাষণই কুসুমের হৃদয়টাকে যেন কেমন একটু আলোকিত করিয়া দিল। বিমলের প্রতি কখনই সে খুব ভাল করিয়া চাহিতে পারে নাই, কিন্তু যতটা দেখিয়াছে ততটুকু অভিজ্ঞতা হইতেই এখন

তাহার মনে হইতে লাগিল যেন এই খোকার সঙ্গে তাহার চেহারাখানির অনেকটা সাদৃশ্য। যতক্ষণ দেখা যায় কুসুম একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রতিদিন আহার্য্যের যাহা কিছু প্রয়োজন হইত, বিমলের মা তাহা কুসুমের মায়ের নিকটে দিয়া যাইতেন। কুসুমের মা আদরের সহিতই তাহা গ্রহণ করিত কিন্তু তাহার হৃদয়ের মধ্যে যে কি হইত, তাহা বাহিরের প্রাণীর বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না। কখনো কোন সামগ্রী একটু অপরিমিত বা অখাদ্য হইলেও সে-কথা মুখ ফুটিয়া কহিতে পারিত না। আহার্য্য ব্যতীত সংসারে আবশ্যকীয় যাহা কিছু, মা মেয়ের জন্য, তাহা প্রায়ই বাহির হইতে যাচিয়া লইয়া আসিত। কুসুমের মা প্রতি-দিনই সকাল বেলা গঙ্গাস্নানে যাইত; ফিরিবার সময় ভিক্ষা-শিক্ষা করিয়া কিছু কিছু পাইত; তাহাতেই অভাব-অনাটন একরূপ নিবারিত হইত।

যেদিন বারান্দায় আসিয়া কুসুম প্রথম বসিয়াছিল, তার পরদিন সকালে বিমলের মা আসিয়া ডাকিলেন,—কুসুমের মা, কুসুমের মা, শুন্‌ছো?

তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া কুসুম কহিল,—মা ঘরে নেই গিন্নী-মা! গঙ্গাস্নানে গেলেন। কেন?

বিমলের মা কুসুমের দিকে চাহিয়া একটু স্নেহস্বরেই আজ কহিলেন, ভাত খাচ্ছিস্? কিছু সরু চা'ল আনিয়ে দেবো?

কুসুম কহিল,—না গিন্নী-মা, গরীব মানুষ আমরা—ঘরে যা আছে, তাই দিয়ে যাও। সরু-টরুতে কি হবে? তারপর গিন্নীর কোলে খোকাকে দেখিয়া কহিল,—খোকাকে একটু এইখানে রেখে যাবে গিন্নীমা?

গিন্নী হাসিয়া কহিলেন,—যাবো?

হাসিতে হাসিতে খোকার দিকে চাহিয়া কুসুম জিজ্ঞাসা করিল,—আসবে আমার কাছে খোকা বাবু?

নূতন লোক দেখিয়া খোকা একটু কেমন করিতেছিল দেখিয়া গিন্নী কহিলেন,—অত শিগ্‌গির যাবে না! আজকে থাক্। বলিয়া চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় কুসুমের দিকে চাহিয়া খোকা কিন্তু একটুখানি হাসিয়া সত্যই হাত বাড়াইয়া দিল! কুসুমের বুকটা কেমন করিয়া উঠিল।

দু'চার দিনের মধ্যেই খোকার সঙ্গে কুসুমের বেশ পরিচয় হইয়া গেল। একদিন খোকা কুসুমকে আর ভয় না করিয়া সাহস করিয়া তাহার নিকটে আসিয়া বসিল। কুসুম কহিল,—আমার কোলে এস? খোকা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল; সম্মতি আছে। সেই দুর্ব্বল শরীরেও খোকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া কুসুম একেবারে সকল শক্তিতে বালককে হৃদয়ে চাপিয়া ধরিল। চাপুনিটা বুঝি একটু বেশী হইয়া গিয়াছিল, খোকা ভয় পাইয়া একটু পরেই নামিয়া গেল। তখন কুসুম তাহার সঙ্গে অনেক কথা জমাইয়া তুলিল। কুসুম জিজ্ঞাসা করিল—তোমার নামটী কি খোকা? খোকা একটু ভাবিয়া বলিল—খকা!

কুসুম হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আচ্ছা তুমি কি খেতে ভালবাস?

খোকা কিছুমাত্র না ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর করিল,—জিলিপি!

কুসুম কহিল,—আচ্ছা কাল তোমায় আমি জিলিপি এনে দেবো। তুমি নিয়ে যেয়ো কেমন? আজ একটু চুমু খাও। বলিয়াই খোকাকে ধরিয়া সত্যি-সত্যি কুসুম হঠাৎ কয়েটা চুমো খাইয়া ফেলিল। খোকা বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। হাসিয়া কুসুম জিজ্ঞাসা করিল,—আচ্ছা খোকা, কে তোমায় সব চেয়ে বৈশী ভালবাসে বলতো?

এইবার খোকা একটু ইতস্ততঃ করিয়া জবাব দিল,—"মা!" কুসুম বুঝিল, মেজবৌএর কথা বলিতেছে। বলিল, "আর কেউ ভালবাসে না?

খোকা বলিল, "জ্যেঠাই মা, দিদিমা, বাবা, সব ভালবাসে—"

কুসুম মুখ ভার করিয়া বলিল, "আমার কথা বল্লে না?"

খোকা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল, কোন কথা বলিল না। তখন কুসুম আবার তাহাকে কয়েকটা চুমো খাইয়া হাসিয়া কহিল, "তুমি রোজ আমার কাছে এসো? আমি তোমায় জিলিপি দেব খোকা, কমলা নেবু দেব——"

খোকা কহিল, "কৈ নেবু, দাও——"

কুসুমের বোধ হইল তাহার এই সমগ্র দরিদ্র-জীবনটার মধ্যে বুঝি এমন দারিদ্র্যের মনোকষ্ট আর কখনও উপস্থিত হয় নাই। সে কি করিবে, কি বলিবে খুঁজিয়া না পাইয়া তাড়াতাড়ি তাহার নাকে যে একটা পিতলের ফুল ছিল, সেইটাই খুলিয়া তাহার হাতে দিয়া কহিল, "আজতো নেবু-টেবু কিছু নেই খোকা, কাল বাজার হ'তে এনে রাখবো, আজ এইটা নিয়ে খেলা করগে যাও। এম্নি সময় এস, জিলিপি, নেবু—দুই-ই পাবে!"

সেইদিন হইতে বাস্তবিক সকাল বেলাটা কুসুমের নিকটে হাজির দেওয়া খোকাবাবুর একটা নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ হইয়া দাঁড়াইল। রোজ মাকে ধরিয়া, নিজের খরচপত্র একটু কমাইয়া কুসুম প্রতিদিন একটা করিয়া কমলা নেবু ও জিলিপি খোকাবাবুর জন্য আনিয়া রাখিত, প্রভাতে খোকাবাবু আসিয়া তাহা খাইতে খাইতে তাহার সঙ্গে বসিয়া বসিয়া অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক গল্প করিয়া কাটাইত। এই সময়টা কুসুমের নিঃসঙ্গ জীবনের ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত হইয়া দাঁড়াইল! এ সময়টা তাহার যেন একটা সুখ স্বপ্নের মধ্যে দিয়াই অতিবাহিত হইয়া যাইত!

কিন্তু কুসুমের অদৃষ্টে এখনও অনেক দুঃখ ছিল, শেষটা এই হইতেই একটা দুর্ঘটনার সূত্রপাত হইল।

মোহিনী প্রথমটা খোকাবাবুর এই নূতন পরিচয়টীর কথা জানিতে পারে নাই, কিন্তু একদিন খোকাবাবু একখানা জিলিপি নিঃশেষ না করিয়াই যা-ই খাইতে খাইতে রান্না ঘরে যাইয়া মোহিনীকে বলিয়াছে জ্যেঠাইমা,..খাবে ?" তখনই সকলটা ঘটনা, সকলটা ব্যাপার প্রকাশ হইয়া গেল।

মোহিনীর হৃদয় দুর দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বিমলের গ্রেপ্তারের পরদিন হইতেই কুসুম বালিকাটীকে ও তাহার মাকে মোহিনী নিতান্তবিগ্রহের চক্ষে দেখিত, তাহাদিগকে সংসারের নিতান্ত দুইটা গলগ্রহ বলিয়াই মনে করিত, এখন এই খোকা বাবুটীও সেইখানে যাতায়াত করিতেছেন জানিয়া, রীতিমত সে উদ্বিগ্ন হইল।

তাড়াতাড়ি মেজবৌএর নিকটে যাইয়া মোহিনী বলিল, মেজবৌ! মেজবৌ! আচ্ছা, তোর কি আক্কেল বল্‌তো ? সেই অলক্ষণে মেয়েটার কাছে খোকাটাকে পাঠাচ্ছিস্ ? ভ্যাখ্‌দেখি জিলিপি না কি একটা নিয়ে এসেচে! আরে ও যে বিষ!—বিষ!—বিষ!"

মেজবৌ বড়বৌএর কথা শুনিয়া যেমনি শিহরিয়া উঠিল, তেমনি আশ্চর্য্য হইল। বলিল, "বল কি দিদি, বিষ কি ?"

দিদি ধমকাইল। কহিল, "বল কি দিদি, বিষ কি ?—ন্যাকা—কিছু জানেন না ? খবর্দ্দার! আর কখনো সে দিকে যেঁতে দিস্ নি।"

সে দিন হইতে খোকার কুসুমের নিকটে যাওয়া নিষেধ হইয়া গেল। কিন্তু এই নিষেধ আজ্ঞাটা খোকা বাবুর নিজের বিশেষ মনঃপুত হইল না বা সে গ্রাহ্য করিবারও কোন লক্ষণ দেখাইল না; সুবিধা পাইলেই জিলিপি ও কমলা নেবুর লোভে খোকা বাবু এদিক ওদিক দিয়া পলাইয়া

যাইয়া কুসুমের নিকট হাজির হয়। অবশেষে একদিন আবার ধরা পড়িয়া গেল।

এই দিন আর কিছুতেই খোকা আসিতেছে না দেখিয়া, সারাটা দিন কুসুম প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় কাটাইয়া অবশেষে অপরাহ্নে মাকে যাইয়া বলিল, "মা! খোকা তো আজ একবারও এল না, জিলিপি পড়ে রইল যে? একবার তাকে দিয়ে আস্‌বে?"

ভয় পাইয়া মা বলিল, "ভয়, করে যে মা। যে রাগী বড়বৌ, শেষটা কিছু না বলেই বসে?"

কুসুম কহিল, "দিয়ে আস্‌বে, তার আর বল্‌বে কি? তাকে তো আর তুমি এখানে আনতে যাচ্ছো না?"

কিয়ৎকাল চিন্তা-ভাবনার পর একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষটা কন্যার কথায় স্বীকৃত হইল। জিলিপিটা লইয়া মাতা মেজবৌএর গৃহের দিকে গেল।

'বাঘের ভয় যেখানে সেইখানেই রাত্রি!' কুসুমের মা যাইয়া দেখে, বড়বৌ খোকার নিকট আসিয়া মেজবৌএর সঙ্গে কিসের কথাবার্ত্তা বলিতেছে! তাহাকে দেখিয়াই উভয়ে চুপ করিয়া গেল; কিন্তু খোকা বাবুর নৃত্য আসিয়া পড়িল।

কুসুমের মায়ের হাতে জিলিপি খানা দেখিয়া খোকা বাবু নাচিতে নাচিতে, হাসিতে হাসিতে তাহার নিকটে দৌড়িয়া আসিল। বড়বৌ ধম্‌কাইয়া ডাকিল,—"খোকা?" কিন্তু খোকা গ্রাহ্য করিল না। একবার বড় বৌএর রাগটা কুসুমের-মায়ের উপরে যাইয়া পড়িল। বড়বৌ বলিল, "আচ্ছা বাছা, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, একি তোমাদের কাণ্ডটা বলতো? আছ, এক কোণে পড়ে থাক, কিন্তু এমন ক'রে জ্বালাতন কল্লে তো আর চলে না! এই যে জিলিপি গুলি বাসি ক'রে ক'রে

পচিয়ে দিনকে দিন ওকে খাওয়াচ্ছ, বলি, এতে অসুখ কর্ত্তে পারে কি না? ছেলের ওতে ভাল হবে কি মন্দ হবে? ওই তো একটী মাত্র ছেলে! একটীকে গলায় শিকল বেঁধে তাড়িয়েছ, বলি আবার এটীকেও চাই নাকি?"

কুসুমের মা এই অভিযোগের উপরে কি বলিবে, কি করিবে, কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। দুঃখে অভিমানে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে চাহিল। কোনও উত্তর করিতে না পারিয়া সে মাটীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া একবারে কাঁদিয়া ফেলিল! তারপর, জিলিপিখানা হাতে লইয়াই দৌড়িয়া-স্বগৃহের দিকে ফিরিয়া গেল। তাহার অবস্থা দেখিয়া, মোহিনীও কতকটা দমিয়া গেল। মেজবৌ একটু দুঃখিত ভাবে কহিল, "দিদি, মাগী মনে মনে বড্ড কষ্ট পেয়েছে। অত না বল্লেও হ'ত!" খোকাবাবুও হাতের জিনিসটা হারাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে কথার সমর্থন করিল।

কুসুমের মা ঘরে ঢুকিবার পূর্ব্বে ভাল করিয়া চোক্ মুখটা মুছিয়া কন্যার নিকটে গেল; কিন্তু তথাপি জিলিপিখানা লইয়া মাকে ফিরিতে দেখিয়াই বুঝিল মা যে ভয়ের কথা বলিয়াছিল, তাহাই ফলিয়াছে। নিকটে আসিতেই কুসুম মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি মা?"

মা কহিল, "ওদের সংশ্রবে যাওয়া ওরা ভালবাসে না,মা—ওরা—"

কুসুম আর অধিক শুনিবার অপেক্ষা করিল না; মায়ের মুখ দেখিয়া, আর ওই একটা অশুভ আরম্ভতেই বুঝিতে-পারিল, ব্যাপার কি হইয়াছে? হঠাৎ অত্যন্তই অন্যমনস্ক হইয়া সে কি ভাবিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে কহিল, "মা, আমরা তো এখানে শুধু ব'সে থাকতেই আসিনি। যদি কোন কাজেই না লাগ্‌লুম, তবে চল অন্যত্র যাই।"

মা কহিল, "যাবি? যাবি কোথায় রে? যাবার কি আর স্থান আছে যে পালাবি হতভাগী! তা হ'লে কি আর এতদিন অপেক্ষা করি! নিজের অবস্থাটা বুঝ্‌তে পারিস? এখানে তবু একটু আশ্রয় আছে, কিছু নিরাপদে আছি, একটা ভবিষ্যতের ভরসাও আছে। সে ফিরে এলে যদিই-বা কিছু একটা উপায় ক'রে দেয়—কিন্তু অন্যত্র——"

বাধা দিয়া কন্যা কহিয়া উঠিল "মা, যে আমাদের জন্য জেঁলে গেল, তুমি আবার তা'কে কি সাহসে মুখ দেখাতে চাও?

মা বলিল, "বাছা, যদি মুখ দেখাতে হয়, তবে তা'কেই দেখাতে পারি এবং তাকেই আবার ভাল ক'রে দেখাবো জানিস্‌। সেই সত্যি আমাদের বুঝেছে, আর সব শুধু ভুল বোঝেনি, সেই ভুল দিয়াই আবার আমাদের বিচার কর্ত্তে চাচ্ছে। তাকে ছাড়া আর কা'কে বিশ্বাস কর্ব্বো বল? আমি ঠিক জানি আমাদের জন্য তার যতই কষ্ট হৌক, যতই আমরা তা'র লাঞ্ছনার কারণ হ'য়ে থাকি, শুধু সেই এ সংসারে আমাদের একমাত্র উপকারী বন্ধু! তার আশ্রয় ছেড়ে আর কোথায়ও এখন যাওয়া হ'তে পারে না।"

এই ঘটনার পরে অনেকদিন আর কুসুম খোকাকে নিকটে পাইল না। খোকা প্রায়ই মেজবৌ, না হয় বড়বৌএর কোলে চড়িয়া, তাহার ঘরের সম্মুখ দিয়া এদিক ওদিক যাইত, তাহাকে দেখিয়া হাত নাড়িয়া নাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিত, কিছুতেই মুক্ত হইয়া আর তাহার নিকটে আসিতে পারিত না। কুসুম তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া, দৃষ্টি স্থির করিয়া তাহাকে দেখিত, অবশেষে সে অদৃশ্য হইলেই এক দৌড়ে বিছানায় যাইয়া শুইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিত। এইরূপে কুসুমের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। অবশেষে একদিন খোকা হঠাৎ পীড়িত হইয়া পড়িল।

যে-দিন হইতে কুসুমের নিকটে খোকার যাতায়াত বন্ধ, সেদিন হইতেই খোকা কেমন একটু খিটখিটে ও মলিন হইয়া উঠিতেছিল, রীতিমত আহারাদি করিত না; পূর্ব্বের মত হাসিত না, ঘুমের মধ্যে "জিলিপি জিলিপি" করিয়া অসংখ্য বার চেঁচাইয়া উঠিত। সেই অবস্থাটা ক্রমে ঘনীভূত হইয়া এক দিন বেশ একটু জ্বর হইয়া আসিল। মোহিনী চিন্তিত হইয়া মেজবৌকে কহিল, "মেজো, ঐ হতভাগীর কাছে যেয়েই খোকা আমাদের কেমন হ'য়ে গেল! কি করি বল্‌তো?"

মেজো ভয় পাইয়া কহিল, "কি কর্ব্বো দিদি! কিছুই তো ভেবে পাচ্ছি না। ডাক্তার টাক্তার যে দেখাবো, তেমনই বা টাকা কড়ি কৈ?"

বিমলের জেল হওয়ার পর হইতে সংসারে অর্থাগম অনেক কমিয়া গিয়াছিল; তাহাতে পোষ্য বেশী প্রাত্যহিক খরচ-পত্রই কষ্টে চলে। এ অবস্থায় কি করা উচিত উভয় বধূতে মিলিয়া ভাবিতে লাগিল। বিমলের মায়ের ও বধূদের যা' দু'একখানা গহনা ছিল সেগুলিও বিমলের মোকদ্দমার সময় বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে এখন বড় সমস্যাই উপস্থিত।

ভাবিয়া চিন্তিয়া মেজো তাহার বাপের বাড়ীতে একটা জরুরী চিঠি লিখিয়া দিল কিন্তু চিঠির জবাব আসিতে আসিতেও পাঁচ ছয় দিন কাটিয়া গেল! এই কয়দিনে খোকা আরও পীড়িত হইয়া পড়িল। কিরণের পিতা পঁচিশ টাকা পাঠাইলেন বটে কিন্তু ডাক্তার প্রথম দিন আসিয়াই যেরূপ ঔষধের ব্যবস্থা ও পথ্যাদির বরাদ্দ করিয়া গেলেন তাহাতেই প্রায় দশ টাকা উড়িয়া যায়। দু'দিন পরে কি হইবে ভাবিয়া সকলে অস্থির হইয়া উঠিল।

খোকা অত্যন্ত পীড়িত শুনিয়া, কুসুম অনেক চেষ্টা সত্বেও একদিন তাহাকে যাইয়া দেখিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। কিন্তু সে যখন খোকার ঘরে প্রবেশ করিল, তখন সেখানে বধূদের মধ্যে একটা

ভয়ানক আতঙ্কের ছায়া, তাহা সে একটীবার দৃষ্টিতেই বেশ বুঝিয়া লইল। সে ফিরিয়া আসিতেছিল, কিন্তু এমন সময়ে খোকার আওয়াজ শুনিয়া হঠাৎ নিশ্চল নিথর হইয়া গেল। সেই অসুখের মধ্যেও তাহাকে দেখিয়া, খোকা চেঁচাইয়া উঠিল,—জিলিপি খাবো—কুমু-ঝিমা—কুসুম প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল।

তারপর কুসুম একদিন এক উপায় স্থির করিল। সে আর দিনে খোকাকে দেখিতে যাইত না। কিন্তু রাত্রিতে ঘরে যখন সকলে খোকাকে লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিত, তখন সে বাহিরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দরজা বা জানালার ফাঁক দিয়া নির্নিমেষ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিত। প্রতিদিন রাত্রির অনেকটা এইরূপে তাহার কাটিয়া যাইত কুসুমের মা দেখিয়া দেখিয়া অশ্রুত্যাগ করিত, কিন্তু কন্যাকে নিবারণ করিতে পারিত না। কুসুমও চিন্তায় চিন্তায় ক্ষীণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

খুব বেশীদিন হয় নাই, কুসুম একটা গুরুতর পীড়া হইতে উঠিয়াছে, আবার এত শীঘ্রই তাহাকে এইরূপ কাতর হইতে দেখিয়া,মাতা অত্যন্তই চিন্তিত হইল কিন্তু কন্যার চিন্তার কারণটা যে প্রকৃত কি, তাহা সেও খুব ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। কেবল যে খোকার অসুখের জন্যই কুসুম এত কাতর হইয়া পড়িয়াছিল তাহা নহে। কয়েক দিন যাবৎই আড়ি পাতিয়া পাতিয়া কুসুম দেখিতেছিল, অর্থাভাবে খোকার চিকিৎসা রীতিমত হইতেছে না। কিরণের বাপের বাড়ীর পঁচিশটা টাকা—একমাত্র খোকার চিকিৎসার সম্বল—নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে। তাহা সে শুনিয়াছিল। এখন খোকা চিকিৎসার অভাবেই বা মারা যায়—এই তাহার ভয়।

সেদিন সকাল বেলাটায় কুসুম বসিয়া বসিয়া পূর্ব্বরাত্রির কতকগুলি

কথা ভাবিতেছিল, আর মধ্যে মধ্যে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছিল, এমন সময় ডাক্তার আসিয়া একটু বিরক্ত ভাবেই যেন তাহার পাশ কাটিয়া চলিয়া গেল। পাশের দোকানের পরাণ মুদীর নিকট হইতে এই বাড়ীর জিনিসপত্র আসিত। সেই সম্পর্কে বিমলের মা তাহাকে দিয়া ডাক্তারাদি ডাকাইতেন; সেই পরাণ মুদী, পেছনে পেছনে বলিতে বলিতে যাইতেছিল, "আজ্ঞে টাকার জন্য চিঠি লিখেছে, ভাব্‌বেন না, আপনার এক পয়সাও মারা যাবে না। এই ২।৪ দিনের মধ্যেই পেয়ে যাবেন।" ডাক্তার গম্ভীর ভাবে মুখটী বুজিয়া নিঃশব্দেই বাড়ী হইতে বাহির হইলেন, একটীও কথা কহিলেন না! কুসুম বুঝিতে পারিয়া ঘরের মধ্যে যাইয়া—তাহার অভ্যাস মত আবার বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল। এমন সময় তাহার মা আসিয়া চেঁচামেচি আরম্ভ করিয়া দিল।

কুসুম মায়ের কথা প্রথমে ততটা গ্রাহ্য করে নাই। কিন্তু হঠাৎ তাহার উদ্‌গ্রীব কণ্ঠস্বর ও ব্যস্ততায় বিছানায় উঠিয়া বসিয়া একবারে অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,——

"কি মা?"

মা বলিল, আগে আমার আসনটা পেতে দে—আহ্নিকটা সেরেনি—তারপর বল্‌চি। আজ সেই পোড়ামুখো নারায়ণ ভট্‌চায্‌টার জন্যে ঘাটে কিছু হয়নি! সব মাটী হয়ে গেছে! অনেক কথা সে, বল্‌চি রোস্! কিন্তু দিলিনি আসনটা পেতে? ফের শুয়ে শুয়ে ও রকম ক'রে ভাবচিস্? ওরে, আর ভাব্‌তে হবেনা। আগে আহ্নিকটাই শেষ কর্ত্তে দে—তার পরে—নাঃ বড় দিক্ কল্লি যে; তবু ব'সে রয়েছিস্?"

ধমক্ খাইয়া কুসুম তাড়াতাড়ি উঠিয়া একখানা আসন লইয়া

আসিল। কিন্তু সেটা পাতিয়া দিতে দিতে পুনঃ প্রশ্ন করিল, অত চেঁচাচ্ছ কেন মা, ব্যাপার কি? বলি কি হ'য়েছে আজ? নারাণ ভট্‌চায্‌টা কে?—"

আহ্নিক করিতে বসিয়া, নাকে হাত দিতে দিতে মাতা বলিল, "নারাণ ভট্‌চায্‌কে চিনিস্‌ না? আঃ পোড়ারমুখী! আমাদের এত হিতৈষী!—তা তুই আর কি ক'রে চিন্‌বি? তুই আর তখন কত বড়টীই ছিলি?—আমারই কি মনে ছিল?—ঐ যা! জলের ঘটিটা নিতেই ভুলে গেছি—আবার উঠ্‌তে হলো যে মা!"

বলিয়া কুসুমের মা পুনঃ জলের ঘটির সন্ধানে বারান্দায় চলিয়া গেল কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া আবার সেই কথাই আরম্ভ করিল। "আর ভয় নেই! নারাণ ভট্‌চাযের যে এত গুণ তা স্বপ্নেও কি জানতুম? তাহ'লে কি আর এতদিন চুপ ক'রে থাকি?—কুসি, কোথা গেলি রে—"

মা যে কি অদ্ভুত সংবাদটাই আজ গঙ্গাস্নানের পথে কুড়াইয়া লইয়া আসিয়াছেন, তাহা জানিতে কুসুমের অনেকটাই কৌতূহল জন্মিয়াছিল, কিন্তু আহ্নিক না হইলে মা কিছুতেই কথাটা সম্পূর্ণ ব্যক্ত করিবেন না, অথচ সে ঘরে থাকিলে আহ্নিকও শীঘ্র হইবার নহে, পরন্তু এমনি ভাবে উত্তরোত্তর ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় তাহার উৎকণ্ঠটা বাড়িয়াই যাইবে, ভাবিয়া কুসুম ঘর হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু মা তবু আজ কিছুতেই আহ্নিক কার্য্যটা ভালরূপে সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারিল না। আধ ঘণ্টার কাজ প্রায় একঘণ্টায়ও একরূপ অসম্পূর্ণ রাখিয়াই তাড়াতাড়ি হাঁপ ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

"থাকুগে, আর পারিনে বাপু—ও বেলায় দেখবো এখন" বলিয়া সে কুসুমকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। কুসুম নিকটেই ছিল তাড়াতাড়ি আসিয়া ব্যস্তভাবে কহিল,—আহ্নিক হ'য়ে গেলো মা? এত

তাড়াতাড়ি ? তা যাক্—এখন তো বল্‌তে পারো তোমার রকম সকম দেখে আমার ভয় লেগে গেছে মা।"

কুসুমের মা একটু ধমকাইয়া বলিল, "পোড়ারমুখী তোর্ সব তাতেই ভয়! এইবার মা মুখ তুলে চেয়েছেন রে, এইবার মা মুখ তুলে চেয়েছেন! সেই নারাণ ভটচায্—সেই নারাণ ভট্‌চায্! আমাদের গাঁয়ের—পুরুত! বুঝ্‌লি ? আজ গঙ্গাস্নান কর্ত্তে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা! চিন্‌তে পেরেই আউ মাউ ক'রে কেঁদে উঠ্‌লো। বল্লে আমাদেরই নাকি সে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে! দেবোত্তর সম্পত্তি হ'তে মাসে মাসে কিছু বাঁচিয়েছে, তাতে অনেক টাকা হ'য়েছে। তা' থেকে আমাদেরও কিছু দিতে চায়। সব কথা শুনে বল্লে,—এমন অবস্থা তোমাদের গিন্নী ঠাক্‌রুণ, তা আমাদের একবার স্মরণ কর্ত্তে নেই ? আমি আর কি জবাব করি বাপু ? সত্যি কথাই বল্লুম! বল্লুম নারায়ণ, সম্পত্তি যা তোমাকে দিয়ে এসেছিলাম, তাতো খুব বেশী নয়—ঠাকুরের সেবাই ভাল ক'রে তাতে হ'য়ে উঠে না, তা তা' থেকে আবার আমরা প্রত্যাশা কর্ব্বো কি ? আর, দেবতার সম্পত্তি, তাঁকে দান করে দিয়েছি—তা থেকে প্রত্যাশা করাটাও তো ভাল দেখায় না। তাই এত কষ্ট সহ্য ক'রেও এতদিন চুপ ক'রে ছিলুম, কাকেও একটী কথাও বলিনি। আর তোকেও তো নারায়ণ, সেই একটুখানি দেখেছি, তুই যে এত ভাল মানুষ তাই বা কি ক'রে জান্‌বো। এইটুকু বলিয়া মা আবার কুসুমকে জিজ্ঞাসা করিল,—কি বলিস্ কুসি ? সত্যি কি না ? আর বাছা তুই কি ক'রে জান্‌বি ? দেখিস্ নেই তো কখনো; জন্মে অবধি এই ভাবেই আছিস্—কি যে ছিলুম, আর যে কি হ'লো! যাক্, ঈশ্বর যদি মুখ তুলে চান্ তবে আবার—"

সকল ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলেও মাতার ভাঙ্গা

ভাঙ্গা কথা হইতে কুসুম বিষয়টা এক রকম বুঝিয়া লইল! তাহারও অনেকখানি চাঞ্চল্য হইল। সত্য কি? সত্যই কি আবার তাহাদের অদৃষ্ট ফিরিবে? জন্মে অবধি কুসুম স্বচ্ছল অবস্থায় একদিনও থাকে নাই, ভদ্র বলিয়া একদিনও নিজেকে মনে করিতে পারে নাই। সর্ব্বদা নিজেকে সাধারণ দাসদাসীর মতই বিবেচনা করিয়াছে, সেই ভাবেই কার্য্য করিয়াছে। মাতার বাল্যজীবন-সম্বন্ধীয় গল্পটা তাহার নিকটে একটা জন্মান্তরের প্রমাণ-সাপেক্ষ সৌভাগ্যের মতই এতদিন সন্দেহপূর্ণ ছিল কিন্তু আজ সত্য সত্যই তাহার প্রমাণটা হাতে হাতে পাওয়া যাইবে মনে করিয়া সে আপনাকে মুহূর্ত্তেই অনেকটা নূতন বলিয়া মনে করিতে লাগিল। তাহা হইলে বাস্তবিক সে একটা চাকরাণী বা সহুরে ঝি-ই নয়, একজন সম্ভ্রান্ত কুলের ভদ্রমহিলা! সমাজে তাহারও কুলমর্য্যাদা আছে, সম্মান দাবী করিবার মত, গৌরব করিবার মত একটা পরিচয় আছে। ভাবিয়া ভাবিয়া কুসুম একবারে অভিভূত হইয়া যাইবার মত হইল এবং সেই নারায়ণ ভট্চাযের অর্থ-সাহায্যের কথাটা ভাবিতে ভাবিতে তাহার চক্ষে জল আসিয়া গেল। আজ কতকাল তাহারা সম্পূর্ণভাবে উদর পূরণ করিয়া তৃপ্তির সহিতও আহার করিতে পারে নাই, আজ সেই অবস্থা দূর হইবে! আজ তাহারা ভাল কাপড়, ভাল পোষাক পরিতে পাইবে। আজ তাহার—"

কিন্তু কুসুমের আকাশ-কুসুম আর একটা বিষয়ের চিন্তা করিতে যাইয়া কেমন হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইল। হায়! হায়! যদি আর কয়দিন পূর্ব্বেই এ ঘটনাটা হইত। অদৃষ্টের বিদ্রূপ! সেই তো অর্থ আসিল কিন্তু সে এত গৌণ করিয়া আসিল কেন?—আরও কয়দিন পূর্ব্বে আসিল না কেন? এখন যে তাহার কিছু নেই! ভোগ করিবার মত এখন যে তাহার সব গিয়াছে! কুলমর্য্যাদা, অর্থ সে এখন

পাইতে বসিয়াছে বটে কিন্তু ভদ্রমহিলার যেটা সর্ব্বপ্রধান নিদর্শন—সম্ভ্রম—মর্য্যাদা—সে আজ কৈ ? শুধু টাকা ও বংশের পরিচয়ই তো যথেষ্ট নয়। সে মর্য্যাদা হারাইয়া, নারীর গৌরব হারাইয়া কি করিয়া সে এখন ভদ্র হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা করিবে ?

মাতা কহিল,—কিরে অমন চুপ ক'রে রইলি কেন ? নারাণ বল্লে আজই তোকে সে দেখতে আস্‌বে—টাকা, পয়সা, যা লাগে সব দিয়ে যাবে—আর শিগ্‌গিরিই নাকি দেশে নিয়ে যাবে। বাঁচলুম ! একটা মহা ভাবনার হাতই এড়ালুম মা ?"

মাতার কথায় কুসুমের চিত্ত আরও অনেকটা উৎফুল্লা হইয়া উঠিল কিন্তু চিন্তা একেবারে দূর হইল না। এই দেশে যাইবার কথায় তাহার আবার নূতন একটা দিকে দৃষ্টি পড়িল। কুসুম গম্ভীর মুখে ভাবিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে কহিল,—মা, তুমি দেশে যেতে চাও ?

মাতা বিস্মিত হইয়া কহিল,—কেনরে, তোর ইচ্ছে নেই নাকি ?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কন্যা বলিল,—সত্যি কথা বল্‌তে কি মা দেশে যেতে তোমার যতটা উৎসাহ, বাস্তবিক আমার ততটা নেই। মা, কি নিয়ে এখন দেশে যাবো বলতো ? এতকাল যে প্রবাসে কাটালে কলিকাতায় রইলে—কোথায় কাটালে, কি কল্লে তার কি কোন পরিচয় দিতে পার্ব্বে ? মেয়ে যে এত বড় হ'লো, বিবাহ হয় নি, পাড়াগাঁয়ে কত লোকে কত কথা বল্‌বে, তা কি ক'রে সহ্য কর্ত্তে পার্ব্বে ? আর একটা কথা ! খোকাকে ফেলেও যে আমি এখন আর কোথাও নড়্‌তে পাচ্ছি না মা। বিশেষতঃ এখন তার অসুখ ! খোকা সেরে উঠুক, তার বাবা ঘরে আসুন—তারপর যা হয় ক'রো।"

কন্যার মুখে এই সব কথা শুনিয়া মাতা অনেকখানি অবাক হইয়া গেল; বাস্তবিক এতটা সে ভাবিয়া দেখে নাই। কন্যার 'ছু' একটা

কথা তাহার নিকটে যুক্তিযুক্তই মনে হইতে লাগিল। ক্ষণকাল নিঃশব্দে ভাবিয়া মাতা উত্তর করিলেন, "আচ্ছা, তবে আসুক নারায়ণ, দেখি পরামর্শ ক'রে। তোরা যে রকম বল্‌বি সে রকমই হবে। আমার আর নিজের পরামর্শ কি মা? তিন কাল গেচে, আর একটী কাল তো বাকী। তা-ও শমন ক'বে তলব দিয়ে বস্‌বে তা কে বল্‌তে পারে! এখন তোদের একটু সুখ-শান্তি দেখে মর্ত্তে পাল্লেই বাঁচি। আর টাকা পয়সা, থাক্‌লে সর্ব্বত্রই সমান, কি কল্‌কাতায় কি পাড়াগাঁয়ে। অতই যদি কথাটা অন্যায় হয়, না হয় নাই গেলুম সেখানে—এই খানেই রইলুম।"

সেইদিন বৈকাল বেলা নারাণ ভট্‌চায্‌ আসিলেন। নারাণ ভট্‌চাযের বয়স খুব বেশী নয়, এই ত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ! চেহারাটী খুব জমকালো, রংটী ফর্সা, মুখশ্রীতে কি একটা যেন প্রতিভার ও পবিত্রতার চিহ্ন আছে, যাহাতে লোককে অত্যন্ত আকর্ষণ করে। নারাণ, কুসুমের কথা শুনিয়া কহিলেন, "কুসুম ব'লেছে ঠিক্‌। কুসুমের বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত তোমাদের যাওয়া হ'তে পারে না গিন্নী ঠাকুরুণ! আগে কুসুমের বিয়ে দিই, তারপর—"

কুসুমের মা বলিল, "পার্ব্বে কি বাবা? এত বড়টী হ'লো, এখন পর্য্যন্ত কিছুই ক'রে উঠ্‌তে পারিনি। চিন্তায় আমার রাত্তিরে ঘুম হয় না——"

নারাণ বলিলেন, "কেন পার্ব্বোনা গিন্নী ঠাকুরুণ! টাকার নাম মুস্কিল আসান! তা জানোনা? এমন লক্ষ্মীর মত বোনটী আমার তুমি ভাব্‌ছো টাকা হ'লে কিছুতে আট্‌কাবে না? আমি রাধামাধবের তহবিল হ'তে এ বোনের বিবাহে, দু'হাজার টাকা খরচ কর্ব্বো।"

শুনিয়া কুসুমের মায়ের চোখে জলে ভরিয়া আসিল। বিধবা যুক্ত-

করে একবার আকাশের দিকে চাহিল, একবার সাষ্টাঙ্গে মাটীতে পড়িয়া ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিল, মাটীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া কুসুমও অশ্রু গোপন করিতে যাইয়া ধরা পড়িয়া গেল।

নারাণ ভট্চায্ সেদিন আর বেশী কহিলেন না। 'তবে আজ আসি গিন্নী ঠাকরুণ' বলিয়া তখনই বিদায় গ্রহণ করিলেন। যাইবার সময় একটা কাগজের তাড়ায় করিয়া কুসুমের মায়ের হাতে কি কতকগুলি গুঁজিয়া দিয়া গেলেন।

ঠাকুর-চলিয়া গেলে, তাড়াটী খুলিয়া কুসুম একবারে আঁৎকাইয়া উঠিল। মা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"কি রে?"

কুসুম মহা বিস্মিতভাবে কহিল, "মা, এ যে সব নোট! তারপর এক দুই, তিন, চার করিয়া গুণিয়া যাইতে লাগিল। কুড়িখানা পর্য্যন্ত গুণিয়া কুসুম একবারে মাটীতে বসিয়া পড়িল। বলিল, "কুড়িখানা দশ টাকার নোট মা,—একবারে দু'শো টাকা!"

মা-ও হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরে বলিল, "সকলই ভগবানের ইচ্ছা। রাধামাধবের ইচ্ছায় এককালে এমন অনেক দু'শো টাকাই নাড়া-চাড়া ক'রেছি মা, বুঝি আবার সেই রাধামাধবই মুখ তুলে চাইলেন।"

সেইদিন সারাটা রাত্রি কুসুম ভাবিয়া ভাবিয়া কাটাইল, একটুকুও ভালরূপে ঘুমাইতে পারিল না। সকালে হাত-মুখ ধুইয়া আসিয়াই সে মাকে বলিল, "মা, তুমি না বল্‌ছিলে, এ সবই আমার জন্যে? কালই না এ কথাটা বল্‌ছিলে? তবে আমার ইচ্ছায় আপত্তি কর্ব্বে না?"

কুসুমের মা একটু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি তোর ইচ্ছে রে শুনি?"

"আমি টাকাগুলি খোকার চিকিৎসায় ব্যয় কর্ব্বো। ভেবে দেখ,

তা'দের কাছে যা পেয়েছি আমরা, তার তুলনায় এ কিছু নয়। তুমিই বল।"

মা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "সে কিরে? একবারে সব?"

কুসুম কহিল, "ঈশ্বর না করুন, দরকার যদি হয়, তবে তাই মা! ক্ষেতি কি? কিন্তু আমার বোধ হ'চ্ছে, অত দরকার হবে না। আপাততঃ একশ দিলেই যথেষ্ট। এই একশই এখন আমি নিয়ে চল্লুম মা। বাকী একশ তুমি রেখে দাওগে।" বলিয়া তখনই অর্দ্ধেকগুলি নোট মাকে দিয়া, আর বাকী অর্দ্ধেক নিজে লইয়া কুসুম উঠিয়া দাঁড়াইল। মা বলিল, "যাচ্ছিস?"

কুসুম বলিল, "হাঁ মা। দেরী ক'ল্লে হয়ত কাজ হবে না। বোধ হয় এই শুভ কার্য্যের জন্যই এমন অসম্ভব ভাবে টাকাগুলি ভগবান আজ আমার নিকটে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর একদিন দেরী কল্লেই হয়ত সব পণ্ড হ'য়ে যেতো।"

বলিয়াই কুসুম চলিয়া গেল। মা বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। প্রায় দশ মিনিট পরে যখন কুসুম ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার চোখে মুখে একটা স্বর্গীয় জ্যোতিঃ ফুটীয়া উঠিয়াছে; তাহার মুখে রাশিকৃত আনন্দের নিবিড় হাসি উথলিয়া পড়িতেছে; একটা যাদুকরের মায়া-দণ্ডস্পর্শে এক মুহূর্ত্তে যেন তাহার এত কালের দুঃখকষ্টসব অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

৯

কিরণ মোহিনীকে বলিল, "দিদি শেষকালে কুসুমই আমাদের খোকাকে বাঁচিয়ে দিলে, আর তাকে তেমন ব্যবহার কল্লে চল্‌বে না। সত্যি সে খোকাকে ভালবাসে!"

গম্ভীরভাবে মোহিনী বলিল, "হঁা" কিন্তু তারপরই চুপ করিয়া রহিল, আর কিছু বলিল না। কিরণ আবার বলিল, "কিন্তু এত টাকা পেলে কোথা?"

মোহিনী কহিল, "আমি সব জেনেছি কিরণ। ওদের দিন ফিরেচে! শুন্‌চি, কুসুমের খুব ভাল সম্বন্ধ হ'চ্চে!"

আশ্চর্য্য হইয়া কিরণ মোহিনীর মুখপানে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। তারপর বলিল, "বলো কি?"

মোহিনী কহিল, "তার বাপের বাড়ীর ঠাকুর, পাত্তর ঠিক করে এসেচে। এই বৈশাখ মাসেই বিয়ে! বর নাকি উকিল।"

কিরণ একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "তোমায় কে বল্লে শুনি?—"

মোহিনী একটু হাসিয়া কহিল, "আমি শুনেচি রে কিরণ!"

"কার কাছে শুন্‌লে তাই বল না?"

"ওদেরই কাছে!"

"ওরা তোমাকে বলেছে? অবাক্ কল্লে! ভেঙ্গে বল দিদি, তোমার পায়ে পড়ি——"

মোহিনী কহিল, "ভেঙ্গে আর কি বল্‌বো ছাই, বল্ তো? ওরা আমাকেও বলেনি, কাকেও বলেনি। ওদেরি ভিতর একদিন কথাবার্ত্তা হচ্ছিল, তাই শুনে—"

'তুমি বুঝি লুকিয়ে লুকিয়ে ঐ কর? যাক্ এখন কথাটা শুনি। উকীল এসে শেষকালে একটা দাসী বাঁদীর মেয়েকে বিয়ে কর্ত্তে চাইলে? এর চেয়ে যে রূপকথা ছিল ভাল?'

মোহিনী কহিল, "আরও কথা আছে, শুধু এই নয়। শোন্! ওরা বড় ঘরের মেয়ে!

কিরণ যেন একটা স্বপ্নের রাজ্যে ঢুকিয়াছে! বলিল, "তোমার পায়ে পড়ি দিদি, সবটা ভেঙ্গে বল। বড্ড উৎকণ্ঠা হ'চ্চে। • •

মোহিনী কহিল, "শুনবি আর কি? আমিই কি আর সব জানি? শুধু সেদিন শুনলুম! এতদিন সত্যিই তাদের বড্ড দুরবস্থা ছিল, ত্রিকুলে সাহায্য কর্ব্বার কেউ ছিল না। কিন্তু এই অল্প দিন হ'লো বাড়ীর একজন পুরুতের সাক্ষাৎ পেয়ে তাদের দিন একবারে ফিরে গেচে! সে নাকি অনেক টাকা, পয়সা দিয়ে সাহায্য কর্ত্তে চাইছে। সেই বামুন এখন কুসুমের বিয়ের সন্ধান ক'রে ক'রে বেড়াচ্ছে, টাকা, পয়সা যা লাগবে সেই নাকি দেবে। দু'একটা পাত্তর নাকি স্থিরও করেছে—একজন উকীল। দু' হাজার টাকা দিলে এইটে হয়। বামুন তাতেই স্বীকার! কিন্তু কুসুমটাই নাকি শুনচি তাতে আপত্তি তুলেছে। সে বলে দেবতার সম্পত্তিতে তাদের অধিকার নেই! কিছুতেই সে তা স্পর্শ কর্ব্বে না। পুরুত কত বোঝাচ্ছে, মা কত অনুরোধ কচ্ছে, কিন্তু সে কাণ পাতে চায় না। বোধ হয় ভিতরে কিছু একটা কথা আছে!

বলিয়াই মোহিনী কিরণের দিকে চাহিয়া একটু রহস্যপূর্ণ ভাবে হাসিল। কিরণও তদ্রূপ হাসিয়া সেই হাসির উত্তর দিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে মোহিনী আবার কহিল, "তা ব্যাপার যাই হোক, মেয়েটা যে হতভাগা তাতে আর কোন ভুল নেই কিরণ! তার

সংস্রবে এসেই ঠাকুর-পো আমাদের জেলে গেলো, ছেলেটাও মরতে ব'সেছিল। ছেলেটাকে বাঁচিয়েছে বটে, কিন্তু ঠাকুর-পো যদ্দিন জেল থেকে বেরিয়ে না আসচে তোকে বলচি মেজবৌ, তদ্দিন তার সঙ্গে আমি কথাটী কইচি না, ছেলেকেও তার কাছে পাঠাতে পার্ব্বো না। পয়সা যার আছে, সেই পয়সা দিতে পারে বোন্, কিন্তু ভাগ্য সকলে পারে না। ক'টা টাকার লোভে আমি একমাত্র বংশের দুলালকে, ওই একটী ছেলেকে হতভাগীর হাতে সঁপে দিতে পার্ব্বো না।

কিরণ আশ্চর্য্য হইল। দিদির এই একগুঁয়ে দৃঢ় সঙ্কল্পটা তাহার নিকটে কেমন নিষ্ঠুর ও অন্যায় বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। সেদিন কুসুম তেমন বিপদের দিনে, একবারে অযাচিত ভাবে যথা সর্ব্বস্ব খোকার চিকিৎসায় দান করিয়া ফেলায়, কিরণ যেমনি বিস্মিত হইয়াছিল তেমনই আনন্দিত হইয়াছিল! নিরীহা লাঞ্ছিতা বালিকাটীর প্রতি তাহার বিশেষ সহানুভূতিরই উদ্রেক হইয়াছিল! কিন্তু এখনও মোহিনীর এইভাব জানিতে পারিয়া, সে বাস্তবিকই একটু ব্যথিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। কিরণ বলিল, "দিদি, এখনও তো ঠাকুর-পোর খালাস হবার তিনমাস বাকী, ততদিন যে কুসুম শ্বশুর বাড়ী চলে যাবে?

মোহিনী বলিল, "যাক্! বল্লুম তো ওটা দূর হ'লেই আমাদের শান্তি। কিন্তু শোন্ মেজো, আমার একটা উদ্দেশ্য আছে। কুসুম মেয়েটী যতই অলক্ষণে হোক্, যতই হতভাগী হোক, তার সম্বন্ধে একটা আমার ভাল ধারণা জন্মেছে। সে অকৃতজ্ঞ বা তত লোভী নয়। সে যে সেদিন এমন অম্লান বদনে নিজের ইচ্ছায় এক শত টাকা এমন ক'রে খোকার চিকিৎসার জন্যে দিয়ে গেল, সেটা আমার এই কথাটাই সপ্রমাণ ক'চ্ছে। ঠাকুর-পোর ঋণ শোধ কর্ব্বার জন্য বোধ হয় সে আরও কিছু কর্ব্বে,—অবশ্য যদি সুযোগ পায়। মেজো আমি সেইটারই অপেক্ষা

ক'রে রয়েছি। ইচ্ছে কল্লেই সে এখনই অনায়াসে ঠাকুর-পোকে মুক্ত ক'রে আন্‌তে পারে, কিন্তু নিজে সে-পথটা দেখ্‌তে পাচ্ছে না। মেজো আমিই তাকে সেইটে দেখিয়ে দেবো।"

কিরণ আরও অবাক্ হইয়া গেল! কুসুম ইচ্ছে কল্লেই ঠাকুর-পোকে জেল হ'তে মুক্ত ক'রে আন্‌তে পারে? কিরণ মোহিনীর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল, কিন্তু মোহিনী তাহার মনের ভাব বুঝিয়া পুনঃ বলিল, "আজ নয় বোন্, কাল শুনো। আগে,কাজটা হ'য়ে যাক্—" তারপর সেইখান হইতে চলিয়া গেল। কিরণ ভাবিতে লাগিল।

দুইদিন পরে কুসুম একদিন চুপটী করিয়া ঘরের কোণে বসিয়া আছে, এমন সময় মোহিনী হঠাৎ সেইখানে আসিয়া উপস্থিত। কুসুম অবাক্ হইয়া গেল। মোহিনী আজ তিন মাস তাহার ছায়া মাড়ায় নাই। ঘরে অপর লোক ছিল না; মোহিনী বলিল, "তোর সঙ্গে একটা কথা আছে, কুসুম!"

কুসুম দাঁড়াইয়া কহিল, "বলুন্!"

নিকটবর্ত্তী তক্তাপোস খানির উপরে বসিয়া তাহাকেও সেইখানে বসিবার ইঙ্গিত করিয়া মোহিনী বলিল, "বোস্ এইখানে।" তারপর একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া আবার তাহার দিকে একটু রহস্যপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "তোর বিয়ের সম্বন্ধ হচ্চে না কুসি? তুই নাকি বিয়ে কর্ব্বিনে বল্‌ছি ?"

এই মোহিনী মেয়েটীকে,কুসুম বুঝিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কখনও কৃতকার্য্য হয় নাই। অনেকবারই সে মনে করিতে চেষ্টা করিয়াছে যে,এই মেয়েটী তাহার শুভাকাঙ্ক্ষিণী; কিন্তু তখনই আবার এমন একটা ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহার স্রোতে তাহার সেই ধারণাটা এক-

বারেই কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে ; কিছুমাত্রও অন্য ধারণা তাহার হৃদয়ে অবশিষ্ট রাখিয়া যায় নাই। এইরূপ একটা উল্টো ধারণা অনেকবার করিতে গিয়া সে ঠকিয়া ঠকিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। তাই আজ যখন মোহিনী আসিয়া হঠাৎ তাহাকে এই অদ্ভুত প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করিল, তখন সে বাস্তবিক তাহার ভাবটা কি, কিছুতেই ভাবিয়া ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

একটু থতমত খাইয়া সে কেমন চুপ করিয়াই যাইতেছিল, কিন্তু মোহিনী ছাড়িবার পাত্র নয়, প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া তাহাকে দস্তুরমত বিব্রত করিয়া তুলিল।

তখন অনেকবার জিজ্ঞাসাদির পরে কুসুম কহিল, "তা'রা যে টাকা চায়, বৌঠাকুরুণ! ও দেবতার টাকা, ও টাকায় হাত দিলে পাপ হবে।"

মোহিনী বলিল, "এটা ভুল! দেবতার টাকা, দেবতা তো আর নিজে তা কখনো খরচ কর্ত্তে আসেন না. নিজে তা দিয়ে নৈবিদ্যিও কিনে খান না। এই সব সৎ-কার্য্যেই তা ব্যয়িত হয়। তোর গ্রহণ কল্লে কিছু পাপ হবে না। আর ঐ টাকায় হাত না দিয়েই বা তুই কর্ব্বি কি? ঐ যে সেদিন একশো টাকা খোকার অসুখের সময় ব্যয় কল্লি, সেতো ওরই টাকা! ও টাকা ছাড়া বিয়ে হবে কি করে? আর বিয়ে-না করে থাকবিই বা কতদিন?

কুসুম এবার শব্দ করিল না। শব্দ করিবার তাহার উপায়ও ছিল না। মিথ্যা কথার উপরে বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা শক্ত! কুসুম নিজে জানিত, যে কথাটা বলিয়া সে এতক্ষণ বৃদ্ধা মাতা ও সরল ব্রাহ্মণের নিকটে নিজের ছদ্ম আবরণটা বজায় রাখিয়া আসিয়াছে, এই মোহিনী মেয়েটার নিকটে, তাহার উপর নির্ভর করিবার উপায় নাই। মোহিনী

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, কুসুম লজ্জা প্রকাশ করিয়া মুখ নত করিল।

অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া শেষটা মোহিনী আবার কহিল, "কুসুম, তবে শোন্। আমি আজ একটু উদ্দেশ্য নিয়েই তোর নিকটে এসেছি। তোর এই বিবাহ ব্যাপারটার মধ্যে আমারও একটা প্রকাণ্ড স্বার্থ আছে। আমি জানি বোন্, ঠাকুরপোকে তুই অত্যন্তই ভক্তি করিস্। আর বাস্তবিক সে যে তোর জন্যই এই সমস্তটা দোষ নিজের ঘাড়ে ক'রে চিরজীবনের জন্যে এতটা কলঙ্ক স্বীকার ক'রে জেলে গেলো, তারও তো একটা স্বার্থকতার দাবী থাকা চাই। সে স্বার্থকতার দাবীটা আজ তুই চুকিয়ে দে। ভেবে দেখ্ কুসুম, তোর জন্যই সে জেলে গেল; তোর জন্যই আজ তার এত কষ্ট! আজ তার মুক্তি তোর হাতে! তুই যদি আজ আর একটু স্বার্থত্যাগ করিস্, সে এখনি মুক্তি পায়।"

কুসুম ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কহিল, "বৌঠাকরুণ, কি বল্‌ছো তুমি? তাঁর মুক্তি আমার হাতে? একি সম্ভব?"

মোহিনী বলিল, "সম্ভব কুসুম, অতি সম্ভব! প্রতিজ্ঞা কর, আমার কথা রাখ্‌বি—আমি ভেঙ্গে বল্‌চি!"

কুসুম কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, "বৌঠাকরুণ, তুমি আমার পরম উপকারী বন্ধু—পরমাত্মীয়া! বলে দাও কি কল্লে তিনি মুক্তি পান? আমি তাঁর জন্য সব কর্ব্বো।"

মোহিনী কহিল, "তুই সেই উকীল পাত্রটীকেই বিয়ে কর! তবেই ঠাকুর-পোর মুক্তির উপায় হবে।"

কুসুম যেমনই আশ্চর্য্যান্বিতা হইল, তেমনই ভয় পাইয়াও গেল! সর্ব্বনাশ! এইটাই সে সর্ব্বাপেক্ষা ভয় করিতেছিল অথচ মোহিনী সেইটীরই দাবী করিয়া বসিল। একি বিধাতার লিপি?

কুসুম উত্তর করিতে পারিল না। কত বড় একটা দাবী যে আজ মোহিনী এই ক্ষুদ্র প্রার্থনাটীর মধ্যে পূরিয়া দিয়াছিল, তাহা তো মোহিনী একটুও জানে না। বুঝি আর কেহই জানে না! একমাত্র কুসুমই এইটার পরিমাণ জানিত। সে ভাবিয়া ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিল।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ভীত হইয়া মোহিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কি কুসুম?"

কুসুম কহিল, "এই বিবাহ হ'লেই তিনি মুক্তি পান! আর কিছু উপায় নেই?"

মোহিনী কহিল, "আছে কিনা আছে, তা শুন্‌লেই টের পাবি এখন। শোন্ বল্‌চি! তার খালাসের জন্য হাজার টাকার দরকার। তিন মাস তার জেল ভোগ হ'য়ে গেচে, এখন এই বাকী তিন মাসের ভোগটা এই টাকার উপর নির্ভর ক'চ্ছে। শুন্‌চি, এই উকীল বরটী নাকি বেশ বড়-লোক! বিয়ে হ'য়ে গেলে, তোর চেষ্টায় নিশ্চয়ই তার নিকট হ'তে কিছু আদায় হবে। তুই যে কতটা তার নিকটে ঋণী, সেই কথাটা জানাতে পাল্লে এবং একটু এঁটে সেঁটে ধল্লে, কখনো তিনি হাজার টাকার জন্যে কাতর হবেন না। কুসুম, এ সুযোগ তুই পরিত্যাগ করিস্ নে।"

কুসুম এই অদ্ভুত প্রস্তাব শুনিয়া চুপ করিয়া রহিল। মোহিনী বলিতে লাগিল,—আমাদের সম্পত্তির মধ্যে তো এই একখানি বাড়ী, বোধ হয় জানিস্। ঠাকুর-পোকে কত ক'রে বল্লুম, দাও ঠাকুর-পো, ওই বাড়ীখানাই বন্ধক দিয়ে টাকাটা দাখিল ক'রে দাও কিন্তু আমাদেরই মুখ চেয়ে ঠাকুর-পো তাতে স্বীকৃত হ'ল না! শত অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও কোন কথা গ্রাহ্য না করে জেলে চলে গেল। সেই হ'তে আমরাও উপায়হীন। ঠাকুর-পোর অনুপস্থিতিতে ইচ্ছা সত্ত্বেও বাড়ী বন্ধক দিয়ে টাকা দিতে পাচ্ছি না। তাই তোকে এই কথা বল্‌ছি।

তোর বর টাকাটা দিলে আমরা শপথ ক'রে বল্‌ছি, যতদিন না টাকাটা আদায় হবে, বাড়ীটা তোদের নামেই বন্ধক রাখ্‌বো। ঠাকুর-পো নিশ্চয় আপত্তি কর্ব্বে না। কিরে ? কি বলিস্‌ ?”

কুসুম বসিয়াছিল, এইবারে অর্দ্ধেক শুইয়া পড়িল। বলিল,—বৌ-ঠাক্‌রুণ, আমায় মাপ কর। তুমি যা বল্‌ছো, কতটা তা সত্য জানিনে বটে কিন্তু আমার এটা সাধ্যের অতীত! এ বিয়ে হ'লে তিনি যে এত টাকা আমার কথার উপরেই বের ক'রে দেবেন, তাঁর নিশ্চয়তা নেই! একটা অনিশ্চিত ফলের উপর নির্ভর করে, আমার উপর এমন শক্ত দাবী করোনা!”

মোহিনী তক্তপোষের উপর হইতে লাফাইয়া মাটীতে পড়িল। চোখ, মুখ অকস্মাৎ তাহার অত্যন্তই বিভীষিকাপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। চেঁচাইয়া কহিল,—কুসুম এই তোর উত্তর ? আশ্চর্য্য! এটা ভাবিনি! কিন্তু ভেবে দেখ কুসুম, আমি বেশী বল্‌বো না। আমি তা'র জন্যই বল্‌ছি—যে তোর জন্যে হাস্‌তে হাস্‌তে জেলে গেল; তোর জন্য, মাতা, পুত্র, অপর আত্মীয়, পরিজন; কারুর দিকে না চেয়ে চলে গেলো। এখনো সে তোর জন্যেই হয়ত নানারূপ জেলের অত্যাচার সহ্য ক'চ্ছে—সামান্য কুলি মজুরের মত খেটে খেটে দিন কাটাচ্ছে! তার জন্য এইটুকু করা কি এত বেশী ? কুসুম, অবস্থা ভাল থাক্‌লে তোর নিকটে সিকি-কপর্দ্দকটীও আমরা চাইতে যেতুম না কিন্তু আজ আমরা নিঃস্ব! সেই-জন্যই এই ভিক্ষা চাচ্ছি। তোর জন্যই সে জেলে গেল, তোর কাছে তার এ দাবী থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষা চাচ্ছি,—পারিস্‌তো উপকারী বন্ধুর এই উপকারটুকু কর্‌! সে ফিরে না এলে, আমরা অনাহারে মর্ব্বো, সে জেলে থেকে থেকে শুকিয়ে যাবে; খোকা দুধ খেতে না পেয়ে আবার পীড়িত হ'য়ে পড়্‌বে! তাই কি তোর ইচ্ছে ? একবার ভেবে দেখ—”

কুসুম আর পারিল না। চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—বৌঠাকুরুণ, বৌঠাকুরুণ, মাপ কর, আর পারিনি। কাল তোমায় বল্‌বো! একদিনের সময় দাও। বৌঠাকুরুণ, শুধু একটী দিনের সময়! তোমার পায়ে পড়ি—'

মোহিনী কুসুমের ব্যাকুলতা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। এ কিসের উত্তেজনা? কেন কুসুম এমন একটা বিবাহের কথায় এতটা বিব্রত হইয়া পড়িল? তাহার কারণ অন্বেষণ করিতে যাইয়া মোহিনী ভাবিল, দেবতার টাকা স্পর্শ করিবার বিভীষিকাই কি তাহার এই সমস্তটা আকুলতার মূল? ইহা তো মনে হয় না। নিশ্চয় ইহার ভিতরে কিছু গোপন রহস্য আছে! কুসুম সেইটে গোপন করিতেছে! সেইটা কি? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মোহিনী সন্দিহান হইয়া উঠিল! তাহার মত পথের ভিখারিণীর পক্ষে এত বড় একটা সম্বন্ধ স্থাপন যে কতখানি সৌভাগ্যের কথা তাহা মনে করিয়া করিয়া তাহার এই সন্দেহটা আরো দৃঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল।

সেইদিন মোহিনী আর বিশেষ উচ্চবাচ্য না করিয়া চলিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে সন্ধ্যাবেলা কুসুম সারা গায় একখানি কাপড় জড়াইয়া শুইয়া পড়িল। মাতা তাহার বিবাহের কথা কহিতে নারাণ ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর দিকে গিয়াছিল। সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিয়া এইভাবে তাহাকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া কহিল,—"কি রে?"

কুসুম উত্তর করিল,—শরীরটা বড় ভাল লাগ্‌ছে না, আজ আর আমায় ডাকাডাকি ক'রোনা মা। আমার বড় ঘুম পাচ্ছে। মাতা ব্যস্ত হইয়া কন্যার মাথায় হাত দিয়া দেখিল তেমন উত্তাপ নাই দেখিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া পুনঃ কহিল,—সর্দ্দি-টর্দ্দি হ'য়েছে বুঝি?

একটু সাবধানে থাকিস্ ! দু'টো মাস কেটে গেলে বাঁচি ! এখন শোন্— কথাবার্ত্তা তো এক রকম পাকা ক'রে এলুম—"

মাতার শেষ দুটো কথা শুনিয়া কুসুম হঠাৎ একবারে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া মার দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া কহিল, "কি পাকা ক'রে এলে মা ?"

মেয়েকে আগ্রহান্বিতা দেখিয়া মার উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল। মা বলিল, "সেই জগদীশপুরের সম্বন্ধটাইরে !—সেই উকীল-ববটী ! সম্পত্তির আয় দশ হাজার টাকা। তা-ছাড়া নগদ টাকাও ঢের—এরূপ ক'টা মেলে ? এখন ভগবানের কৃপায় ভালয় ভালয় হ'য়ে গেলেই রক্ষে। ভগবান যে এমন——"

কুসুম লেপ মুড়ি দিয়া আবার বিছানায় শুইয়া পড়িল। কন্যার এই পতনের অর্থটা মাতা নিজের হিসাব মতই বুঝিয়া লইয়া "আহা, আজ আবার মাথাটাও ধল্লে বুঝি ?" বলিয়া বিমলের মাকে শুভ সংবাদটা দিতে চলিল।

১০

সেইদিন রাত্রিটা কুসুমের অতি ভয়ানক কাটিল। কুসুমের মনে হইল, তাহার সারা জীবনের মধ্যে যেন সে আর এত বড় সমস্যায় কোন দিন পড়ে নাই। তাহার হৃদয়ের তন্ত্রীগুলি ছিঁড়িয়া দলিয়া, কি একটা নিষ্ঠুর ঝঞ্ঝা সারাটী রাত্রিই একটা 'হায় হায়' রবে তাহার চারিদিকটা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিল। কুসুম ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিল না, ভাল করিয়া জাগিয়া থাকিতেও পারিল না। কতক তন্দ্রায়, কতক দুঃস্বপ্নে, কতকটা বা অর্দ্ধজাগরণে, তাহার সময় কাটিতে লাগিল। কুসুম আশ্চর্য্য হইল। এই নূতন ঝঞ্ঝার আলোড়নে আজ তাহার চক্ষুর সম্মুখে হৃদয়ের এতগুলি নূতন কথা ধরা পড়িয়া গেল, যে, সবগুলি সে ভাল করিয়া ওজন করিয়া দেখিবার অবসর পাইল না। এতগুলি নূতন কথা এতকাল কোথায় লুকাইয়া ছিল? যতই সে তাহাদের কথা চিন্তা করিতে লাগিল, ততই তাহার বিস্ময়, তাহার ব্যথা ক্রমে বাড়িয়া বাড়িয়া উঠিতে লাগিল!

দুই প্রবল আকাঙ্ক্ষা দুইদিক হইতে তাহাকে যতদূর সম্ভব নিষ্ঠুর-ভাবে আকর্ষণ করিতেছে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কুসুম কোন দিকেই বাধা দেয় নাই। কোন্ দিকে যাইতেছে, কি করিতেছে, কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু কতকক্ষণ পরে সে একটা অদ্ভুত আবিষ্কার করিল। কুসুম দেখিল, যে দিকটা তাহাকে বেশী ভয় প্রদর্শন করিতেছে, কুসুম সেই দিকটাই গড়াইয়া গড়াইয়া চলিতেছে। কুসুমের সহস্র তীব্র ইচ্ছাও সেই আকর্ষণ হইতে তাহাকে টানিয়া রাখিতে পারিতেছে না। ভোরের বেলা কুসুম এই প্রবল স্রোতের মুখেই আত্মসমর্পণ করিয়া দিয়া পড়িয়া রহিল।

সকালবেলা মা যখন গঙ্গাস্নানে যাইবে, তখন একটী জীর্ণ রোগীর মত বিছানা হইতে উঠিয়া কুসুম মাকে বলিল, "মা তুমি কি নারাণদা'র কাছে যাচ্ছ? তাকে একবার এখানে আস্‌তে বলো। আমার কথা আছে!" কন্যার রক্তবর্ণ চক্ষু ও ভগ্ন প্রতিমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া চাহিয়া মা অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়া রহিল। কিন্তু তারপর "আচ্ছা মা" বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল।

মা চলিয়া গেলে কুসুম উঠিয়া একটু আধটু গৃহ-কর্ম্মে লাগিয়া গেল। কিন্তু এমন সময় মোহিনী সেইখানে আসিয়া আবার উপস্থিত। মোহিনী কহিল,—

"কুসুম, কি ঠিক্ কল্লি?

কুসুম বলিল, "আপনার কথাই ঠিক্। টাকা সংগ্রহ কর্ব্ব, কিন্তু ওখানে নয়। পরের হাতের কথা—নিশ্চয়তা কি? যেখানে নিশ্চয়তা সেইখানেই ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দাঁড়াবো।—নারাণদা বিয়ের সময় দু'হাজার টাকা দেবেন বলেছেন! তার এক হাজার আপনার, এক-হাজার এই শুভ কর্ম্মের——"

"হাজার টাকায় বিয়ের খরচ কুলুবে?"

কুসুম একটু হাসিয়া বলিল, ওখানে নয়! যেখানে কুলুবে, সেই-খানেই মত দিইছি!

আশ্চর্য্য হইয়া একটু ব্যস্তভাবে মোহিনী কহিল, "কোথায় তবে মতটা দিলিরে—শুনি?"

"হুগলীতে!"

মোহিনী শিহরিয়া উঠিল এবং চেঁচাইয়া বলিল, "সে যে একটা বুড়ো ঘাটের মড়া রে?"

কুসুম মৃদু হাসিয়া কহিল, "হোক্ বৌঠাকরুণ!"

মোহিনী মাথা নাড়িল। কহিল, "না, না, তবে হ'লো না কুসুম, এতটা স্বার্থপর আমাদের ভাবিস্‌নে তোকে জলে ফেলে দিয়ে আমরা প্রত্যুপকার চাই না।"

কুসুম কহিল, "বৌঠাকরুণ, আমি তো মন স্থির ক'রেছি, তবে কেন মিছি মিছি আবার বিঘ্ন তুল্‌ছেন? যে জন্য এ সব কচ্ছি, সেটাকে নিশ্চিত রেখেই যে কাজটা করা ভাল। ভেবে দেখুন, পরের কথায় বিশ্বাস কতটা? বিয়েও হলো, অথচ সে রাজীও হলোনা,—তাই যদি হয়, তবে সেটা কি আপনাদেরও পরিতাপের কারণ হবে না? তার চেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষাটা একটু কমিয়ে নিয়ে নিশ্চিত পথে চলাই নিরাপদ। অপর কথা আর তুল্‌বেন না।"

কিন্তু মোহিনী সে কথা গ্রাহ্য করিল না। "না—তবে হলো না বোন্" বলিয়া নিতান্তই বিবর্ণ মুখে সে সেই স্থান হইতে আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। কুসুম দৃঢ়মুখে আবার কাজ কর্ম্ম করিতে লাগিল।

সেইদিন বৈকালে নারাণ-ভট্টাচার্য্য আসিলে কুসুম যাহা কহিল, তাহাতে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। কুসুমের মা কত কান্নাকাটা করিল, নারাণ-ভট্‌চায্ কত বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কুসুম সেই জগদীশপুরের সম্বন্ধটার প্রস্তাবে সম্মত হইল না। তখন নারাণ-ভট্‌চায্ একটু বিরক্ত হইয়াই উঠিয়া চলিয়া যায়। এমন সময় সদরের নিকটে মোহিনীর সঙ্গে দেখা! দীর্ঘ একটা ঘোম্‌টা মুখের উপর টানিয়া দিয়া মোহিনী অপরিচিত ব্রাহ্মণকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া পথে দাঁড়াইয়া রহিল, দেখিয়া নারাণ-ভট্‌চায্ বলিলেন, "মা, কিছু কথা আছে?"

ঘোম্‌টার আড়াল হইতে মোহিনী আস্তে আস্তে উত্তর করিল আছে। যদি অনুগ্রহ করে একবার একটু আমাদের ঘরে আসেন—"

নারাণ ভট্‌চায্ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। দেখিয়া মোহিনী

কহিল, "কুসুমের সম্বন্ধেই কিছু বল্‌বো! বড় দরকারী কথা!" শুনিয়া ব্রাহ্মণ আর দ্বিধা না করিয়া তাহার পেছনে পেছনে যাইতে লাগিলেন। ও ঘর হইতে দেখিতে পাইয়া কুসুম ও তাহার মা চাহিয়া রহিল।

মোহিনী নারায়ণ ভট্‌চাযকে মেজবৌএর গৃহে লইয়া যাইয়া প্রণাম করিয়া বসিতে আসন দিল; তারপর মেজবৌএর সাম্‌নে কুসুমের কথা পাড়িল। কেন যে কুসুম হঠাৎ এমন বাঁকিয়া বসিয়াছে, কেন যে সে এমন একটা ভাল সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া একটা বৃদ্ধ স্থবির সাধারণ শ্রেণীর লোককে বিবাহ করিতে উদ্যত, কেন যে সে নিজে একহাজার টাকা চাহিতেছে, ইত্যাদি কথা যথাযথ বর্ণনা করিয়া মোহিনী কহিল, "আপনি এখন ইহার প্রতিকার করুন। সে যে আমার এই অনুরোধের মর্য্যাদা রক্ষা কর্ত্তে যেয়ে তার নিজের পায়েই কুঠারাঘাত ক'রে বস্‌বে, ইহা আমি কোন দিন মনে করিনি, আমি এটা পচ্ছন্দও করিনে। কিন্তু এখন তাকে দমন করাই মুস্কিল। সেইজন্যই আপনার শরণাপন্ন হ'চ্ছি। আপনি এখন এই দায় হইতে আমাদের মুক্তি দিন। আমি সত্যি ক'রে বল্‌চি, এমনটা যে হবে, কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি। ভাব্‌লে কখনো এমন কথা মুখে আনতুম না। কুসুমের এ জেদ আপনাকে ভাঙ্গতে হবে।

নারাণ-ভট্‌চায্‌ এতক্ষণে কথাটা বুঝিলেন। বুঝিয়া কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিয়া মোহিনীকে বলিলেন, "মা আমি প্রতিজ্ঞা কচ্চি, আমার দ্বারা যতদূর হবার তা' আমি অবশ্যই কর্ব্বো। কুসুম আমারই আশ্রিতা। তাঁকে আমি সহজে বুদ্ধিহীনার মত এমন একটা অন্যায় কাজ কর্ত্তে দেব না। সেজন্য অতটা তোমরা ভেবো না। তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। রায় লক্ষ্মীকান্তের দুহিতা যে, নারাণ-ভট্‌চায্‌ থাক্‌তেই একটা আসন্ন-মৃত্যু বৃদ্ধের গলে বরমাল্য পরিয়ে দেবে—তা' হ'তে পারে না। সাত-

দিন পরে তোমায় আমি সঠিক খবর দেবো, আজ তবে চল্লুম্।" বলিয়া স্ত্রীলোকদের প্রণাম লইয়া, হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন। মোহিনীও একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলে মেজো কহিল, "দিদি মেয়েটা কি শক্ত!"

মোহিনী কহিল, "ছুড়ি আমাকেও পাঁচ ঘাটের জল খাইয়ে দিলে আচ্ছা রোস্—আমিও সহজে ছাড়্‌চি না। আমি যদি——"

মেজো বাধা দিয়া কহিল, "থাক্, থাক্—ওতে আমাদেরই ভাল! কেন রাগ ক'চ্চ?"

মোহিনী তদ্রূপ ক্রুদ্ধস্বরেই উত্তর করিল, হ্যাঁ!—আমাদেরই ভাল বৈ কি? যেমন তোর বুদ্ধি! ওর পেটে পেটে দুষ্টামি—তা' বুঝি জানিস্ না?—আমি সব বুঝেচি।"

১১

এই ঘটনার পরে নারায়ণ-ভট্টাচার্য্যকে আর ১০।১২ দিনের মধ্যে সে অঞ্চলে দেখা গেল না। কুসুমের মা মাথায় হাত দিয়া বসিলেন—বুঝি সকল ব্যাপারটাই 'আকাশ কুসুমে' পর্য্যবেশিত হয়। কুসুমের প্রতি অত্যন্ত রাগ হইল। তাহার জেদের একটুমাত্র অর্থও যদি তাহার হৃদয়ঙ্গম হইত! কিন্তু না বুঝিলেন তিনি মেয়ের মনের ভাব, না বুঝিলেন নারায়ণ-ভট্‌চাযের এই অন্তর্দ্ধানের প্রকৃত রহস্যটা! একটা সুখ স্বপ্ন যেন ক্ষণিকের জন্য তাহাদের নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের জীবনটাকে পুলকিত করিয়া দিয়া মুহূর্ত্তেই আবার কোথায় মিলাইয়া গেল।

বিমলের মা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুসুমের মা, কি হ'লো বলতো? ঠাকুরটী গেল কোথায়?"

নারায়ণ-ঠাকুরের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কুসুম ও কুসুমের মায়ের অবস্থাটা বিমলের পরিবারের নিকটেও ক্রমে উন্নত হইয়া উঠিতেছিল; কুসুমের মা বলিল, "কিছুই তো বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে দিদি। বুঝি হত-ভাগীটার কথায় রাগ ক'রেই তিনি চ'লে গেলেন। যেমন কপাল, ব্রাহ্মণ চেষ্টা ক'রেছিলেন, কিন্তু বরাত উল্টো দিকে টান্‌লে—সব ঘুরে গেল!"

বিমলের মা একটু সহানুভূতি জানাইয়া কহিলেন, "না-না, অতো নিরাশ হয়ো না। আমার বোধ হ'চ্চে, ঠাকুরটী নিশ্চয় আবার ফিরে আস্‌বেন বোধ হয় আয়োজন উদ্যোগ হ'চ্চে—"

পিছন হইতে কে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, ছাই হচ্চে! হ্যাঁ, ঠাকুর আস্‌চেন! এমন জেদী মেয়ে—ওর কখন ভাল হয়? তুমি আবার এখানে কি বক্তৃতা কর্ত্তে এলে মা? চলে এস বলচি!"

বিমলের মা ফিরিয়াই দেখিলেন, পিছনে বড়বধুর ক্রুদ্ধ মূর্ত্তি! কয়েক দিন যাবতই বড়বধু শাশুড়ীকে লওয়াইতেছিল, কুসুম মেয়েটী একটুকুও ভাল নয়; ওদের সংশ্রব ত্যাগ করাই ভাল; কেবল ঠাকুর-পো যাবার সময় ব'লে গিয়েচেন,তাই!—নয়তো কবে সে তাহাদিগকে জোর ক'রে বিদায় ক'রে দিত। শাশুড়ীও বধুর অনুরোধ রক্ষা করিবেন, আকার-ইঙ্গিতে কতকটা এমনই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন; কিন্তু এখন এই ভাবে ধরা পড়িয়া যাইয়া কিছুটা বিব্রত হইয়া পড়িলেন। "যাই মা" বলিয়া তিনি এইবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কুসুমের মুখচোক এক মুহূর্ত্তের জন্য লাল হইয়া গেল। কিন্তু কুসুম একটীবারও উহাদের দিকে চাহিয়া দেখিতে পারিল না; নত দৃষ্টিতে

মাটীর পানে চাহিয়া দক্ষিণ-পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া কেবলি কি দাগ কাটিতে লাগিল।

শাশুড়ী ও বধূ বলিয়া গেল, কুসুম মাকে বলিল, "মা, শুন্‌লে?"

মা রাগিয়া বলিল, "শুন্‌লুম্ তো! কিন্তু কি জন্যে এসব বল্ দিকিনি? এ বুদ্ধি যদি তোর না হ'তো, তবে কি এত কথা আমাদের শুন্‌তে হতো না, এতটা কেউ অপমান ক'রে যাবার সাহস রাখে? সখ্ কোরে ঘাড়ে দুঃখ বইচিস্—তার——"

কুসুম কাঁদ কাঁদ হইয়া কহিল, "মা, অপরে যা বলে বলুক, তুমি ও কথা বলো না—তোমার নিন্দে সইতে পার্ব্বো না। তুমি তো মা পর নও, যে তুমি কথাটা বুঝ্‌তে পার্ব্বে না। আমি কি শুধু সখ ক'রেই এই দুঃখ বইচি? দুঃখ কি সখ ক'রে যথার্থই কেউ বয় মা?"

মা বলিল, "কিন্তু সখ ক'রে দশহাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি, কার্ত্তিকের মত বর—এ-ও তো কেউ অমনি ছেড়ে দেয় না কুসুম! না কুসুম ও কথা বলিস্‌নে—দোষ আমাদেরই—ওদের কেন হ'তে যাবে? ওরা—"

কুসুম আর শব্দ করিতে পারিল না। উত্তর দিবার মত, নিজের অবস্থাটা পরিষ্কার করিয়া বোঝাইবার মত তাহার উপায় বা শক্তি কিছুই ছিল না। এখন কেবল সকলটা হৃদয়ের বেদনা লইয়া একমাত্র তাঁহারই সমীপে কুসুম ধন্না দিয়া রহিল—যাঁহার নিকটে ভাষার চেয়ে সব সময়েই ভাব বড়—যাহার নিকটে ভোগের চেয়ে ত্যাগের মহিমা কোন সময়েই খাটো নয়! কুসুম চুপ করিয়া গেল।

মাতার হৃদয়বিচলিত হইল। একবার মাত্র কন্যার দুঃখ-অভিমানপূরিত আরক্ত বদনখানির দিকে চাহিয়া চাহিয়া তিনি আবার কি বলিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় সেইখানে আসিয়া মেজবৌ হঠাৎ ডাকিল, "কুসুম!"

কুসুম অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কুসুমের মা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজার নিকটে যাইয়া আদর করিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া কহিল, "এসো মা, ঘরে এসো। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ?"

কিরণ কহিল, "আমি একটু জরুরী দরকারে এসেচি মা। একবার এইদিকে আয় কুসুম—"

কুসুম উঠিয়া বারান্দায় গেল। মেজবৌ কহিল, "একটা কথা তোকে বল্‌তে এসেচি। আমি পালিয়েই তোর নিকটে এসেছি! কি করি এখন বল্‌তো? খোকা আজ তিন দিন হ'তে অসুস্থ—আবার জ্বরে প'ড়েছে! আজ দু'রাত্রি ধ'রে একটুও ঘুম নেই, সঙ্গে সঙ্গে আমারও রাত জাগ্‌তে হ'চ্ছে। কিন্তু আজ আর আমি কিছুতেই চোখ মেলে রাখ্‌তে পাচ্ছি না—মাথাটাও কন্ কন্ কচ্চে। আজ যদি তুই একটু তাকে দেখিস্—"

বলিয়াই কিরণ থামিয়া কুসুমের মুখের দিকে একবার চাহিল কিন্তু কুসুম নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল, কিছু বোঝা গেল না। কিরণ আবার বলিতে লাগিল,—"জানি বোন্, দিদি তোর উপরে অসন্তুষ্ট। বিশেষ খোকাকে তুই আদর করিস্, সেটা সে ভালবাসে না। কিন্তু সে এখন রান্নাঘরে। মার আহারাদি না হ'লে সে আর সেখান হ'তে ছুটী পাচ্চে না! আর পেলেও এ সময়টা কোন দিনই সে ও ঘরে আসে না—সুতরাং সে ভয় নেই। একবার আয়—"

কুসুম কিছুমাত্র ভাব প্রকাশ না করিয়া তৎক্ষণাৎ আস্তে আস্তে উত্তর করিল, "যাচ্ছি দিদি!"

কিরণ বাঁচিয়া গেল। চিরকালই সে কুড়ে, তার উপর আজ তার বাস্তবিকই কিছু অসুখ করিয়াছিল। সে চুপি চুপি বলিল, "একটু শিগ্‌গির কোরেই তবে আসিস্ ভাই। আমি দরজা বন্ধ ক'রে দেবো

—কিছু ভয় নেই। ডু' তিন ঘণ্টা একটু ঘুমোতে পাল্লেই আমার হ'য়ে যাবে। এই সময়টা তুই একটু কাছে বসে থেকে হাওয়া কর্ব্বি, আর সময় মত ঔষধটা খাইয়ে দিবি। ব্যস্! আর কিছু কর্ত্তে হবে না। বুঝ্লি ?"

কুসুম সেই রকম ভাবেই বলিল, "বুঝ্লুম্।"

কিরণ কহিল, "তবে আর দেরী করিস্নে! আমি চল্লুম। মাত্র এই ২।৩ ঘণ্টা সময়। তারপরই রান্না ঘর হ'তে সে হয়তো বেরিয়ে পড়্বে, তখন মহা মুস্কিল হবে।"

কুসুম কহিল, "চলুন—যাই।"

কিরণ কহিল, "খেয়েছিস্ ?"

কুসুম কহিল, "আমার ক্ষিদে পায়নি এখনো, এসে খাবো এখন—"

কিরণ কহিল, "না না, না খেয়ে তোর আস্তে হবে না। তাড়াতাড়ি ভাত কটা পেটে দিয়ে আয়—আমি যাচ্চি——"

কুসুম বাধা দিয়া কহিল,—আমার যে অসুখ করেচে বৌঠাকুরুণ। একটু পরে খাওয়াই উচিত। আপনি ভাব্বেন না। এক সঙ্গেই যাবো——

কিরণ আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "তোর্ আবার কি অসুখ রে? বিশেষ কিছু নয় তো ?"

কুসুম এইবার একটু হাসিয়া কহিল, "না-না, পেট্টা কেমন একটু একটু কামড়াচ্চে, এই! চলুন—"

অগত্যা কিরণ কুসুমকে লইয়া চলিল। কুসুম কিরণের ঘরে যাইয়া দেখিল, সত্যি সত্যি খোকা অত্যন্ত পীড়িত! কুসুম খোকার শয্যার পার্শ্বে যাইয়া চাপিয়া বসিল।

কুসুমের ইচ্ছা হইল, কিরণকে অনুযোগ দেয় "বৌঠাকুরুণ সংবাদটা

কি আর একটু আগে দিলে হতো না ?" কিন্তু কুসুমের সকলই মনে পড়িল। কোন্ অধিকারে আর সে এখন ওকথা বলিবে ? কুসুম খোকার নিকটে বসিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল।

কত বড় দায়ে পড়িয়া যে কিরণ আজ তাহাকে এই ভাবে ডাকিতে গিয়াছে, তাহা কিরণের কাণ্ডে কুসুমের বুঝিতে অধিক বিলম্ব হইল না। কুসুম আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, "কিরণ শুইল আর ঘুমাইয়া পড়িল। দুই মিনিটের মধ্যেই কিরণের নাকের ডাক ও পরিমিত নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দে কক্ষটী মুখরিত হইতে লাগিল। তখন একটা কথা কুসুমের মনে পড়িয়া বড়ই চিন্তার কারণ হইল। আসিবার সময় মেজবৌ বলিয়াছিল এই সময়টাতে তাহাকে খোকার নিকটে বসিয়া একটু বাতাস করিতে হইবে, আর ঔষধটা সময় মত খাওয়াইয়া দিতে হইবে। কোন্ ঔষধটা ? ঔষধটা যে ঠিক কখন খাওইয়া দিতে হইবে এবং সেটা যে কোথায় তাহা কিরণ কিছুই তাহাকে বলিয়া ঘুমায় নাই। কুসুম গোলযোগে পড়িয়া একবার মনে করিল—মেজবৌকে ঠেলিয়া দেয়, কিন্তু তাহার আরামপূর্ণ নাসিকা-ধ্বনি শ্রবণ, ও দুই রাত্রি অনিদ্রার কথাটা চিন্তা করিয়া ও কার্য্যটা যে কত বড় একটা নিষ্ঠুরতার কার্য্য হইবে, তাহাও বুঝিয়া সে অনেকটা কাতর হইয়া পড়িল। কুসুম তখন আর একটা পথ ধরিল। সে খুঁজিয়া খুঁজিয়া ঔষধের শিশিগুলি একস্থানে জমাইয়া ফেলিয়া একটা একটা করিয়া সবগুলিরই ভিতর পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল, কুসুম আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, তাহাদের প্রায় সবগুলিই খালি, কেবল একটার নীচে একদাগ মাত্র ঔষধ পড়িয়া রহিয়াছে। একটা নিস্কৃতির নিশ্বাস ফেলিয়া কুসুম আবার খোকার নিকটে আসিয়া বসিল। দুইটি শিশিতে ঔষধপূর্ণ থাকিলেই সে একটা মুস্কিলে পড়িয়া গিয়াছিল আর কি !

ক্রমে একঘণ্টা কাটিয়া গেল। ঔষধ খাওয়ান হইল না অথচ কিরণও কিছু সাড়া-শব্দ দিতেছে না,—কুসুম চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। খোকা এতক্ষণ নিশ্চন্তেই ঘুমাইতেছিল কিন্তু এইবার নড়িতে লাগিল। কুসুম উঠিয়া শিশিটির নিকটে গেল। একঘণ্টা তো হইয়া গিয়াছে—এইবার তবে খাওয়ানো যাইতে পারে কিন্তু কি ভাবিয়া আবার কুসুম স্বস্থানে আসিয়া বসিল। আবার একটু একটু করিয়া খোকাকে বাতাস দিতে লাগিল। ঘড়িতে ক্রমে দুইটা বাজিল। এ-ই সময়! কুসুম খোকার দিকে চাহিয়া দেখিল, ঘড়ির শব্দে খোকা জাগিতেছে বটে। একবার কিরণের দিকে চাহিল কিন্তু কিরণের চৈতন্য নাই। কুম্ভকর্ণের মতই সে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। কুসুম আবার শিশিটির নিকটে গেল।

খোকা ডাকিল, —"ঝি-মা?"

কুসুমের দুই কাণে যেন সহস্র নূপুর ধ্বনি বাজিয়া উঠিল। হৃদয়ের কানায় কানায় হাসি ভরিয়া গেল! চারিদিক অপূর্ব্ব রক্তিম আভায় রঞ্জিত হইয়া উঠিল? ফিরিয়া আসিয়া খোকার হস্ত প্রসারিত করিয়া কুসুম কহিল, "কেন রে?"

"খাবো ঝি-মা,—নেবু!—দেবে—?"

কুসুম কহিল, "আচ্ছা দেবো। আগে তুমি একটু ভাল হ'য়ে ওঠো বাবা ভাত খাও, কেমন?"

বলিয়াই তাহার মুখের নিকটে মাথাটা আনিয়া হঠাৎ গণ্ডাখানেক চুমো খাইয়া ফেলিল। একটু বিস্ময়ের হাসি হাসিয়া খোকা আস্তে আস্তে কহিল, "মা ঘুমুচ্চে! ভাল ক'রে কবে দেবে ঝি-মা?"

কুসুমও একটু হাসিয়া কহিল, "এই তো দিলুম রে আচ্ছা খোকা, ভাল হ'তে হ'লে কি কর্ত্তে হয় জানো? অষুধ খেতে হয়। এই অষুধটা

তা'হলে আগে খেয়ে নাও।" বলিয়া কুসুম তাড়াতাড়ি সেই শিশিটা আনিয়া সবটা ঔষধই ঢালিয়া খোকাকে খাওয়াইয়া দিল। পিপাসা নিবৃত্তি হওয়ায় খোকা আবার নিশ্চিন্ত হইয়া শুইয়া পড়িল !

তারপর খোকাকে কুসুম আরও দু' একটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা জিজ্ঞাসা করিতে চেষ্টা করিল কিন্তু আর বড় খোকা উত্তর করিল না, পূর্ব্বের মত আবার পড়িয়া নিবিড়ে ঘুমাইতে লাগিল। কুসুম চুপটী করিয়া বাতাস দিতে দিতে তাহার মুখখানির উপরে একটা স্নেহ-পূর্ণ দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া রাখিল।

ক্রমে চারিটা বাজিয়া গেল। কিন্তু তবু কিরণ বা খোকা যখন কেহই জাগিল না, তখন কুসুম কিছুটা ব্যস্ত হইয়া পড়িল। যদি বড়বৌ কোন কারণে হঠাৎ সেই দিকটায় আসিয়া পড়েন, তবেই সে গিয়েছে। হয়ত তজ্জন্য মেজবৌকেও কত গঞ্জনা সহ্য করিতে হইবে। একটু ইতস্ততঃ করিয়া এইবারে সে ধীরে ধীরে গা টিপিয়া কিরণকে ডাকিতে লাগিল। মেজবৌ ধরমরিয়া হঠাৎ উঠিয়া বসিল।

"কিরে কুসুম, ক'টা বাজ্‌লো ?"

"চার্‌টে !"

"হ্যাঁ ? বলিস্ কিরে ? একেবারে চার্‌টে ? মেজবৌয়ের ঘুম কাটিয়া গেল। সে চোক্ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে ব্যস্তভাবে বলিল, "দিদি, আসেন টাসেন নি তো ?"

কুসুম কহিল, "এখনো আসেন-নি। কিন্তু এইবার বোধ হয় আস্‌তে পারেন। আমি চল্লুম বৌঠাকৃরুণ ! দরকার হ'লে সময় সময় এই রকম——"

"খবর দেব ! খবর দেব ! আমি তোর কষ্ট বুঝিরে—আমি সব বুঝি ! তোর মত ক'টা মেয়ে হয় ? কিন্তু অদৃষ্ট—অদৃষ্ট ! কি জানিস্ কুসুম—অদৃষ্টই তোকে মেরে রেখেছে—"

একটা কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে মেজবৌয়ের দিকে মুহূর্ত্তকালের জন্য দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কুসুম পুনঃ খোকার নিদ্রিত মুখখানার দিকে চাহিতে চাহিতে বাহির হইয়া আসিল। মেজবৌও কুসুমের কথা ভাবিয়া একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

সেইদিন সন্ধ্যার পরে কিরণ একটু ব্যস্ত হইয়া আবার আসিয়া কুসুমকে বলিল, "কুসুম তুই খোকাকে আজ অষুধ খাওয়াস্ নি? আমি বল্‌তে ভুলে গিয়েছিলুম—"

কুসুম কহিল, "খাইয়েছি তো—"

"খাইয়েছিস্!—সে কিরে?—ক'বার?'

কুসুম কহিল, "ক'বার কি বৌঠাকরুণ? মোটেই তো এক দাগ ঔষধ ছিল?"

কিরণ একটু বিব্রত হইয়া বলিল, "একদাগ! একদাগ কেন হবে? কোন্ শিশিটা বল্‌তো?—'

কুসুম ভয় পাইয়া হঠাৎ বলিল, "বৌঠাকরুণ, তবে কি আমি কিছু ভুল ক'রেচি? অষুধ কি আর কোনও শিশিতে ছিল? কৈ, আমি তো একটাতে বৈ আর পাইনি। সেই যে তাকের উপরে—

কিরণ আঁৎকাইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে কুসুমও হঠাৎ থতমত খাইয়া গেল। চেঁচাইয়া কিরণ বলিতে লাগিল, "ওরে কুসুম. .ক'রেছিস্ কি? ওরে, তাই তো বাছা আমার এমন কোরে হঠাৎ অস্থির হ'য়ে উঠেচে! ওরে রাক্ষুসি, দিদি যে সত্যই বলেছিল রে,—আমি সর্ব্বনাশী কেন তার কথা না শুন্‌তে গেলুম—ওরে কেন আমি তার ওগো ও দিদি গো—

বলিতে বলিতে কিরণ দৌড়িল। কুসুমও হঠাৎ "মাগো! এ কি হ'লো গো।" বলিয়া মাথায় হাত দিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল।

সেইদিন রাত্রিতে সত্য সত্যই খোকার অসুখ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল।

কিরণ, বড়বৌ ও বিমলের মা সকলেই রাত্রি জাগিয়া কাটাইলেন। মেজবৌ কিছুতেই কথাটা গোপন করিয়া রাখিতে পারিল না। কতকটা বা তাহার নিজের অস্থিরতায়, কতকটা বা বড়বৌএর জেরায় শেষটা সকলেই কথাটা জানিতে পারিল। বড়বৌ একবারে শিহরিয়া উঠিয়া মাথা চাপ্ড়াইয়া শাশুড়ীকে যাইয়া বলিল, "মা, ক'বে ঠাকুর-পো মুক্ত হ'য়ে আস্‌বে—এ আপদ তাড়াবো—"

মেজবৌ কহিল, "দিদি, ঠিক ব'লছ তুমি! আর ওদের এখানে থাকা পোষাবে না। ওর মন ভাল হ'লে কি হবে, ওর লক্ষণ মন্দ! যেখানে যাবে সেখানেই এ রকম কিছু না কিছু একটা অমঙ্গল ক'রে বস্‌বে। কি যে আমার দুর্ব্বুদ্ধি হ'য়েছিল—"

দরজার ওপাশে হঠাৎ কি একটা 'খট্' করিয়া নড়িয়া উঠিল। মেজবৌ কহিল, "কি ও দিদি?"

বড়বৌ শব্দ করিল না কিন্তু তাহার চক্ষুর পাতা আর নড়ে না। একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া কিছুক্ষণ পরে মেজকে আস্তে আস্তে কহিল, "মেজো, তুই একটু এইদিকে এসে বোস্ তো আমি দেখে আস্‌চি।" বলিয়াই একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বড়বৌ হঠাৎ দরজার ওখানে যাইয়া দাঁড়াইল এবং কপাটটা একটানে খুলিয়া ফেলিয়া তখনই চাপা গলায় চেঁচাইয়া উঠিল, "যা ভেবেছিলুম, তাই! মা, খোকাকে আর বাঁচাতে পাল্লুম না। সেই ডাইনী বেটী আবার এখানে এসে হুম্‌কি মেরে আছে। দেখ্‌বে এস!"

বিমলের মা সভয়ে বলিল, "কে রে বড়বৌ? কুসুম?

বড়বৌ বলিল, "সেই!" মেজ শিহরিয়া উঠিল কিন্তু সেই সময়েই বাহিরে একটা প্রকাণ্ড শব্দ। বিমলের মা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও আবার কি রে বড়বৌ?"

বড়বৌ বলিল, "ডাইনিটা পড়ে গেল!"

বিমলের মা তাড়াতাড়ি একটা বাতি লইয়া আসিলেন। মেজবৌ খোকার ওখানেই রহিল। বড়বৌ ও বিমলের মা আসিয়া দেখিলেন, কুসুম মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। একটু বাহির হইয়া কুসুমদের ঘরের কাছে যাইয়া বড়বৌ ডাকিল, "কুসুমের মা, কুসুমের মা, ওগো, শুনচো ?"

কুসুমের মা অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু সোরগোল শুনিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া কহিল, "কে-গা ? বড়বৌ ?"

"হাঁ, বাছা, একটু বেরিয়ে এসো শিগ্‌গির ? দেখসে, কি সব কাণ্ড। এরকম্ ক'রে তো আর চলে না।"

কুসুমের মার বুক 'দূর দূর' করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। না জানি আবার কি গঞ্জনা অদৃষ্টে জুটিয়াছে! বৃদ্ধা কোনও রূপে অন্ধকারের মধ্যে বাহির হইয়া আসিতে ব্যস্ততা-প্রযুক্ত চৌকাঠে পা ঠেকিয়া হঠাৎ পড়িয়া গেল। একটু দেরী হইতেছে, দেখিয়া কর্কশ স্বরে বড়বৌ আবার কহিল "কি বাছা, মায়ে ঝিয়ে পরামর্শ করে কি এ কাণ্ডটা ক'রেছ, তো এই যে একটা অমঙ্গল ঘরের দরজায় ঠেলে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুলে, বলি তোমাদের জন্য কি আর আমাদের বাঁচতেও হবে না—?"

পায়ের বেদনাটা গ্রাহ্য না করিয়াই কুসুমের মা তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া সত্রাসে কহিল, "বড়বৌ, কি বল্‌ছো ? আমি তো কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না! দোহাই তোমাদের, সত্য বলো, কি হ'য়েচে ? শিগ্‌গির ভেঙ্গে বল কুসুমটা কৈ ? হতভাগী আবার কিছু করে নাই তো ? তা' হয়ে থাকে তো, আজ আমি নিজেই ফাঁসী ঝুল্‌বো, নয়তো সেই হতভাগীকে একটা কিছু——"

কিন্তু কুসুমের মায়ের প্রতিজ্ঞাটা কোন কাজেই আসিল না।

কিরণ.কোনও সাড়া দিল না। এইবার ফিরিয়া শাশুড়ী দেখিলেন,—হরিবোল !—কিরণ তাহার অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়াই কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তখন তিনিও খোকার পাশে আস্তে আস্তে শুইয়া একটু নিদ্রা দিলেন। রাত্রিটা কাটিয়া গেল। কিন্তু পরদিন প্রভাতে লোকজনের কোলাহলে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে উভয়েই চমকিত হইয়া শুনিল, পরিচিত কণ্ঠে কে দরজা ঠেলিতেছে, আর ডাকিতেছে—

"মা, মা, দোর খোলো, আমি এসেছি। মেজবৌ, মেজবৌ—"

বিছানার উপরে ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিয়া ডাকিলেন, বৌ-বৌ—কে রে ? ওরে ওঠ্, ওঠ্ ভাখ্—ভাখ্—দোর খুলে দে, শিগ্‌গির দোর খুলে দে——"

কিরণ স্বরটা শুনিয়াছিল, তাড়াতাড়ি যাইয়া দোর খুলিতেই বিমল আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। "আবার ফিরে এলি বাবা, সত্যি এলি, বলিয়া মা উন্মত্তের মত তাহার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

১২

কিন্তু উচ্ছ্বাসের প্রথম বেগটা কমিয়া গেলে, দু'মাস বাকী থাকিতেও বিমল যে কিরূপে জেল হইতে মুক্তি লাভ করিল, সে কথাটাই ভাবিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কিন্তু রহস্যটা প্রকাশ পাইতে বড় বেশী বিলম্ব হইল না। বিমল মাকে প্রণাম করিয়া, খোকাকে একটু দেখিয়া কিরণকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসাদির পর বাহির হইয়া যাইবে, এমন সময় নারায়ণ ভট্চাযও আসিয়া সেইখানে জুটিলেন! নারাণ কহিলেন, "বিমল বাবু, একবার এ দিকে এসতো, দেরী করোনা।"

বিমল কহিল, আস্‌চি, কাপড়টা বদলিয়ে। আপনি হাত মুখ ধুলেন ?"

নারাণ বলিলেন, "ধোব এখন। সে জন্য ব্যস্ততা কি ? তুমি এস।" বলিয়া তিনি কুসুমের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। মেজবৌ ও বিমলের মাও আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। বিমলের মা কহিল, "ও আবার কোথেকে আজ এলো বাবা ? তোর সঙ্গেই বা পরিচয় কি করে ?"

বিমল কহিল, "ওই যে আমায় মুক্তি করে নিয়ে এলো—নগদ একটী হাজার টাকা দিয়ে ! ব্যাপারটা কি বল তো মা ? লোকটা কে ?

বিমলের মা অবাক্ হইয়া কহিলেন, "সে কি ? তা-ও জানিস্‌নি ? ও কিছু বলেনি ?"

বিমল কহিল, "কিছু না। কিন্তু এখানে এসে বল্‌বে, বলেছে। কিন্তু তোমরা তো জানো ?"

বিমলের মা বলিলেন, "জানি বাছা, একটু-আধটু জানি বৈ কি ?

কিন্তু ব্যাপারটা যে শেষটা এই হ'য়ে দাঁড়াবে, তাতো ভাবিনি! ওই কুসুম ছুড়িটারই আত্মীয় ও—"

"কুসুমদের আত্মীয়? সে কি মা? কিন্তু, ও যে ব্রাহ্মণ?"

"ওদেরি বাড়ীর পুরুত।"

বিমলের মা সংক্ষেপে যতটা সম্ভব কথাটা বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। কথাগুলি শুনিয়া বিমল ভাবিতে ভাবিতে নারাণ ভট্‌চাযের নিকটে চলিল।

বিমল চলিয়া গেলে কিরণ কহিল, "মা, তবে এটা কুসুমেরই আর একটা কীর্ত্তি! ও যে কেমন মেয়ে তা তো আজও আমি চিন্‌তে পাল্লুম না মা। বোধ হয় বড্ডই তার উপর অত্যাচার করা হ'য়েছে। সত্যি সত্যি সে যে নিজেকে বলি দিয়ে ঠাকুর-পোকে বাঁচিয়ে আন্‌লে——"

বিমলের মা বলিলেন, "মেজবৌ, তুই একটু থাক্, আমি তাকে দেখে আস্‌চি। কাল যে কাণ্ডটা হয়েচে, আমার এখনো গা কাঁপছে। বেচারা খোকাকে বড্ডই——"

হঠাৎ বড়বৌ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল, "শুনেছ মা? নারাণ ভট্‌চায্ নগদ এক হাজার টাকা দিয়ে ঠাকুর-পোকে খালাস কোরে এনেছে। আর ঐ টাকাটা কোত্থেকে বেরলো জান? ঐ কুসুম ছুঁড়ীরই নাকি বরের পকেট হ'তে! সত্যি আমার গলায় দড়ি দিয়ে মর্ত্তে ইচ্ছে হচ্চে!

বিমলের মা কহিলেন, "ভেঙ্গে বল্ মা, সবটা ভেঙ্গে বল্। অদ্ভুত ব্যাপার সব!—আমার মাথাটা গুলিয়ে যাবার মত হ'য়েছে!——"

মোহিনী কহিল, "সেই যে উকীল বর গো! সব শুনে-টুনে সেই নাকি এখন হাজার টাকাতে বিয়ে কর্ত্তে রাজী।"

কিরণ বলিয়া উঠিল, "দিদি, যা বল, মেয়েটা কিন্তু ভাল! আমরা

শত্রুতা কচ্ছি বটে, কিন্তু ভগবান তার প্রতি মুখ তুলে চেয়েছেন। এখন ও কেমন আছে?"

বড়বৌ বলিল, "ভাল আছে। হঠাৎ পড়ে গিয়ে মাথায় খানিকটা জখম হ'য়ে গেছিল, কিন্তু চামড়ার ভিতরে যাই নি—দু'দিনেই সেরে যাবে! আমি আবার সেখানে যাচ্ছি মেজবৌ, যতক্ষণ না সে আরাম হ'চ্ছে, আমার ছুটী নেই। তুই আজ ঠাকুর-পোকে ভাল ক'রে একটু রেঁধে বেড়ে দিস্।"

কিরণ মাকে ধরিল, "মা, আমিও একটু যাবো। একবার তাকে এনে খোকাকে দেখাবো! আমিই যে তোর সকল কষ্টের মূল মা——"

বড়বৌ ধমকাইল, "মেজ, আমি যাচ্ছি, আবার তুই কেন? যা কর্ত্তে হয় আমিই কর্ব্ব এখন; তুই থাম।" বড়বৌ চলিয়া গেল, কিরণ কি করে, অগত্যা নিরস্ত হইল। বিমলের মা ছেলের আহারাদির জন্য রন্ধনের উদ্যোগ করিতে চলিলেন।

সেদিন নারাণ ভট্‌চায্‌ অনেক কথা কহিয়া বিমলের সঙ্গে একটা গুরুতর পাকা কথার মীমাংসায় লাগিয়া গেলেন। সকল কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বিমল কহিল, "একথা আপনাকে কে বল্লে? আমার বিশ্বাস হয় না।"

নারাণ ভট্‌চায্‌ রহস্য করিয়া বলিলেন, "নিজে যে জেল- হ'তে মুক্ত হ'য়ে বেশ আজ নিজের ঘরে বসে আছ, সেটা তো বিশ্বাস কর্ত্তে পাচ্ছ? হাজার টাকা অম্নি অম্নি কেউ কাকেও দিতে আসে না বিমল বাবু!"

বিমল কহিল, "হয়ত এটা কৃতজ্ঞতা!"

নারায়ণ বলিলেন, "আর স্বেচ্ছায়, ঐএকটা স্থবির বৃদ্ধকে বরণ ক'রে এই যে তোমাকে মুক্ত কর্ব্বার কথাটা? কৃতজ্ঞতা এতদূর?"

বিমল কি ভাবিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ স্পষ্ট দেখিলেন, তাহার মুখে

একটা অপূর্ব্ব উল্লাস ও লজ্জার আভা! ব্রাহ্মণের বুঝিতে বাকী রহিল না। বলিলেন, "বিমল বাবু, আমি সব বুঝি। ব্রাহ্মণ আমি, আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, সুখী হবে তোমরা! কাজটা ক'রে ফেলো। তুমি যা আশঙ্কা কচ্ছিলে, তা কিছু নয়। ভগবান যে কি ক'রে কখন কাহাকে শাস্তি দেন ও কখন কাহাকে পুরস্কৃত করেন, তা মানুষে বুঝ্‌তে পারে না। তিনিই তোমাদের এই শুভ যোগটা ঘটিয়ে দিয়েছেন, তিনিই তোমাদের ভাল কর্ব্বেন—বিশ্বাস রেখো! কুসুম অতি সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা। পূর্ব্বের অবস্থা বজায় থাক্‌লে সাধ্য কি, তুমি চেষ্টা করেও আজ ওকে লাভ কর্ত্তে পার্ত্তে! ভগবান যা আশীর্ব্বাদ স্বরূপ দিয়েছেন, হেলায় তা তুচ্ছ করে বৃথা অনুতাপকে বরণ করে এনোনা!

বিমল চুপ করিয়া রহিল, কোনও প্রতিবাদ করিল না। উৎসাহিত হইয়া নারাণ ভট্‌চায্‌ আবার কহিলেন, তবে "কি স্থির কল্লে বিমল বাবু?"

বিমল কতক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "ভট্‌চায্‌ মশাই, আপনি কাকে এত সব কথা বল্‌ছেন? আপনার তীক্ষ্ন দৃষ্টি ওর ব্যাপারটা এত সুন্দররূপে ভেদ কর্ত্তে পেরেছে, কিন্তু আমার অন্তরটার কি কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছে না? হাজার টাকা বড় শক্ত কথা মানি; কিন্তু তাও কৃতজ্ঞতার বিনিময়ে একজন আর একজনকে ছুড়ে ফেলে দিতে পারে; কিন্তু যেখানে কৃতজ্ঞতা মোটে নেই, সেখানে শুধু সখ করেই জেলে যায়—এমনটা লোকই ক'টা আছে বল্‌তে পারেন? সত্য বটে, সে সময় আমি ভাবটা ভাল বুঝ্‌তে পারিনি; ওটাকে একটা নিতান্তই করুণার স্ফুর্ত্তি বলেই মনে ভেবে নিয়েছিলুম; কিন্তু এই চার মাস জেল বাসের পর সব বুঝ্‌তে পাচ্ছি। কিন্তু দু'টো প্রতিবন্ধক আছে!

নারাণ ভট্চায্ বলিলেন, "কি ?

বিমল বলিল, "কথাটা এখন কতকটা উল্টে গিয়েছে ভট্চায্ মশাই এখন গরীব সে নয়, এখন গরীব আমি ! অমন ঘরের কন্যা, অমন ধনী উকীলের ঘর ছেড়ে একটা বিপত্নীক গরীবের ঘরে এসে কিছু সুখী হবে কি ?"

নারাণ ভট্চায্ হাসিয়া বলিলেন, "সেটা তোমার বোঝবার নয় বিমল বাবু, সেটা বুঝবো আমাদের। কুসুম নিশ্চয় তা ভেবে দেখেচে। বিমলবাবু আবার বল্‌চি, ভেবে দেখ। যে বড় ঘর চায়, বিপত্নীকের ভয় করে, সে সখ কোরে একটা বুড়ো স্থবিরকে বরণ কর্ত্তে রাজী হয় না। আর কুসুম বড় লোকের মেয়ে হলেও বড় ঘর কি তা কখনো জানে নি !

বিমল কতক্ষণ কি ভাবিল। তারপর বলিল, "কিন্তু খোকা ? খোকাকে কি সে তেমন আদর-যত্ন কর্ত্তে পার্ব্বে ?

নারাণ ভট্চায্ একটু নিষ্কৃতির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আমি তা অবশ্যি জানি কিন্তু এ কথাটাও আমি নিজে বল্‌বো না—তোমাকেই পরীক্ষা করে নিতে হবে বিমল বাবু—দেখ্‌লেই টের পাবে। আচ্ছা, কথাটা তবে তুমি আজ একটু ভেবে দেখ, কাল যা হয় বলো : আজ এই পর্য্যন্ত।

নারাণ ভট্চায্ সেই দিনের মত উঠিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিমল ভাবিতে ভাবিতে নিজ কক্ষে চলিয়া গেল।

ক্রমে বিমল সকল শুনিল।

কুসুমের রুগ্ন শয্যার পার্শ্বে মোহিনী বসিয়া কি করিতেছিল, খোকা ও কুসুম সম্বন্ধে সকলটা কাহিনী শুনিয়া আসিয়া বিমল তাঁহাকে কহিল, "বউদি, আজ খোকা একটু ভাল আছে না ? একবারটী তাকে নিয়ে আস্‌বো ?

দেবরের মুখপানে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া মোহিনী কহিল,"কেন ঠাকুর-পো, কি হ'য়েছে ? এখানে তাকে কেন ?"

বিমল কহিল,"বড্ড কাঁদ্চে !"

কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করিয়া মোহিনী কহিল "কাঁদুক ! ঝি-মার" কাছে আস্‌বে ব'লে তো ? অত আব্দার ভাল নয় ! সত্যি ঠাকুর-পো, এমন দুষ্ট ছেলে দুনিয়াতে আমি দু'টী দেখিনি। এত যত্ন করি, এত আদর করি আমরা কিন্তু তাতে মন উঠবে না ! চব্বিশ ঘণ্টা ঝি-মাকে চাই !' কেবলি 'ঝি-মা !' কেবলি 'ঝি-মা' যেন ওটী কত জন্মের কুটুম ! বাস্তবিক ঐ ক'রে ক'রেই তো অসুখটা তার এতদূর গড়ালো !"

কিন্তু কোলাকুলিটা আজ সেয়ানে সেয়ানে ! বিমল শুনিয়া কহিল, "বল কি এত বৌদি ? তবে তো আর বিলম্ব নয় ! এখনও তা'হলে সময় আছে। তাকে পেলে এখনো খোকা বোধ হয় বেঁচে যেতে পারে —আমি চল্লুম।"

বিমল চলিয়া যায়, মোহিনী তাড়াতাড়ি তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইল। বলিল, "ঠাকুর-পো, না—না, তা হ'তে পারে না ! আমি খোকাকে একটা ডাইনীর হাতে কখনো সঁপে দিতে পার্ব্বো না। তবে পারি, শুধুই যদি—"

"কি বৌদিদি ?"

"তুমি তাকে সত্যি সে অধিকার দান কর।"

বিমল হাসিতে হাসিতে কহিল, "কোন্ অধিকার—বাৎলাও।"

"খোকাকে খোকার মত কোলে তুলে নেবার !"

বিমল উত্তর করিল, 'তাকি নেই ?"

মোহিনী আর একটু রাগ দেখাইয়া কহিল, "ন্যাকামি রাখো

ঠাকুর-পো। আমি তা বল্‌ছি না। আমি যে কি বল্‌ছি, তা তুমি বেশ জানো, আমি চাই খোকার একটা মা! দিতে পার্ব্বে?"

শুইয়া শুইয়া চক্ষু বুজিয়া কুসুম এতক্ষণ সব কথা শুনিতেছিল, বড়বৌএর এই কথা শুনিয়া একবারে শিহরিয়া উঠিল। অদূরে বসিয়া কুসুমের মা একটা কি করিতেছিলেন, তিনিও হঠাৎ কথাগুলি শুনিয়া বিস্মিতভাবে গ্রীবা বক্র করিয়া চাহিয়া রহিলেন। বিমল অবিচলিত ভাবে পুনঃ কহিল, "সে কি আমার দেবার?"

মোহিনী ভ্রুভঙ্গী করিয়া উত্তর করিল, "তবে কার?"

বিমল কহিল, "যাকে হ'তে হবে ওটা, তারই তো হওয়া সঙ্গত!"

এ কথাটারও মোহিনী একটা কি উত্তর করিতে যাইতেছিল, এমন সময় কুসুম হঠাৎ অত্যন্ত নড়িয়া উঠিল; দেখিয়া এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া, তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া একটু পরে সকৌতুকে মোহিনী কহিল, "ঠাকুর-পো! তুমি কোর্টসিপ্ চাও বুঝেছি! কিন্তুদরকার কি? ওতে? আমি বল্‌চি, এখন শুধু দরকারী একটা জগঝম্প! সেটা হ'লেই কি বলিস্ কুসুম?—আর দেখ ঠাকুর-পো, একটা ভাল ডাক্তারও——"

আশ্চর্য্য হইয়া বিমল কহিলেন,—"ডাক্তার!"

মোহিনী কহিল, "হাঁ ঠাকুর-পো হাঁ। এ ডাক্তার কি আর ডাক্তার হোমিওপ্যাথির উপর সব ভক্তি আমার চ'টে গেছে। ভাল দেখে এখন একটা অ্যালোপ্যাথিক নিয়ে এসো! নয়তো, খোকার মা শিগ্‌গির আরোগ্য হবে না——"

কুসুমকে যিনি চিকিৎসা করিতেছিলেন, তিনিও মন্দ ডাক্তার নন্; এতকাল এই ডাক্তারটীর উপরেই এ বাড়ীর লোকদের যথেষ্ট ভক্তি-বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এখন মোহিনী যে কি জন্য তাহার উপরে এতটা

মেজবৌএর ঘরের দরজায় যাইয়া যাহা সে দেখিল, তাহাতে একবারে মাথায় হাত দিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল। বড়বৌ ও আর সকলেও চম্‌কাইয়া গেল। কুসুম লম্বা হইয়া বারান্দার সিঁড়ির দুই ধাপ নীচে পড়িয়া আছে; তাহার চুলগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; আর তাহার সমস্তটা মুখ ও বক্ষ রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে!

"ওরে কুসুম রে" বলিয়া মা একবারে যাইয়া কন্যার উপরে পড়িয়া গেল, কিন্তু একটু পরে কিছু প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "হ্যাঁগা গিন্নি, বলি এজন্যই কি আমাদের আশ্রয় দিয়েছিলে? মেয়েটাকে একবারে খুন কর্ব্বার জন্যই কি—এত কোরে—"

বাস্তবিক কুসুমের চেহারা দেখিয়া এখন বিমলের মা ও মোহিনীও অত্যন্ত ভয় পাইয়া গিয়াছিল, তাহারা কুসুমের মায়ের এ কথায় কোনও প্রত্যুত্তর করিল না। বড়বৌ এইবার যাইয়া কুসুমকে ধরিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে করিতে কুসুমের মাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বাছা, তুমি একা পার্ব্বে না, ধরো—আমিও ধর্চ্ছি। যা হ'য়েচে হ'য়েচে, আমরা তো কিছু করিনি—নিজেই ও মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেছে! আমাদের উপর মিছে রাগ করো না! চল, তাড়াতাড়ি ঘরে নিয়ে যাই।" তারপর শাশুড়ীর পানে চাহিয়া কহিল, "তুমি খোকার কাছে যাও মা বিশেষ কিছু হ'লে খবর দিও, আমি একটু ওদের ঘরে চল্লুম।"

কুসুমের মায়ের সঙ্গে ধরাধরি করিয়া মোহিনী কুসুমকে লইয়া তাহাদের ঘরের দিকে চলিল। বিমলের মা তখন খোকার কাছে ফিরিয়া আসিল।

তাহাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া কিরণ কহিল, "মা দিদি বুঝি ওদের ওখানে গেল? শাশুড়ী কহিলেন, হাঁ বাছা, মায়ের আমার মেজাজ বোঝা ভার!"

কিরণ কহিল, "কেবল আমাদের বেলাই যত আস্ফালন!—আচ্ছা, রসো! খোকা ভাল হয়ে উঠুক; তারপর বোঝা যাবে———"

এমন সময় অকস্মাৎ খোকার শব্দে উভয়েই চমকিত হইয়া উঠিল।

খোকা ডাকিল, "ঝি-মা ?"

শাশুড়ী ও বধূ উঠিয়া খোকার মুখের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সহর্ষে কহিলেন, "কেনরে—খুকুমণি—?"

চারিদিকে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া খোকা কহিল, "ঠাকুরমা, ঝি-মার কাছে যাবো!"

কিরণ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে শাশুড়ীর দিকে চাহিল।

শাশুড়ী ছেলেকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন, "যাস্ বাছা—যাস্ ভোর হোক্, অন্ধকারটা কেটে যাক্। কিছু খাবি ?"

খোকা কহিল, "নেবু!"

ঠাকুরমা হাসিলেন। দুষ্টু! নেবু এখন কোথায় পাই বল? একটু বার্লি দিই?" তিনি একটু বার্লির সন্ধানে উঠিয়া পড়িলেন, কিন্তু খোকা কাঁদিতে কাঁদিতে ভয়ানক আপত্তি জানাইয়া বলিতে লাগিল, "আর বার্লি খাবোনা, ঠাকুরমা! ঝি-মা নেবু দেবে—তুমি দুষ্টু—যাও, আমি ঝি-মার কাছে যাবো।"

বলিয়াই খোকা উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হইয়া কিরণ ও তাহার শাশুড়ী পুনরায় তাহাকে ধরিয়া শোয়াইয়া দিল। এইবার খোকা সুর ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ কাঁদিতে কাঁদিতে ক্রমে সুর ছোট করিয়া খোকা থামিয়া গেল। শাশুড়ী কিরণের দিকে ফিরিয়া বসিয়াছিলেন। না ফিরিয়াই বলিলেন, "বৌ, খোকা আবার ঘুমিয়েছে, এখন তুমিও একটু শো-ও রাত বড় নেই।"

অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে বিমল একটু আশ্চর্য্য হইয়া কহিল,—

"কিন্তু——

মোহিনী বাধা দিয়া কহিল,—"আর কিন্তু-কিন্তুতে দরকার নেই! যা বল্লুম, তাই করগে! হোমিওপ্যাথিক ঔষধের যোগ্যতা টের টের পাওয়া গেচে! কি আপদ ঠাকুর-পো! এই জন্ম গুলোকেই ভয় ক'রে সেদিন আমি এই খোকার মা-টিকে শক্র করে তুলছিলুম!

বিমল কহিল, সে কি?"

মোহিনী কহিল, "শোন বলচি। এখন আর আমার দ্বিধা নেই! সেদিন ছেলেকে যত্ন কর্ত্তে গিয়ে এই খোকার মা-টি একটা মস্ত ভুল ক'রে বসেছিলেন! এক অষুধের পরিবর্ত্তে আর একটা ঔষধই খাইয়ে ফেলেছিলেন। তাই নিয়ে কত হাঙ্গামা! কিন্তু এখন শুনচি, হোমিওপ্যাথি ঔষধের এমন শক্তি নেই, যাতে—একটু অদল-বদলে বা কম-বেশীতে তেমন কিছু অপকার করে। এমন অষুধে রোগ সারবে?"

বিমল হাসিয়া কহিল, "কিন্তু সারচে তো?"

মোহিনী চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "ছাই সারচে! অমন সারা অমনি হয়। আমরা চাই—

"রাতারাতি!"

মোহিনী কহিল, "তাই ঠাকুর-পো! বুঝতে পাচ্ছ না, এই বৈশাখ মাসেই চাই তো——"

হৃদয়ের আনন্দ চাপিয়া রাখিতে অশক্ত হইয়া বিমল সুর করিয়াই ও উত্তর করিল, "ওঃ! তবে তুমি জগঝম্প বাজাওগে বৌদি, আমি খোকাকে পাঠিয়ে দিগে!"

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রেই অবগত হইয়াছি, ইহার অনতিকাল পরেই

কোন এক শুভ-বাসরে—খাঁটী জগঝম্প না হউক—জিনিসটা দুষ্প্রাপ্য—মোহিনী নিজ খরচায় একটা জয়ঢাক আনাইয়া ৫. শুভ অনুরোধ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং নবদম্পতীর মধুমিলনোপলক্ষে—বাদককে প্রতারিত করিয়া —কি এক অদ্ভুত সুযোগে, সে তাহাতে এক পশলা দণ্ডাঘাত করিতেও বিরত হয় নাই !

সমাপ্ত।